ফিরে দেখা ৫০
শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ।
তিনের পাতায়

৫৭ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

চালু হল
আলিপুর বার্তার
নতুন নিউজ পোর্টাল
দেখুন ওয়েবসাইটে

কলকাতা ঃ ৫৭ বর্ষ, ৫ সংখ্যা, ২ অগ্রহায়ণ – ৮ অগ্রহায়ণ, ১৪২৯ ঃ ১৯ নভেম্বর– ২৫ নভেম্বর, ২০২২

Kolkata : 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 5, 19 November - 25 November, 2022 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : গত মে মাসে ছাড়া পেয়েছিলেন একজন, এবার

আদালতের রায়ে ছাড়া পেলেন ১৯৯১ সালে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী হত্যার দায়ে সাজাপ্রাপ্ত আরও ৬জন। কংগ্রেস অবশ্য এর বিরুদ্ধে আদালতে যাবে বলে জানিয়েছে।

রবিবার : জবরদখল ও দূষণে অতীতের গৌরব হারিয়ে পচা খালে

পরিণত হয়েছে সরস্বতী নদী। এই দূষণ নিয়ে মিশন ফর ক্লিন গঙ্গার কাছ থেকে হলফনামা চেয়েছিল ন্যাশনাল গ্রিন বেঞ্চ। তা না দেওয়ায় জরিমানা করলো আদালত।

সোমবার : ভাতা নেই, শিক্ষক নেই, বন্ধ হয়ে যাচ্ছে স্কুল। তারই

ফাঁক গলে নজরদারির অভাবে বেড়ে চলেছে নিষিদ্ধ হওয়া শিশুশ্রম। মিড ডে মিল, বিনা পয়সায় বই খাতা পোশাক দিয়েও সামলানো যাচ্ছে না পরিস্থিতি। শিশু দিবসে এটাই বাস্তব।

মঙ্গলবার : যারা অযোগ্য হয়েও চাকরি পেয়েছে তারা নিয়োগ

দুর্নীতির অভিযুক্তের তালিকায় নেই কেন, তাদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা দরকার। এমনই মন্তব্য করলেন আলিপুর বিশেষ আদালতের বিচারপতি। নিয়োগ দুর্নীতি তদন্তে খুলে গেল আর এক নতুন দিক।

বুধবার : অবৈধ ভাবে নিয়োগ পাওয়া কতজন শিক্ষক আদালতের

পরামর্শ মত ইস্তফা দিলেন আর কতজন সাদা খাতা জমা দিয়ে চাকরি পেয়েছেন তা অবিলম্বে জানাতে স্কুল সার্ভিস কমিশনকে নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গাঙ্গুলি।

বৃহস্পতিবার : নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে সিবিআইয়ের গতি

আশানুরূপ নয়। আর তাতেই ক্ষুব্ধ হয়ে বিচারপতি অভিজিৎ গাঙ্গুলি পুরোনো তদন্তকারীদের বাদ দিয়ে নতুন সিট্ গঠনের নির্দেশ দিলেন। ফলে চাপ বাড়লো সিবিআইয়ের উপরে।

শুক্রবার : গরু পাচার মামলায় গারদে অনুব্রত মণ্ডল। সেই

গারদেই ইডির হাতে ফের গ্রেফতার হলেন তৃণমূলের বীরভূম জেলা সভাপতি দোর্দণ্ডপ্রতাপ অনুব্রত। সিবিআইয়ের পর এবার ইডির আঁশ ছাড়াবার পালা। সহচর সায়গল মনিরুলের মতো অনুব্রতকেও দিল্লি নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ইডির।

সবজান্তা খবরওয়ালা

বাংলার শিক্ষায় আর একটা আক্রমণ রুখতে
লড়াই শুরু মুখোমুখি

ওঙ্কার মিত্র

রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় যখন একের পর এক ধাক্কা আসছে আদালত থেকে তখন মনে হয়েছিল সরকার তথা শাসকদল দিশাহারা। ভুল ভাঙলো অবৈধভাবে শিক্ষক পদে কর্মরতদের প্রতি সরকারের মনোভাব দেখে। এর আগে বার্তাটা আসছিল ঠারেঠোরে কথায় কথায়, কিন্তু আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও যখন অবৈধ শিক্ষকদের চাকরি ফিরিয়ে দিতে সরকারি ভাবে বিজ্ঞপ্তি জারি করল পর্ষদ তখন সত্যি সত্যিই মুখোমুখি লড়াইটা শুরু হয়ে গেল দুর্নীতিবাজ ও দুর্নীতিবিরোধীদের মধ্যে। বিচারপতি অভিজিৎ গাঙ্গুলি যখন তাঁর পরামর্শ নির্দেশিকায় জানিয়ে দিলেন অবৈধ শিক্ষকদের নিজে থেকে পদত্যাগ করতে হবে নইলে নেওয়া হবে কড়া ব্যবস্থা তখন মনে হয়েছিল সরকার নিশ্চয়ই তাঁর পাশে থাকবে। বিশেষ করে এক সাক্ষাৎকারে বিচারপতি গাঙ্গুলি যখন জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে তাঁর কাজ চালিয়ে যেতে বলেছেন তখন শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন রাজ্যবাসীর

মনে একটা ক্ষীণ আশা জেগেছিল।

এই আশাই দুরাশায় পরিণত হলো যখন শিক্ষামন্ত্রী স্বয়ং বললেন, মুখ্যমন্ত্রী চান কারোরই চাকরি যাতে না যায় অর্থাৎ যোগ্যদের বঞ্চিত করে যারা টাকার বিনিময়ে চাকরি পেয়েছে তারাও থাক দুধেভাতে। এমনকি শিক্ষামন্ত্রীর মুখে সেই অহঙ্কারী বাণী শোনা গেল বিগত আমল গুলোর মতো। তিনি বক্রোক্তি করে জানিয়ে দিলেন আন্দোলন করলেই কি চাকরি দিতে হবে নাকি? কলকাতার পথে ঘাটে মেধা সম্পন্ন যে সব চাকরি প্রার্থীরা দিনের পর দিন বসে আছেন তাদের কাছে এ এক বজ্রপাতের মতো। কোথায় সেই সত্যনিষ্ঠ রাজনৈতিক চরিত্র, কোথায় সেই মানবিকতার প্রতিচ্ছবি, মাত্র দশ বছরে সবই যেন বিকিয়ে গিয়েছে অর্থের বিনিময়ে। মানুষের মনে প্রশ্ন জাগছে প্রতিদিন মঞ্চে মঞ্চে টিভি চ্যানেল গুলোতে যারা সরকারের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছেন তারাও কি এই অর্থের ভাগীদার? না হলে এই অবিচারের বিরুদ্ধে তারা সোচ্চার হচ্ছেন না কেন?

পর্ষদ যে অবৈধ শিক্ষকদের পাশে দাঁড়াতে মরিয়া তা আরও একবার প্রমাণ করল আদালতকে না জানিয়ে অতিরিক্ত শিক্ষকপদ তৈরি করে অবৈধদের ফিরিয়ে আনতে জারি করা তাদের বিজ্ঞপ্তি। সব আশা প্রায় ক্ষীণ হয়েই গিয়েছিল। সরকারের মনোভাবে হতাশায় ভরে উঠেছিল রাজ্যবাসীর হৃদয়। কিন্তু বিচারপতি অভিজিৎ গাঙ্গুলির পাশাপাশি আশা জিইয়ে রাখলেন আর এক বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। তিনি পর্ষদের এই ঔদ্ধত্ব দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে প্রশ্ন তুলেছেন স্কুল সার্ভিস কমিশন ভেঙে দেওয়া হবে না কেন?

এরপর পাঁচের পাতায়

আগ্নেয়াস্ত্রের রমরমা
পুলিশ আটকে রাজনীতির ফাঁসে

অরিজিৎ মন্ডল

মিনাখার পর কুলপির ছামনাবনী গ্রামে বোমা ফেটে আহত হয় ২ শিশু। নাম ফরিদুল পাইক ও তইদুল পাইক। জানা যায়, বুধবার ছামনাবনি গ্রামের একটি পোলের তলায় প্লাস্টিকে মোড়া অবস্থায় বোমা পড়ে থাকতে দেখে ৩ নাবালক। পরে প্লাস্টিকের মধ্যে থাকা বোমা তুলে এনে বল ভেবে ছুঁড়ে ফেললে বিস্ফোরণ ঘটে। ঘটনায় আহতদের উদ্ধার করে কুলপি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়।

বোমা উদ্ধারের ঘটনায় ৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে কুলপি থানার পুলিশ। পাশাপাশি এলাকা থেকে ৫ টি তাজা বোমা ও একটি লোডেড আগ্নেয়াস্ত্রও উদ্ধার করা হয় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। ধৃত ওই তিন ব্যক্তির নাম বাবুসোনা পাইক, জাহাঙ্গীর মোল্লা ও হারুন মোল্লা। অভিযুক্ত ওই তিন ব্যক্তি এলাকায় আয়েশের কর্মী বলেই পরিচিত। কুলপি ব্লক সভাপতি সুপ্রিয় হালদার জানান পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগেই এলাকায় অশান্তি পাকানোর জন্যই আইএসএফ পরিকল্পিতভাবে অস্ত্র ও বোমা মজুত

করছে আর তারই ফলে ঘটেছে এই বিস্ফোরণ। এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে আইএসএফ। গঙ্গাসাগরের রুদ্রনগর এলাকায় সিপিআইএমের এক ডেপুটেশন কর্মসূচিতে উপস্থিত হয়ে কুলপির এই ঘটনায় রাজ্যের শাসক দলকে কাঠগড়ায় তুলেছেন সিপিআইএম নেতা সুজন চক্রবর্তী। গত নির্বাচন গুলোর দিকে তাকালে পরিষ্কার হয়ে যাবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা বিশেষ করে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা এলাকার দুষ্কৃতি তাণ্ডবের ছবিটা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক প্রাক্তন পুলিশ অফিসারের মতে নির্বাচন এলে সমগ্র দক্ষিণ ২৪ পরগনায় অপরাধ ও অপরাধীর যে বাড় বাড়ন্ত শুরু হয় তার পিছনে রয়েছে রাজনৈতিক মদত। পুলিশ সব জানলেও কিছু করার উপায় থাকে না। শুধু দক্ষিণ ২৪ পরগনা নয় পুরো পশ্চিমবঙ্গ বারুদের স্তূপের ওপর বসে রয়েছে। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও কিছু হবে না। যতক্ষণ না রাজনৈতিক দলগুলো তাদের চরিত্র পাল্টাবে।

সরকারি কোষাগারে টান
এবার কি মেলা ও উৎসবেও কোপ পড়বে?

কুনাল মালিক

রাজ্য সরকারের কোষাগারে কি টান পড়েছে? রাজ্য কি আগামী দিনে দেউলিয়া হয়ে যাবে? এই সব বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক মহলে ও সোস্যাল মিডিয়ায় অহরহ তর্ক বিতর্ক চলছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী মাঝে মধ্যেই বলছেন যত্রতত্র খেলা মেলা করা যাবে না। সরকারী কর্মচারিদের কিভাবে বেতন দেবেন সেই চিন্তায় নাকি রাতে ঘুমোতে পারেন না। তার ওপর সরকারি কর্মচারীদের ডিএ দেওয়া নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা রুজু হয়েছে প্রতি মাসে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার খাতে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে। অন্যান্য বিনামূল্যে পরিষেবা খাতেও কোটি কোটি টাকা জলের মতো বেরিয়ে যাচ্ছে। গত দুর্গা পুজোয় প্রতিটি পুজো কমিটিকে সরকারি কোষাগার থেকে ষাট হাজার টাকা দিতে গিয়ে প্রায় তিনশ কোটি টাকা কোষাগার থেকে বেরিয়ে গেছে। সূত্রের খবর আসন্ন গঙ্গাসাগর মেলাতেও এবার বরাদ্দা কাট ছাট করা হবে। গঙ্গাসাগর মেলা গত তিন বছর ধরে খোলনলচে পালটে ডিজিটাল মেগা মেলায় রূপান্তরিত হয়েছে। লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীদের নানা

পরিষেবা সহ গঙ্গাসাগর মেলাকে আধুনিকীকরণ করতে কোটি কোটি টাকা রাজ্য সরকারকে খরচ করতে হয়। অফিসারদের ঝাঁ চকচকে টেন্ট, তাদের জন্য বিনামূল্যে ফুড কোর্ট সহ নানা আধুনিক পরিষেবা দেওয়া হয়।

এরপর পাঁচের পাতায়

কাটোয়া মহকুমা হাসপাতাল চত্বরে রাস্তা বেহাল

দেবাশিস রায়

রাজ্যজুড়ে সরকারি পয়সায় বিরামহীন মোচ্ছব' চলছে। মেলা, খেলা ও উৎসব পালন এবং খয়রাতিতেও দরাজহস্ত রাজ্য সরকার। অথচ এই রাজ্যেরই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে প্রবেশের একাধিক রাস্তা দিনের পর দিন বেহাল হয়ে পড়ে থাকলেও তা সংস্কারে অত্যন্ত উদাসীন কর্তৃপক্ষ। যা নিয়ে রোগী সহ সাধারণ মানুষ ব্যাপক ক্ষুব্ধ।যদিও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি, তাদের তরফে এবিষয়ে সংশ্লিষ্ট পিডব্লিউডি-কে একাধিকবার জানানো হয়েছে। ব্যাস, এখানেই সব শেষ। কবে রাস্তার হাল ফিরবে তার কোনো উত্তর নেই।

পূর্ব বর্ধমান জেলার একপ্রান্তে অবস্থিত কাটোয়া মহকুমা হাসপাতাল। অত্যাধুনিক এই হাসপাতালের নানাবিধ চিকিৎসা পরিষেবার ওপর পূর্ব বর্ধমান ও সন্নিহিত নদিয়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ জেলার বিস্তীর্ণ অংশের শত শত সাধারণ মানুষকে প্রতিনিয়ত নির্ভর করতে হয়। কাটোয়া মহকুমা কানাড়া ব্যাঙ্কের সামনে থেকে একটি অর্থাৎ মোট তিনটি রাস্তা হাসপাতাল চত্বরে প্রবেশ করেছে। সুবিশাল চত্বরের ঠিক কেন্দ্রস্থলে হাসপাতালের বহুতল বিশিষ্ট মূল বিল্ডিংটি অবস্থিত হওয়ায় রোগীকে বেশ খানিকটা পথ যেতেই হয়।

হাসপাতালের সুবিশাল চত্বর জুড়ে বিস্তৃত রয়েছে পিচ এবং কংক্রিটের একাধিক রাস্তা। কাটোয়া শহরের কাছারি রোড থেকে দু'টি এবং উল্টোদিকে স্টেশন রোডস্থিত এসব রাস্তায় অ্যাম্বুলেন্স সহ চিকিৎসা ও রোগীর পরিসেবায় যুক্ত অসংখ্য গাড়ি দিন-রাত যাতায়াত করে।

এরপর পাঁচের পাতায়

বারাসত হাসপাতালই ডেঙ্গুর আঁতুড়ঘর

কল্যাণ রায়চৌধুরী

শীত পড়তে চলেছে। অথচ ডেঙ্গুর প্রকোপে সমগ্র রাজ্য তটস্থ। বিশেষ করে কলকাতা সহ কয়েকটি জেলায় ডেঙ্গুর প্রকোপ উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে কলকাতার পরই উত্তর চব্বিশ পরগণা প্রকোপের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা প্রশাসন ডেঙ্গুর প্রকোপে উদ্বিগ্ন। বারাসত জেলা হাসপাতালে প্রতিদিন বেড়ে চলেছে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা। এই মুহূর্তে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন বেশ কয়েকজন ডেঙ্গু রোগী। রোগীদের পরিজনদের অভিযোগ, খোদ এই হাসপাতালই ডেঙ্গুর আঁতুর ঘরে পরিণত হয়ে উঠেছে। বিকেল হতেই তারা মশারি টাঙিয়ে বসে থাকেন। এর জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের উদাসীনতাকেই দায়ী করেছেন রোগীর পরিবার পরিজনরা।

তাদের অভিযোগ হাসপাতাল চত্বরের যে সমস্ত নিকাশি নালা আছে সেখানে জমা জলেই মশাদের সৃষ্টি। তবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এই অভিযোগ মানতে নারাজ। রোগী সমিতির চেয়ারম্যান তথা সাংসদ ডা. কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে। তাদের অভিযোগ বিকেল থেকে শুরু হয় মশার উপদ্রব। মশারি ছাড়া থাকাই যায় না। গোটা জেলা জুড়ে যেভাবে

কল্যাণ সমিতির বৈঠকে যোগ দিতে এসে রোগীদের পরিবারবর্গের প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে বারাসত হাসপাতালের রোগী কল্যাণ ডেঙ্গুর সংক্রমণ বাড়ছে তাতে বারাসত হাসপাতালে আত্মীয়দের চিকিৎসা করাতে এসে ডেঙ্গু আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মশা নিধনের জন্য তেমন কোনও কার্যকর উদ্যোগও নজরে আসেনা বলে তাদের অভিযোগ। যদিও ডাঃ কাকলি ঘোষদস্তিদারের দাবি, 'সপ্তাহে দু'দিন হাসপাতালে মশার তেল স্প্রে করা হয়।' সিএমওএইচ অফিসের সামনে রয়েছে একটি ডোবা। এখানেই ডেঙ্গু মশার জন্ম হয় বলে দাবি করেন রোগীর পরিজনরা। ব্লাড ব্যাঙ্ক এবং নার্সিং স্কুলের সামনেই মেডিকেল কলেজের নব নির্মিত নতুন ভবন। এই ভবনের সামনেই রয়েছে জমা জলের সমস্যা।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, হাসপাতালের সমস্ত নিকাশি নালাগুলি অপরিষ্কার ও সংস্কারহীন অবস্থায় পড়ে আছে। এর ফলেই বাড়ছে মশার উপদ্রব। এমনিতেই বারাসত জেলা হাসপাতালে রোগীর চাপ অত্যাধিক। জরুরি বিভাগের সামনে এবং একটি শেডের নিচে রোগীর আত্মীয়দের থাকার ব্যবস্থা।

এরপর পাঁচের পাতায়

হকার সমস্যা সমাধানে
মেয়রের চিঠি পুলিশ কমিশনারকে

বরুণ মণ্ডল

কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত কুমার গোয়েলকে গত ২ নভেম্বরের পর ফের ১৮ নভেম্বর চিঠি দিলেন কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। মহানাগরিক টক টু মেয়রের পর সাংবাদিকদের বলেন, কলকাতা জুড়ে রাস্তায় রাস্তায় অকেজো গাড়ি পড়ে রয়েছে। যতটা সম্ভব হচ্ছে কলকাতা পৌরসংস্থা তাতে

স্প্রে করছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেই অকেজো গাড়িগুলিতে বিভিন্ন জায়গায় জল জমে থাকে, তাতে এডিস ও অ্যানোফিলিসের লার্ভা পাওয়া যাচ্ছে। পৌরসংস্থা স্প্রে করলেও ওই গাড়ি গুলি যদি এখনই সরিয়ে দেওয়া না যায় তাহলে সমস্যা থেকেই যাবে সেই জন্য আমি পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলকে আজই একটা চিঠি দিয়েছি।

এরপর পাঁচের পাতায়

গ্রামের বাঘ বনে ফেরাতে প্রচারাভিযান বন দপ্তরের

সুভাষ চন্দ্র দাশ

জঙ্গল থেকে বাঘ কোনও ভাবে বেরিয়ে লোকালয়ে চলে এলে তাকে সহজেই বনে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রচার অভিযান শুরু করেছে বন দপ্তর। দক্ষিণ ২৪ পরগনা বন বিভাগের উদ্যোগেই চলছে এই অভিনব সচেতনামূলক প্রচার অভিযান। বনকর্মীরা বাঘ-রূপী 'বহুরূপী' এবং 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'কে সঙ্গে নিয়ে পথে নেমেছে। বাঘ অধ্যুষিত জঙ্গল লাগোয়া গ্রামগুলিতে প্রচার চালাতে সঙ্গে নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন বয়সের স্কুল পড়ুয়াদের। অভিনব এই প্রচার দেখতে গ্রামের আশপাশ এলাকায় কাতারে কাতারে মানুষ জড়ো হচ্ছেন। প্রতি বছর শীতের মরশুমে সাধারণত সন্তান সম্ভবা বাঘিনী সন্তান প্রসবের জন্য পুরুষ বাঘের হাত থেকে সন্তানদের বাঁচাতে নিরাপদ জায়গার খোঁজে লোকালয়ে চলে আসে। মানুষকে কোনও ক্ষতি না করলেও মানুষ অতঙ্কিত হয়ে পড়ে। অনেক সময় 'বাঘরোল'-এর পায়ের ছাপ দেখেও বাঘ ভেবে ভুল করে মানুষ। তাদের সচেতন করতে বাঘ এবং বাঘরোল-এর পায়ের ছাপের ছবি দেখিয়ে উভয় প্রাণীর তফাৎ বোঝানো হচ্ছে। বন দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে, কুলতলি ব্লকের দেবীপুর, ভাসা, গুড়গুড়িয়া, মইপিঠ, মথুরাপুর-২ ব্লকের কুয়েমুড়ি, নলগোড়া এলাকাতেই বাঘের আনাগোনা বেশি ঘটে। তাই এইসব এলাকার সর্বত্রই প্রচার চলছে। এই প্রসঙ্গে ২৪ পরগনা (দক্ষিণ) বন বিভাগের বনাধিকারিক মিলনকান্তি মন্ডল বলেন, 'লোকালয়ের ধারঘেঁষে থাকা জঙ্গলের ২৬ কিলোমিটার

এলাকা আমরা হলুদ নাইলনের জাল দিয়ে খাঁচার মতো করে ঘিরে রেখেছি। এরপরও বাঘ জাল ছিঁড়ে কোনও ভাবে গ্রামে চলে আসতে না পারে সেই কারণে তিনটি ভাসমান লঞ্চ নদীতে ভাসিয়ে রাখা হয়েছে। সেখান থেকেও নানাভাবে ২৪ ঘন্টা নজিরদারি চলছে।' এরপরও লোকালয়ে বাঘের কোনও অস্তিত্ব লক্ষ্য করা গেলে বিভ্রান্তি না ছড়িয়ে সঙ্গে সঙ্গে বন দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে মানুষজনকে অনুরোধ করা হচ্ছে বলে মিলনবাবু জানিয়েছেন।

Alipur Barta: 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 5, 19 November - 25 November, 2022

উত্তরের আঙিনায়

শিক্ষক দিবসে ট্রেন সফরের আনন্দ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কারো প্রথমবার টয়ট্রেনের সফরের আনন্দ, কারোর আবার প্রথম ট্রেন যাত্রা। শিশুদিবসে টয় ট্রেনে চড়ে বেজায় খুশি খুদে শিশুরা। গোটা দেশের পাশাপাশি শিলিগুড়িতেও শিশুদিবস পালন করা হল এভাবেই। তবে অন্যান্যদের থেকে একটু অন্যরকমভাবে এই দিনটি পালন করার উদ্যোগ গ্রহণ করে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ইউনিক ফাউন্ডেশন।

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ও দৃষ্টিহীন প্রায় ৩৫ জন শিশুকে নিয়ে রোমাঞ্চকর টয়ট্রেন ভ্রমণ যাত্রার আয়োজন করেন তারা।এদিন শিলিগুড়ির জংশন স্টেশন থেকে রংটং পর্যন্ত এই টয়ট্রেন সফরের আয়োজন করা হয়। তাদের এই অভিনব উদ্যোগে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের তরফে প্রতি বছরের মত এবারও আয়োজন করা হয়েছিল এই অভিনব উদ্যোগের। যাতে খুশী সবাই। অনেকেই বলছেন এটা সত্যি সত্যি অভিনব উদ্যোগ।

শিলার শাবকদের এখনো ভালো নামকরণ হয়নি

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেঙ্গল সাফারি পার্কের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার শিলার শাবকদের এখনো সঠিকভাবে নামকরণ করা হয়নি। কাজ চালানোর জন্য তাদের টি ওয়ান টি টু বলে ডাকা হচ্ছে। বাঘেরা মানুষের ভাষা বোঝেনা, এই নামে ডাকলে তারা কিন্তু সাড়া দিচ্ছে। সংশ্লিষ্ট পার্ক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন পরে তাদের ভালো নামকরণ করা হবে। সেই নামেই ডাকা হবে তাদের, তবে দীর্ঘদিন ধরে উপরোক্ত নামগুলিতে অভ্যেস

হয়ে যাবার পর নতুন নামে কি তারা সাড়া দেবে, এখন এটাই দেখার? কেন নামকরণ করা হয়নি? এই বিষয়ে তারা জানান মুখ্যমন্ত্রী নামকরণ করে থাকেন। দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও তাদের নির্দিষ্ট নামকরণ হয়নি। তবে নামকরণ না হলে তাদের দেখভাল করাও খানিকটা অসুবিধের, এজন্য কাজ চালিয়ে দেওয়ার মতো দুটি নাম ব্যবহার করছে বেঙ্গল সাফারি পার্ক কর্তৃপক্ষ।

নেহেরু দিবসে স্বাস্থ্য পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহরুর ১৩৪ তম জন্মজয়ন্তীতে স্বাস্থ্যপরীক্ষার আয়োজন করা হয় ৩২ নম্বর ওয়ার্ড শিলিগুড়ি পৌর নিগম জ্যোতির্ময় কলোনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। উপস্থিত ছিলেন শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ বিরেশ কুমার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ওয়ার্ড কমিটির সদস্য এবং সমর্থকেরা। তাদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন

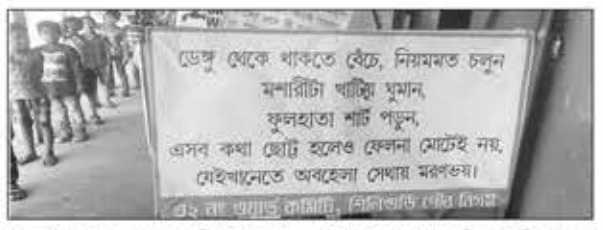

সতর্কতামূলক ব্যানার নিয়ে সারা ওয়ার্ডে প্রদক্ষিন করা হয়। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল কিভাবে এই রোগকে প্রতিরোধ করা যায়। কিভাবে মানুষের কাছে সুগার প্রেসার রোগের বিষয়গুলি তুলে ধরা যায়। এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের এম এম আই সি এবং কাউন্সিলারেরা।

নেপালে নির্বাচন, ৭২ ঘণ্টার জন্য বন্ধ থাকছে খড়িবারি নেপাল সীমান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী ২০ নভেম্বর নেপালের নির্বাচন রয়েছে। আজ অর্থাৎ শুক্রবার শিলিগুড়ি সংলগ্ন খড়িবাড়ি নেপাল ভারত সীমান্ত ৭২ ঘন্টার জন্য করে দেওয়া হয়েছে। ২০ নভেম্বর নির্বাচন শেষ হওয়ার পরে খুলে দেওয়া হবে সীমান্ত। সব থেকে অসুবিধার মধ্যে পড়েছেন খড়িবাড়িতে চোখের চিকিৎসা করাতে আসা রোগীরা। এছাড়া আসামের মোট ২০ জন সীমান্তে আটকে রয়েছেন।

ব্যবসায়ীদেরও ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে এই কয়েকদিন। স্থানীয় ব্যবসায়ী সংগঠনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে প্রতিদিন ২ কোটি টাকার ব্যবসা হয়, এই কয়দিন বিপুল টাকার ক্ষতি হয়ে যাবে ব্যবসায়। বন্ধ থাকবে টোটো ও অটো রিক্সা চলাচল।

উন্নয়ন নিয়ে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ি শহরের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বুধবার এস জে ডি এর সভাকক্ষে। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি এস জে ডি এ, মেয়র পারিষদবৃন্দ, বোর্ড মেম্বার এস জে ডি এ, জেলা শাসক দার্জিলিং, পুলিশ কমিশনার শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট, শিলিগুড়ি পুর কমিশনার সহ বাস্তুকার বৃন্দ। এদিন মেয়র এবং চেয়ারম্যান দুজনেই জানান শিলিগুড়িকে আরো আধুনিক করে গড়ে

তোলা হবে। আগামী ৫ বছরের মধ্যে শিলিগুড়ি ভারতের প্রথম সারির শহরগুলির মধ্যে একটি হবে। শিলিগুড়ি উত্তরবঙ্গের একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর। চারিদিক থেকে শিলিগুড়িতে মানুষ আসছেন। তাই শিলিগুড়ির উন্নয়ন প্রয়োজন।

গরু পাচারের চেষ্টা, ফাঁসিদেওয়াতে গ্রেফতার ৫

নিজস্ব প্রতিনিধি : ফাঁসিদেওয়া থেকে গরুসহ গ্রেফতার পাঁচজন। বৃহস্পতিবার রাতে ফাঁসি দেওয়ার সংলগ্ন চেকপোষ্টে নাকা তল্লাশি করবার সময় পুলিশ গরুসহ লরি আটক করে। গরুগুলির কোন বৈধ কাগজপত্র ছিলনা। গরু ও বাছুর সহ মোট ৯৯ টি গরু আটক করা হয়। মোট পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়, ধৃতদের আজ মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে বলে জানা গেছে।

অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে শিলিগুড়ি পুরনিগম। বুধবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের অন্তর্গত ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের বাংলা বাজার সংলগ্ন এলাকায় একটি অবৈধ গোডাউন ভেঙে দিল পুরনিগম। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল ভক্তিনগর থানার পুলিশ।

জানা গিয়েছে, ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের বাংলা বাজার এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে ছিল এই অবৈধ গোডাউন। পুরনিগমে অভিযোগ আসতেই গোডাউন মালিককে

গোডাউনের নথী পুরনিগমে জমা দেওয়ার কথা বলা হয়। পুরনিগমের তরফে নোটিশ দেওয়া হলেও গোডাউন মালিক কোনো কথা শোনেননি। এরপরই আজ জেসিবি দিয়ে গোডাউনটি ভেঙ্গে দেওয়া হয়।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৯ নভেম্বর– ২৫ নভেম্বর, ২০২২

মেষ রাশি : কর্মে অন্যমনস্কতা বৃদ্ধি। সন্তানের আচরণে মনে অসন্তোষ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। স্বজনের বিরোধী মনোভাব মনোকষ্ট বৃদ্ধি। সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ বৃদ্ধি। চাকরি ক্ষেত্রে উন্নতির সুযোগ বৃদ্ধি। ব্যবসায় শুভ ফল লাভ। প্রেসার, নার্ভের রোগ প্রভৃতি বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ধর্মে–কর্মে আগ্রহের সম্ভাবনা।

প্রতিকার : বাঁদরদের ছোলা–গুড় খাওয়ান।

বৃষ রাশি : স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা বৃদ্ধি হলেও আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা এবং স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধি। ভাই–বোনের সঙ্গে মনোমালিন্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সন্তান থেকে সুখ বৃদ্ধি। চাকরি ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভে বাধা থাকলেও ব্যবসা ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা বেশি। গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ। বিপরীত লিঙ্গের থেকে সম্পত্তি প্রাপ্তির সম্ভাবনা। জ্ঞাতি শত্রু বৃদ্ধি।

প্রতিকার : শুক্রের বীজমন্ত্র পাঠ করুন।

মিথুন রাশি : চিন্তা ভাবনা করে কথাবার্তা বলা উচিত যাতে কোনো বেফাস মন্তব্য করে অন্যের কাছে খারাপ প্রতিপন্ন না হতে হয়। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় সাফল্যের সম্ভাবনা। গুরুজনদের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। চাকরি ক্ষেত্রে উন্নতির সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিনিয়োগে শুভ ফল লাভ। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাবে।

প্রতিকার : শনিবার সর্ষের তেল দান করুন।

কর্কট রাশি: দাম্পত্য সম্পর্কে মনোমালিন্য থাকলেও তা কাটিয়ে উঠবেন। সম্পত্তি নিয়ে গুরুজনের সঙ্গে আলাপ আলোচনা। বন্ধুর থেকে ঠকে যাওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের সাফল্যে পরিবারে খুশির পরিবেশ সৃষ্টির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে বিতকে জড়িয়ে না পড়াই শ্রেয়। ব্যবসায় শুভ ফল লাভে বিলম্ব।

প্রতিকার : মঙ্গলবার হনুমান চাল্লিশা পাঠ করুন।

সিংহ রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। পিতা মাতার বা মাতৃকুল থেকে উপহার বা সম্পত্তি পাওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের পড়াশোনায় সাফল্যে বিলম্ব। চাকরি ক্ষেত্রে উন্নতির সম্ভাবনা। উচ্চশিক্ষায় সাফল্যে বাধা। ব্যবসায় ও চাকরি ক্ষেত্রে সাফল্য। ভ্রমণ এড়িয়ে চলাই উচিত।

প্রতিকার : বৃহস্পতিবার গাছে জল দিন।

কন্যা রাশি : স্বজনের আচরণে মানসিক অস্বস্তি বৃদ্ধি। ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে সাফল্যের সম্ভাবনা। পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতির সম্ভাবনা। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। গবেষণায় সাফল্যের সম্ভাবনা। লটারি বা ফাটকা অর্থ পাওয়ার সম্ভাবনা। ভ্রমণে শুভ ফল লাভ। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : শনিবার পিঁপড়েদের আটা দিন।

তুলা রাশি : বিপরীত লিঙ্গের প্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। দাম্পত্য অশান্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনা। যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে প্রিয়জনের সঙ্গে আলোচনা করুন। পারিবারিক অশান্তি থেকে বিরত থাকতে চেষ্টা করুন। কর্মক্ষেত্রে অন্য মনস্কতার দরুণ ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা। ব্যবসায় লগ্নিতে পুজি বিনিয়োগে সাবধানতা অবলম্বন করুন।

প্রতিকার : বুধবার গরুকে ঘাস খাওয়ান।

বৃশ্চিক রাশি: বেকারদের চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা। বহুজাতিক কোম্পানিতে কর্মসংস্থানের সুযোগ আসতে পারে। ব্যবসায় বিনিয়োগ সাফল্যের সম্ভাবনা। ভাই–বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। চাকরিতে সমস্যা সৃষ্টি হলেও তা কাটিয়ে উঠবেন। আর্থিক ক্ষতি বা দ্রব্যাদি হারানোর সম্ভাবনা।

প্রতিকার : বৃহস্পতিবার কলা গাছে জল দিন।

ধনু রাশি : আর্থিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। স্বজনের সঙ্গে মনোমালিন্য ও মানসিক আশান্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বন্ধু–বান্ধবদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি ও বন্ধুদের থেকে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভে বিলম্ব, ব্যবসাক্ষেত্রে আয় হলেও ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। হৃৎ জনিত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : বৃহস্পতিবার সূর্যদেবকে তামার পাত্রে অর্ঘ্য দিন।

মকর রাশি : ব্যবসায় সফলতার সম্ভাবনা। ভাই–বোনের থেকে উপহার পাওয়ার সম্ভাবনা। সম্পত্তি নিয়ে সমস্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গুরুজনদের সঙ্গে আলোচনা। উচ্চ শিক্ষায় ও গবেষণায় শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে সাফল্যে বাধা এলেও তা কাটিয়ে উঠবেন। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ঈশ্বরানুরাগী হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : শিবলিঙ্গে জল প্রদান করুন।

কুম্ভ রাশি : কর্মক্ষেত্রে অধিক পরিশ্রমের দরুন নাজেহাল অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। কোনো হিতৈষী ব্যক্তির সান্নিধ্য মনে শান্তি বৃদ্ধি। ভাই–বোনের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় নাও থাকতে পারে। দাম্পত্য মনোমালিন্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আয়ের সম্ভাবনা। সন্তান থেকে সুখ বৃদ্ধি। চাকরি ক্ষেত্রে উন্নতির সুযোগ রয়েছে।

প্রতিকার : সূর্যদেবকে অর্ঘ প্রদান করুন।

মীন রাশি : বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে উপহার বা দ্রব্যাদি বা আর্থিক দিক দিয়ে সাহায্য পেতে পারেন। চাকরি ক্ষেত্রে জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে তা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। দুর্ঘটনা থেকে সর্তকতার প্রয়োজন। বিনোদন জগতের মানুষের সঙ্গে বা চিকিৎসকদের ও আইনজ্ঞদের ক্ষেত্রে শুভ সময়।

প্রতিকার : বিষ্ণু মন্ত্র পাঠ করুন।

শব্দবার্তা ২২৪

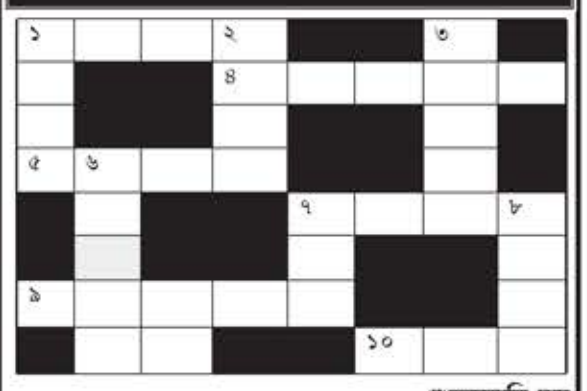

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। মণিময় কণ্ঠহার ৪। শালিবাহন রাজা ৫। তপস্যার জোর ৭। জীবনচরিত ৯। গোপন করা ১০। শ্রীকৃষ্ণ।

উপর–নীচ

১। শক্ত, দৃঢ় ২। অধঃপাত, ধ্বংস ৩। অশুভ গ্রহের প্রভাবের ফলে বিপত্তি ৬। হতভাগ্য ৭। চাদর ৮। বড় দারোগা।

সমাধান : ২২৩

পাশাপাশি : ১। অঙ্গদ ৩। শাসন ৫। রসাত্মক ৭। ধাতু রস ৯। আসবাব ১২। সাঙ্গ ১৩। জনার্দন ১৪। জল্পনা ১৫। সরল।

উপর–নীচ : ১। অসুবিধা ২। দরবার ৩। শক ৪। নকল ৬। কারবা ৮। তরঙ্গ ১০। মহানস ১১। বনপাল ১২। সাইজ ১৩। জনা।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

কাজের খবর

লার্সেন অ্যান্ড টুব্রোয় ইঞ্জিনিয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি : নিজস্ব প্রতিনিধি : পরিকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন সংস্থা লার্সেন অ্যান্ড টুব্রো (এল অ্যান্ড টি) সময়ে সময়ে গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ করে থাকে। এ বছর ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগের একটি প্রক্রিয়া সম্প্রতি সম্পূর্ণ হয়েছে। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, নতুন শূন্যপদে নিয়োগের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রিধারীরা এখনই আবেদন করে রাখতে পারেন। মোট অন্তত ৬৫ শতাংশ নম্বর সহ বিই অথবা বি টেক ডিগ্রিধারীরা আবেদনের যোগ্য। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমার পরে যাঁরা ডিগ্রি (ইঞ্জিনিয়ারিং) অর্জন করেছেন তাঁরাও আবেদন করতে পারেন। ২০২২–এ ডিগ্রিপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়াররা আবেদন করবেন। প্রথম সুযোগেই ডিগ্রির সবকটি পত্রে পাশ করে থাকতে হবে। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক অন্তত ৭০ শতাংশ করে নম্বর থাকতে হবে। যাঁরা ডিপ্লোমার পরে ডিগ্রি পাশ করেছেন তাঁদের ক্ষেত্রে ডিপ্লোমাতেও ৭০ শতাংশ নম্বর থাকতে হবে। জন্মতারিখ ১–৭–১৯৯৮ বা তার পরে হয়ে থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: https://www.larsentoubro.com ওয়েবসাইটের 'কেরিয়ার' বিভাগে 'Opening for Graduate Engineers 2022' এ ক্লিক করলে নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি এবং আবেদনের অনলাইন ফর্ম পাবেন।

রামকৃষ্ণ মিশনে তিনটি কোর্স

নিজস্ব প্রতিনিধি : তিনটি কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে রামকৃষ্ণ মিশনের বেলুড় মঠের জনশিক্ষা মন্দির। কোর্সগুলি হল। মোবাইল ফোন রিপেয়ারিং অ্যান্ড মেইন্টেন্যান্স, টু অ্যান্ড থ্রি হুইলার (মেকানিক–টেকনিশিয়ান) এবং ইলেক্ট্রনিক্স ও ইলেক্ট্রিক্যাল সরঞ্জাম মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ। প্রশিক্ষণ শেষে প্রথম দুটি কোর্সের ক্ষেত্রে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল অব টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশনাল এডুকেশন অ্যান্ড স্কিল ডেভেলপমেন্ট (পূর্বতন ডব্লু বি এস সি ভি ই টি) সার্টিফিকেট এবং তৃতীয় কোর্সের ক্ষেত্রে ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এন এন ডি সি) সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। কোর্সগুলি শুরু হবে জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে।

আমাজনে প্রসেস অ্যাসিস্ট্যান্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : কিছু প্রসেস অ্যাসিস্ট্যান্ট নেবে আমাজন। নিয়োগ হবে পশ্চিমবঙ্গে। যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটরা আবেদনের যোগ্য। টিম ম্যানেজমেন্টের কাজে অন্তত ১ বছরের অভিজ্ঞতা এবং এমএস এক্সেল ব্যবহারে দক্ষতা থাকতে হবে। এই নিয়োগের জব আই ডি : 2295574/ASSPL–West Bengal.

পরিস্থিতির বিচার–বিশ্লেষণ এবং উদ্ভূত সমস্যার তৎপর সমাধানের বিষয়ে স্বাভাবিক দক্ষতা এবং অনেককে সঙ্গে নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে প্রার্থীর স্বাভাবিক প্রবণতা প্রসেস অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে কাজের সহায়ক।

দরখাস্ত করবেন এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.amazon.jobs অনলাইন দরখাস্ত করার জন্য আগে নাম ও ই–মেল অ্যাড্রেস ব্যবহার করা প্রার্থীদের ইন্টারভিউয়ে ডাকা হবে। মুখোমুখি ইন্টারভিউয়ের আগে ফোনে একটি ইন্টারভিউ নেওয়া হতে পারে। ইন্টারভিউ–সংক্রান্ত বিশদ তথ্য পাবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইটে।

এফ এম চ্যানেলে উপস্থাপক

বেশ কিছু বাংলা উপস্থাপক ও উপস্থাপিকা নিয়োগ করবে প্রসার ভারতী। বাছাই করা প্রার্থীদের নিয়ে একটি প্যানেল তৈরি করা হবে। প্যানেলভুক্ত প্রার্থীদের প্রয়োজনের ভিত্তিতে সাময়িক চুক্তিতে নিয়োগ করা হবে আকাশবাণী কলকাতার এফএম চ্যানেলে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্নাতক। সেই সঙ্গে মাইক্রোফোনের উপযোগী কণ্ঠস্বর এবং সঠিক বাংলা উচ্চারণ সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। প্রার্থীকে ইংরেজি থেকে বাংলা এবং বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদে স্বচ্ছন্দ হতে হবে। কম্পিউটারে কাজ করার দক্ষতা থাকা বাধ্যতামূলক। সেই সঙ্গে স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলি, গণমাধ্যম–সমাজমাধ্যম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। অডিও এবং ভিডিও এডিটিং সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে।

বয়স : ২৫–১১–২০২২ তারিখে ২০ বছর থেকে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে। প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা, কণ্ঠস্বরের পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। একটি ধাপে উত্তীর্ণ প্রার্থীরাই কেবল পরের ধাপের পরীক্ষার জন্য বিবেচিত হবেন।

সাদা কাগজে নিজের ও বাবা মায়ের নাম, জন্মতারিখ, বয়স, ঠিকানা (পিনকোড সহ), মোবাইল নম্বর, নাগরিকত্ব, ই মেল আই ডি, শিক্ষাগত যোগ্যতা, গণমাধ্যমে কাজের অভিজ্ঞতা যদি থাকে লিখে আবেদন করতে হবে।

ফি বাবদ দিতে হবে ৩৫৪ টাকা (৩০০ টাকা ফি + ১৮% জি এস টি)। ফি জমা দিতে হবে এই অ্যাকাউন্ট নম্বরে : Account No. 00000011436356 96. Account Name – Station Director PRASAR BHARATI BCI, Bank : State Bank of India, Branch – High Court SPB, IFSC Code – SBIN0014524.

আবেদনপত্রের সঙ্গে সচিত্র পরিচয়পত্র, স্থায়ী বাসস্থানের প্রমাণপত্র, বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা, গণমাধ্যমে কাজের অভিজ্ঞার প্রমাণপত্রের স্ব–প্রত্যায়িত নকল ও ফি জমা দেওয়ার মূল রসিদ পাঠাতে হবে এই ঠিকানায় : কেন্দ্র অধিকর্তা, এফ এম বাংলা বিভাগ, আকাশবাণী কলকাতা, আকাশবাণী ভবন, ইডেন গার্ডেনস, কলকাতা–৭০০০০১।

এছাড়া সপ্তাহে যে কোনও কাজের দিন, সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টের মধ্যে আবেদনপত্র সরাসরি হাতে হাতে জমা দিতে পারেন উপরোক্ত ঠিকানায় অবস্থিত এফ এম বাংলা বিভাগে (রুম নং ৪২)।

দরখাস্ত ভরা খামের উপর লিখবেন : 'এম এম বাংলা উপস্থাপক ও উপস্থাপিকার জন্য আবেদন'। সব ক্ষেত্রেই আবেদনপত্র পৌঁছানোর শেষ তারিখ ২৫ নভেম্বর।

আবেদনপত্র সহ ফি জমা দেওয়ার রসিদ ও অন্যান্য নথিপত্র স্ক্যান করে ২৫ নভেম্বরের মধ্যে মেলও করতে পারেন এই মেল আই ডিতে। airkolkatafmbengaliaudition@gmail.com

বিশদ জানতে দেখুন এই ওয়েবসাইট : www.prasarbharati.gov.in/jobvacanies.

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে। ই–মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি

খবরের কাগজ সাজানোর কাজ জানা অভিজ্ঞ অপারেটর প্রয়োজন। দক্ষিন কলকাতার প্রার্থী অগ্রগণ্য।

যোগাযোগ : ৯৮০৪৪৫৪৬১৫

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫ / ৯৮৩০২৮৪৯৯২

কর্মখালি

চিমনি, ওয়াটার পিউরিফায়ার ও কিচেন অ্যাপ্লায়েন্সের কাজ জানা মেকানিক চাই। অভিজ্ঞতা না থাকলেও আবেদন করতে পারেন। যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৯৮৩০৩৩২৩৬৭

Office of the North Bawali Gram Panchayat

E– TENDER NOTICE

Digitally signed and encrypted E– Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for tender reference no : **422**/NBGP/**(17)** BEUP/**2022–23, 423**/NBGP/**(17)** CFCG TIED FUND/**2022–23, 424**/NBGP/**(17) 15**th CFCG UN–TIED FUND/**2022–23, 425**/NBGP/**(17) 15**th CFCG UN–TIED FUND/**2022–23,** all dated**: 14/11/2022** at different place within North Bawali GP under Budge Budge–II Dev. Block, South **24** Parganas, WB. Last date for the online receipt of Tender is **: 26/11/2022** at **1** PM. Detail will be available at the website **:** www.wb–tenders.gov.in

Sd/–
Prodhan
North Bawali Gram Panchayat

কালিকাপুরে 'শিবলিঙ্গ' উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রাচীন একটি 'শিবলিঙ্গ' উদ্ধার ঘিরে শোরগোল পড়ে গেল পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া ২ নং ব্লকের কালিকাপুর গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সুপ্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু জনপদ কালিকাপুরের বাজারপাড়ায় একটি কালীমন্দির রয়েছে। এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত একটি অষ্টধাতুর দেবী মূর্তি নিত্য পূজিত হন। ওই মন্দির লাগোয়া স্থানে দেবীর ভোগঘর তৈরির জন্য গত মঙ্গলবার সকাল থেকে খোড়াখুড়ির কাজ চলছিল। সেই সময় খনন কাজের তদারকি করছিলেন এলাকার বাসিন্দা সমীর মণ্ডল, রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সহ আরও অনেকেই। বেশ কিছুক্ষণ মাটি খননের পরে সেখানে পাথরের তৈরি একটি 'শিবলিঙ্গ' দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। ভগ্ন অবস্থায় পাওয়া ওই 'শিবলিঙ্গ'টিকে সযত্নে তুলে এনে ভক্তিভরে ওই কালীমন্দিরে স্থাপন করা হয়েছে। এদিন প্রাচীন মূর্তি উদ্ধারের ঘটনার খবর ক্ষণিকের মধ্যেই ঝরের বেগে আশপাশের এলাকায় ছড়িয়ে পড়তেই অসংখ্য মানুষ কালিকাপুর গ্রামের মন্দিরে ভিড় জমাতে থাকেন। স্থানীয় উৎপল গুঁই বলেন, উদ্ধার হওয়া শিবের মূর্তিটি কালী মন্দিরে রাখার পর রীতি মেনে পুজোর্চনা শেষে প্রসাদ বিতরণ করা হয়েছে।

ছাত্র–শিক্ষক লাঠালাঠি

প্রিয় মুখার্জি : ছাত্রদের ফোন ব্যবহার করাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ালো দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলার কেন্দ্রীয় নবোদয় বিদ্যালয়ে। ছাত্রদের মারধর করার অভিযোগ উঠল আবাসিক শিক্ষকদের বিরুদ্ধে। ছাত্ররা পাল্টা স্কুলে ভাঙচুর চালিয়েছে বলে অভিযোগ কর্তৃপক্ষের। এই ঘটনায় আহত হয়েছে ৩০ থেকে ৩৫ জন ছাত্র। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে জীবনতলা থানার পুলিশ। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলায় জহর নবোদয় কেন্দ্রীয়বিদ্যালয়ে ফোন ব্যবহার করাকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি চরম ওঠে। স্কুল কর্তৃপক্ষের নির্দেশিকা, স্কুল ক্যাম্পাসের মধ্যেই কোনরকম ফোন ব্যবহার করা যাবে না, যে সমস্ত আবাসিক ছাত্র–ছাত্রীরা থাকে তারাও ব্যবহার করতে পারবে না কোন মোবাইল ফোন। সেই নির্দেশ কে অমান্য করে কিছু সংখ্যক ছাত্রছাত্রী মোবাইল ফোন ব্যবহার করেছে বলে অভিযোগ। আর সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরম বিশৃঙ্খলার আকার ধারণ করে। জহর কেন্দ্রীয় নবোদয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দাবি, ছাত্রদের কাছ থেকে ৩৫ টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে। ছাত্রদের অভিযোগ, মোবাইল ফোনগুলি উদ্ধার করার পরে সেগুলি ভেঙে দেওয়া হয়েছে, কিছু কিছু ফোনকে জলে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমন কি ফোন ভাঙচুর করার পর একপ্রস্থ ছাত্রদেরকে আলো নিভিয়ে বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ উঠেছে অভিভাবকদের তরফ থেকে। এরপর রাতের দিকে পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে ওঠে। বেশ কিছু ছাত্র এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে বেঞ্চ টেবিল ভাঙচুর করতে থাকে। স্থানীয় কিছু অভিভাবকরাও পৌঁছে যায় বিদ্যালয়ের সামনে। বৃহস্পতিবার আরো অভিভাবকরা এসে স্কুলের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। খবর পেয়ে স্কুলের আশপাশ থেকে ছুটে আসেন গ্রামবাসীরা। তারপর তারা প্রাথমিকভাবে ছাত্র দের কে বেধড়ক মারধরের হাত থেকে রক্ষা করে। এ বিষয়ে স্থানীয় মহিদুল ইসলাম ঢালী বলেন, আমরা প্রথমে সন্ধ্যাতে একটা আর্তনাদ শুনতে পাই নবোদয় বিদ্যালয় এর ভেতর থেকে। গিয়ে দেখি ছাত্রদেরকে বেধড়কভাবে মারধর করা হচ্ছে। আমরা প্রথমে আটকাতে গেলে আমাদেরকে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়। পরে অবশ্য আমরাই গিয়ে উদ্ধার করি এবং পুলিশকে খবর দিই।

অন্যদিকে অভিভাবক শতদল মণ্ডল বলেন, ফোন ব্যবহারটা শুধু একটু অজুহাত মাত্র। স্কুলের পদার্থবিদ্যার শিক্ষকের আচার–আচরণ ব্যবহার অত্যন্ত খারাপ। বিষয়টি জানার পর ক্ষোভ প্রকাশ করেন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা। তিনি বলেন, শিক্ষকরা ছাত্রদের সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে তা কোনমতেই শিক্ষক সুলভ হতে পারেনা। অমানবিক অত্যাচার করা হয়েছে ছোট ছোট ছাত্রদের উপর। এখানকার প্রিন্সিপাল এবং শিক্ষকরা একনায়কতন্ত্র কায়েম করেছেন স্কুলের মধ্যে। প্রচুর দুর্নীতির অভিযোগ আছে এই বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। এলাকার কোন জনপ্রতিনিধিকে রাখা হয়নি, যেটা সম্পূর্ণ নিয়ম বহির্ভূত বিষয়টি নিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা কোন কিছুই জানাতে অস্বীকার করেন।

ক্যানিংয়ে ডেঙ্গি আক্রান্ত ৮

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডেঙ্গি নিয়ে রাজ্যরাজনীতি তোলপাড়। এবার ক্যানিং মহকুমা এলাকায় ডেঙ্গি তার প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়ে বর্তমানে ৮ জন সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।আক্রান্তদের মধ্যে তিনজন মহিলা ও পাঁচজন পুরুষ রয়েছে।আক্রান্তদের মধ্যে একজন সিসিইউতে চিকিসাধীন। তবে হাসপাতালের দাবি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে। অন্যদিকে ক্যানিংয়ের এক সমাজসেবী ফারুক আহমেদ সরদার ডেঙ্গি নিয়ে সাধারণ মানুষ কে সচেতন করতে আসরে নেমে পড়েছেন। এলাকার বিভিন্ন জায়গায় নোংরা নালা–নিকাশী পরিষ্কার করে ব্লিচিং পাউডার ছড়িয়ে মশা নিধন করার কাজ শুরু করেছেন।পাশাপাশি সাধারন মানুষ যাতে করে নিজের বাড়ির চারপাশে পরিষ্কার রাখেন এবং অবশ্য মশারী টাঙিয়ে ঘুমায় সেই বার্তাও দিচ্ছেন। ফারুকের এমন সচেতনতার কাজ কে প্রশংসা করেছেন স্থানীয়রা।

মা কে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ ছেলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি : নিজের মা কে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ উঠলো খোদ সন্তানের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাতে গোসাবা থানার অন্তর্গত বালি ২ পঞ্চায়েতের বিজয়নগর গ্রামে। মৃতের নাম সাবিত্রী বিশ্বাস(৩৮)।গোসাবা থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে বিজয়নগর গ্রামের বাসিন্দা সুকুমার বিশ্বাস গত প্রায় কুড়ি বছর আগে গোসাবা গ্রামে সাবিত্রী বিশ্বাস কে বিয়ে করেন। দম্পতির এক পুত্র সন্তান রয়েছে। ইদানিং স্ত্রীর সাথে বচসা হওয়ায় পেশায় ভ্যান চালক সুকুমার এক মহিলা নিয়ে কলকাতার গড়িয়াতে বসবাস শুরু করে। এদিকে একমাত্র সন্তান ভোলানাথ বিশ্বাস বাড়িতে একটি বাজপাখি পুষেছিলো। ছেলের এমন আবদার মোটেই পছন্দ হতো না সাবিত্রী দেবীর। পাখি নিয়ে মা ও ছেলের মধ্যে প্রায়ই বচসা হতো বলে দাবী প্রতিবেশীদের।শনিবার রাতে ছেলের অবর্তমানে পাখিটি মেরে ফেলেন মা। বাড়িতে ফিরে নিজের পোষ্য কে মৃত অবস্থায় দেখে ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলে ভোলানাথ। আচমকা তার মাকে বেধড়ক মারধর করে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাথাড়ি ভাবে কোপায় বলে অভিযোগ। পরে ঘরের দরজা বন্ধ করে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে মাকে পুড়িয়ে মারে বলে প্রতিবেশীদের দাবী। ঘটনার পর পালিয়ে যায় ছেলে। রবিবার সকালে এমন ঘটনা এলাকায় চাউর হতেই মুহূর্তে দাবানলের মতো চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে কাউকে এখনও আটক কিংবা গ্রেফতার করতে পারেনি গোসাবা থানার পুলিশ।

কাঠের ব্রিজের ভয়াল দশা

আমানুল্লা মোল্লা : দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং উত্তর অঙ্গদ বেরিয়া নিকারীঘাটা ও দিঘীরপাড় সংলগ্ন খালের উপর কাঠের সেতুর ভগ্ন দশা। গ্রামবাসী সাইফুদ্দিন সরদার জানান বর্তমানে এই কাঠের ব্রিজের উপর দিয়ে হাঁটাচলা করা যাচ্ছে না। একটা বাইক বা সাইকেল নিয়ে আসলে কাঠের ব্রিজটি টলমল করছে। যে কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটবে। তক্তা দিয়ে তৈরি এই ব্রিজ। নিচের খুঁটিগুলো সব নষ্ট হয়ে গেছে। উপরের তক্তাগুলোর তিন ভাগ ভালো নেই। তবু জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পারাপার করতে হয়। দিঘীরপাড় অঞ্চলের বাসিন্দা বাকি বিল্লা শেখ বলেন, 'কৃষকরা ধান নিয়ে এপার ওপার হতে পারছে না। সবজির বোঝা নিয়ে যাওয়া যায় না। বাচ্চারা স্কুলে যাতায়াত করতে পারে না। বয়স্ক মানুষরা সাঁকোর উপরে উঠতে পারে না। দিন গেলে দশ হাজার মানুষ আসা যাওয়া করে সম্পূর্ণ বিপদের ঝুঁকি নিয়ে। দু বছর ধরে এই রকম ভাবে পড়ে আছে। বারবার পঞ্চায়েতকে জানাচ্ছি কিন্তু কোন কাজ হচ্ছে না। খালে দুই পাশে এসএসকে,আইসিডিএস, প্রাইমারি, হাই স্কুল আছে। এইবার কাজ না হলে গ্রামবাসীরা মিলে আমরা আন্দোলনের পথে নামবো। নিকারিঘাটার প্রধান তাপসী সাফুই বলেন, 'সংশ্লিষ্ট দপ্তরে কোন টাকা নেই তাই কাঠের সেতুটি সারাই করতে পারছি না। টাকা আসলে সঙ্গে সঙ্গে মেরামত করে দেব।'

জলের অভাবে হাহাকার

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা ক্যানিং ১ নম্বর ব্লকের ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে সন্দেশখালি গ্রামে এক কিলোমিটার এর মধ্যে চারটি জলের কল সবটাই ভাঙ্গা অবস্থায় পড়ে আছে।

গ্রামবাসী আফতাব উদ্দিন মোল্লা বলেন, 'আশেপাশের যত জলের কল দেখবেন সবটাই খারাপ হয়ে পড়ে আছে। আমরা জলের জন্য হাহাকার করে মরছি। সামনে পঞ্চায়েত ভোট আমাদের এই গ্রামে এক থেকে দেড় হাজার মানুষ বসবাস করে। আশেপাশে পানীয় জলের কল নেই । অনেকটা দূরে হেঁটে যেতে হয় আমাদের। তাঁর হুঁশিয়ারি অবিলম্বে পানীয় জলের কল ঠিক না হলে আমরা ভোট বয়কটের ডাক দেব।

উপ–প্রধান খতিব সরদার উনি বলেন, 'বিরোধীরা আমাদের নামে কুৎসা রটাচ্ছে। যেখানে যত পানীয় জলের কল ছিল আমরা ঠিক করে দিয়েছি। যদি ওখানে মানুষ জল খেতে পারে না আমরা অবিলম্বে ওই কল ঠিক করে দেব। মিস্ত্রিরা ছুটিতে আছে। কয়েকদিনের মধ্যে আমরা এই জলের কলগুলি খতিয়ে দেখব।

বর্তমানে আমিও জানি ওইখানে যতবার পানীয় জলের কল বসেছে ততবার খারাপ হয়ে যাচ্ছে । ওখানকার জল ঠিকমতো উঠছে না ।ওখানে জলের লেয়ারটা অনেকটাই নিচে নেমে গেছে। আমরা উচ্চতর ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে টেস্ট করে আমরা পুনরায় নতুন জলের কল বসিয়ে দেবো।' এখন দেখার প্রতিশ্রুতি মতো কাজ হয় কিনা।

পদযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার চম্পাহাটি সিপিআইএম লোকাল কমিটির চম্পাহাটি স্টেশন থেকে বারুইপুর ফুলতলা পর্যন্ত এক পদযাত্রায় জেলা নেতৃবৃন্দসহ শামিল হলেন হাজার হাজার মানুষ। আওয়াজ তুললেন জাগো, চোর তাড়াও, বাংলা বাঁচাও। পশ্চিমবাংলায় চলা টাকার বিনিময়ে চাকরি, জব কার্ডে বেনিয়ম, উচ্চ হারে মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে ও ফসলের ন্যায্য দামের দাবীতে এই পদযাত্রা বলে জানান সিপিএম নেতারা। বুকে প্লাকার্ড– পঞ্চায়েতে কত পেলে, কত খেলে, সমস্ত কিছুর হিসাব চাই। নেতৃবৃন্দ জানান, পুরো নভেম্বর মাস জুড়ে গ্রামে গ্রামে বুথে বুথে এই পদযাত্রা চলবে।

তৃণমূল কর্মীদের বেধড়ক মারধর

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাতের অন্ধকারে ব্যাপক বোমাবাজী করে তৃণমূল কর্মীদের বেধড়ক মারধর ও স্থানীয় তৃণমূলের পার্টি অফিস ভাঙচুর করার অভিযোগ উঠলো আইএসএফ–আরএসপি ও বিজেপির বিরুদ্ধে। গুরুতর জখম হয়েছে শাসকদলের দুজন কর্মী।আর রাতের অন্ধকারে এমন ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। আলিমুদ্দিন লস্কর ও ইউদআলি সেখ নামে দুজন তৃণমূল কর্মী সমর্থক বর্তমানে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাটি ঘটেছে গত রবিবার রাতে বাসন্তী থানার অন্তর্গত আমঝাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ৮ নম্বর তিতকুমার বটতলা এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন রাতে স্থানীয় বাজার থেকে বাড়িতে ফিরছিলেন শাসক দলের দুই কর্মী সমর্থক আলিমুদ্দিন লস্কর ও ইউদআলি সেখ। অভিযোগ রাতের অন্ধকার আইএসএফ–আরএসপি–বিজেপি আশ্রিত জনা পনেরো দুষ্কৃতি তাদের পথ আগলে দাঁড়ায়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই এলাকায় ব্যাপক বোমাবাজী শুরু করে দুষ্কৃতিরা। ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপ মারে। এমনকি স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিসে ভাঙচুর চালায়।এলাকায় একাধিক বাড়িতে চড়াও হয়ে বোমাবাজী করে। ঘরের মধ্যে ঢুকে মহিলাদের মারধর এমন কি ভাতের হাড়ি ফেলে দেয় । খবর পেয়ে অন্যান্য তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা দৌড়ে আসলে দুষ্কৃতিরা অন্ধকারে গা ঢাকা দেয়। ঘটনার খবর পেয়ে বাসন্তী থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। স্থানীয় জখম দুই কর্মীকে উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। পাশাপাশি রাতের অন্ধকারে এলাকা তল্লাশি অভিযান চালিয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্যা লক্ষ্মী সরকারের স্বামী গণেশ সরকার সহ মোট ৮ জন কে গ্রেফতার করে পুলিশ। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশি টহল চলছে। স্থানীয় তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি মৃত্যু সরকার বলেন পঞ্চায়েত নির্বচনের আগে এলাকায় প্রভাব বিস্তার করার জন্য আমাদের কর্মীদের উপর অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়েছে আইএসএফ–আরএসপি–বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতিরা। বাসন্তীর বিধায়ক শ্যামল মন্ডলের দাবী সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন।এলাকায় অশান্তি পাকানোর চেষ্টা করছে আইএসএফ,বামফ্রন্ট ও বিজেপি।

বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক তথা বাসন্তীর বিজেপি নেতা বিকাশ সরদার জানিয়েছেন, বিধায়ক ভুল বকছেন। নিজেদের মধ্যে গোষ্ঠি কোন্দল চলছে। নিজেরাই বোমা আগ্নেয়াস্ত্র মজুত করছে।যুব না মাদারের হাতে দলের রাশ থাকবে সেই নিয়ে নিজেদের মধ্যে লড়াই চলছে। আর বিরোধীদের দোষারোপ করে রাজনৈতিক ভাবে ফায়দা তুলছে চাইছে। সাধারণ মানুষ সব বুঝে গেছে কারা অশান্তি তৈরী করছে'। আইএসএফ এর রাজ্য কমিটির সদস্য গাজী সাহাবুদ্দিন সিরাজী বলেন , প্রতিনিয়ত বাসন্তী, গোসাবা, ক্যানিং এ বোমা আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করছে পুলিশ। পুলিশ যদি সঠিক তদন্ত করে তবে দেখা যাবে শাসক দলের লোকজন এই সমস্ত ঘটনায় জড়িত।

অথচ বিরোধীরা যাতে রাজনৈতিক ময়দানে না নামতে পারে সেজন্য মিথ্যা প্রচার করে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে চাইছে।আইএসএফ হিংসার রাজনীতি করে না।' কটাক্ষ করেছেন বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার যুবমোর্চার সাধারণ সম্পাদক সুমন সরদার। তিনি বলেন তৃণমূল কি জিনিস সেটা রাজ্যের সমস্ত মানুষ জেনে গিয়েছে। তৃণমূল রুচিহীন। বাসন্তী ব্লক গোলাবারুদের উপর দাঁড়িয়ে। নিজেদের মধ্যে বোম বন্দুকের লড়াই চলছে। বিরোধীদের দোষারোপ করে রাজনৈতিক ভাবে ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে। বিজেপি সন্ত্রাসের রাজনীতি করে না।'

ছোট পত্র পত্রিকার বিরল প্রদর্শনী

উজ্জ্বল সরদার

গত ৯ থেকে ১১ নভেম্বর কলকাতার গোলপার্কে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের আর্ট গ্যালারিতে আন্তর্জাতিক চিন্তাবিদ ও লেখকদের শান্তি সম্মেলন উপলক্ষ্যে 'বাংলা লিটল ম্যাগাজিনের আলোকে বিশ্বসাহিত্য' শিরোনামে একটি বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। ইন্টারন্যাশানাল সোসাইটি ফর ইন্টারকালচার স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চ (ইসিসার) সহ কথক (বাংলাদেশ), গান্ধি সেবা সংঘ (কলকাতা), কলকাতার যিশু (হাওড়া), কলকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি এবং গবেষণা কেন্দ্র, আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন রিসার্চ সোসাইটি, লিটল ম্যাগাজিন রাইটার্স ইন নিড, কোলকাতা ট্রান্সলেটারস ফোরাম, ভাষা সংসদ, অনুবাদ পত্রিকা এবং অন্যান্য সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই শান্তি সম্মেলনের অন্যতম অংশ ছিল এই ছোট পত্রপত্রিকা প্রদর্শনী। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য নিয়ে বাংলা ভাষায় যেসব ছোট পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে সেসবের পাশাপাশি প্রদর্শনীতে দেখা গেলো ইংরাজি সাহিত্য নিয়ে কবিতীর্থ, ধূসর শহর, প্রতিবেশী, সংকেত, ইস্পাতের চিঠি, শালুক, জীবন দর্পণ, জনপদ, উসাভাস, উত্তরণ প্রভৃতি পত্রিকা। রুশ সাহিত্যের ফিওদর দস্তয়েভস্কি, তলস্তয়, ম্যাক্সিম গোর্কি, শ্বেতলানা আলেক্সিভিচ প্রভৃতি বিষয় নির্ভর বাংলা পত্রিকা। বাংলাদেশ বিষয় নির্ভর সাঁকো, স্পন্দন, জলছাপ, মহাযান, নিসর্গ, লোক, কবিতীর্থ, নান্দীপাঠ, কোরক, ঐক্য, সৃজন প্রভৃতি ছোট পত্রিকা। ইউরোপীয় সাহিত্য নিয়ে আন্তর্জাতিক ছোট গল্প, এক্ষণ, উল্টো দূরবীন, সমান্ধ। ব্যাতিক্রম, জলার্ক, পাণ্ডুলিপি প্রভৃতি পত্রিকা। লাতিন আমেরিকার বিষয় নির্ভর দেখা, এবং মুশায়েরা, কবিতীর্থ, মহাযান, বয়ান প্রভৃতি ছোট পত্রিকা। এছাড়াও আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, নাট্যকলা, অনুবাদ সাহিত্য প্রভৃতি বিষয় নির্ভর বাংলা ছোট পত্রপত্রিকার এক বিপুল সংগ্রহের দেখা মিলল এই প্রদর্শনীতে। কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্রের কর্ণধার শ্রদ্ধেয় সন্দীপ দত্ত একান্ত সাক্ষাৎকারে জানালেন বাংলা হল ছোট পত্রপত্রিকা চর্চার অন্যতম পীঠস্থান, এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে বিশ্বসাহিত্য চর্চায় বাংলা ছোট পত্রপত্রিকা যে কেমন অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছে তা সত্যই অনন্যতার দাবীদার। সাহিত্য চর্চার গুরুত্বপূর্ণ দিক উদ্ভাসিত হয় এই মাধ্যমেই। আমার ছোট পত্রপত্রিকা সংগ্রহশালায় কবি, লেখক, গবেষক, চর্চাকারী সকলের জন্য বছরের সবসময় দরজা খোলা আছে, তবুও এই ধরণের প্রদর্শনীর মাধ্যমে এক ঝলকে বিষয় ভিত্তিক নির্দিষ্ট বেশ কিছু দুষ্প্রাপ্য ছোট পত্রপত্রিকা দেখার সুযোগ সকলের মেলে। কলকাতা ছাড়িয়েও ছোট পত্রপত্রিকার এমন চোখ ধাঁধানো প্রদর্শনীর আয়োজন অন্যত্র করেও সন্দীপ দত্ত এর আগে বহুবার সকলকে অবাক করে দিয়েছেন, এবারও যথারীতি তাই হল।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার মর্মান্তিক অবস্থা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না

(বিশেষ প্রতিনিধি)

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার নদীর ধারে ধারে নোনা অঞ্চলে একবার ঘুরে আসুন। মানুষের সুখের সংসারে ঘুণ ধরে গেছে দেখবেন। অবশ্য এ অঞ্চলের মানুষের কোনকালে সুখ ছিল কি? সুখের আশা ছিল। আশা ছিল, জঙ্গল পরিষ্কার করে বসত যখন বসেছে, বাঘ, সাপ আর ব্যামোর সঙ্গে লড়ে মানুষ যখন চাষের ভূমি খুঁজছে, তখন সরকারী সাহায্য পাশে এসে দাঁড়াবে, অন্তত প্রচার যন্ত্র সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের মনে এমনি ধারণাই সৃষ্টি করেছিল। জমির বিলি বন্টন সম্পর্কে একটি সুষ্ঠু সরকারী নীতি– কৃষকের হাতে জমির মালিকানা তুলে দেবে, জমির ভাঙন বন্ধ করার জন্যে বৃহৎ কোন পরিকল্পনা নদীর স্রোতকে শক্ত হাতে টেনে ধরবে, নোনাজল খেতের ফসল নষ্ট করবেনা, কৃষির জন্যে সেচ আর ঋণের ব্যবস্থা হবে, অসংখ্য ছোট ছোট শিল্প গড়ে উঠবে, ধানে, তুলোয়, মাছে, বাঁশে, নারকেলে, মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা ঝকঝকে তকতকে হবে এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা একটি জাপানে পরিণত হবে। স্বপ্ন দেখতে ভালই লাগে কিন্তু ঘুম ভাঙলেই মুশকিল। ভেঙে পড়া পাতার ঘর ফাঁক দিয়ে ঝলসানো রোদ চামড়া পুড়িয়ে দেয়। খোলা দরজা দিয়ে বাইরে তাকালে মাঠ ভর্তি জ্বলে যাওয়া পোকা খাওয়া ধান গাছের সারি দেখা যায়। চোখ আর একটু বড় করলে দেখা যায় সুখের সংসারের এক কোণে বাঙলার বধূর কঙ্কালসার চেহারা, বুকে তার মধু নেই, জ্বালা আছে, কারণ অভুক্ত একরাশ ছেলে সাত সকালে ঘিরে ধরে কিছু খেতে চায়, কিন্তু খাবার কোথায়, কোথায় সেই পুষ্টিকর ভাল আহার প্রকল্প। পরিবার সংখ্যা বাড়ছে, আয় কমছে, কোথায় সেই শ্লোগান, এখন নয়, তিনের বেশী কখন নয়।

মজা খালে জল আসে না

যে খালে সেচের জল আসবে সংস্কারের অভাবে খাল মজে গেছে। মাঝে মাঝে বর্ষার নদী উপছানো নোনা জল ক্ষেতে ঢুকে পড়ে, অনাহুত , না এলেই ভাল হত তবুও আসে, কোন প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেই। মাঠ আছে কৃষকের মনে আশা আছে, তাই ধান রোয়া হয়, আকাশ জল দিলে গাছ বাঁচে, আকাশ আগুন দিলে ধান পোড়ে, কৃষকের কপালে ছাই জোটে। এখনও সবই ভগবানের হাত।

আর কিছুদিন থাকলে হত।

যে কয়কগুছি ধান ধরেছে তা পাকার আগেই কাটতে হল কারণ ধান পাকতে পাকতেই সব চুরি হয়ে যাবে। চোরের বা দোষ কি? পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। 'ওরে পেট তোর জন্যেই মাথা হেট'। ধান পাকার আগেই ধান কাটা? কি করা যাবে, যা পাওয়া যায়।

টাকা কোথায়?

প্রতিশ্রুতি আছে। কাজে নেই। ব্যাঙ্ক আছে, টাকা নেই। মাঠ আছে সার নেই। মাটির তলায় জল আছে, তোলার পাম্প নেই। চারিদিকে নেই নেই। দক্ষিণের মানুষ নেইতেই অভ্যস্ত। চাষ নেই, শিল্প নেই, স্বাস্থ্য নেই, সুখ নেই। উৎসাহও নেই। উৎসাহ আসে কি করে? খাওয়াই তো নেই। ।

।।খাদ্য।।

পাছে বেশী খেয়ে ফেলি, তাই এই যে দেখছেন আটা, এর থেকে আমরা রুটি করিনা। আমরা এই এক মুঠো আটা জলে গুলি তারপর একটা স্যাকারিন টেবলেট ফেলে খেয়ে নিই। পেটে থাকে অনেকক্ষণ। খেতে কেমন? না খাওয়াই ভাল। শহরে আছেন সুখে আছেন। দক্ষিণের গ্রামে নাই বা এলেন। আসবেনই বা কি করে? রাস্তা কোথায়? ঐ তো দিক দৌড় মাঠ ধুলো উড়ছে, বর্ষায় একবুক পাঁক।

এখনও যাঁরা গ্রাম উন্নয়নের স্বপ্ন দেখছেন, তাঁরা দক্ষিণের কয়েকটি গ্রাম ঘুরে আসুন। নিজের চোখে দেখে আসুন। দারিদ্রের কুমীর কি ভাবে মানুষগুলোকে চিবিয়ে খাচ্ছে। দপ্তরে দপ্তরে পরিকল্পনা ইঁদুরে কাটছে, দিন দিন মানুষের দুর্দিন বাড়ছে। তুলোর আশা আকাশে উড়ছিল। সেই লম্বা আঁশের তুলো পোকায় শেষ করেছে। পোকাদেরই জয় জয়কার।

৭ম বর্ষ : ৩য় সংখ্যা, ১৭ নভেম্বর ১৯৭২, ১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৭৯, শুক্রবার।

যত অপরাধ বীরভূমে

ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৩ নভেম্বর সন্ধ্যায় নলহাটি ১ নং ব্লকের অন্তর্গত কলিঠা অঞ্চলের মধুরা গ্রামে কংগ্রেসের কর্মী সভায় প্রায় চারশোর বেশি তৃণমূলকর্মী কংগ্রেসে যোগদান করেন। তাদের হাতে কংগ্রেসের দলীয় পতাকা তুলে দেন যুব সভাপতি নাসিরুল শেখ। মিঠাই বিতরণ করা হয়। নলহাটী বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কুসমোড় ২ নং অঞ্চলে তৃনমুল ও বিজেপি ছেড়ে প্রায় দুই শতাধিক কর্মী সমর্থক ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগদান করলো ।নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন জেলা সম্পাদক প্রাক্তন বিধায়ক দীপক চ্যাটার্জ্জী।

প্রতারণার দায়ে তৃণমূল সদস্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : চাকরি করে দেওয়ার নাম করে টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠলো দেড়িয়াপুর গ্রামপঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্যের বিরুদ্ধে। সাঁইথিয়া পুরসভার ১৬ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা শ্রেয়সী দত্ত বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকরি করে দেওয়ার নাম করে ধাপে ধাপে আমার কাছে তিনলক্ষ পঁয়ষট্টিহাজার টাকা নিয়েছে তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য হীরু ব্যানার্জী। পরে আমাকে একলক্ষ টাকা ফেরত দিয়েছিল। বাকি টাকাও দিয়ে দেবে বলে কথা দিলেও এখনও দেয় নি। হীরু বলেন, চাকরি করে দেওয়ার নাম করে আমি টাকা নিই নি। আমি চাষ করার জন্য একলক্ষ টাকা ধার নিয়েছিলাম। টাকাটা দিতে দেরি হওয়ার কারণেই আমার দিকে মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে ।

অপহৃত নাবালিকা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : পাইকর থানার অন্তর্গত গোয়ালমাল অঞ্চলের এক নাবালিকা গত ২৬ অক্টোবর বিকাল থেকে নিখোঁজ। ২৮ অক্টোবর পাইকর থানায় জাকির শেখ,বকুল শেখ, জালেখা বিবি ও আমির শেখের নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে নাবালিকার মা। নাবালিকার দাদা তৃনমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিল বলে এই অপহরণ অভিযোগ বিজেপির। ১২ অক্টোবর বীরভূম জেলা বিজেপি মহিলা মোর্চা সভানেত্রী রশ্মি দে, সম্পাদিকা সঙ্গীতা সিং–এর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল নাবালিকার পরিবারের সঙ্গে দেখা করে। পরে পাইকর থানায় গিয়ে পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে নাবালিকাকে দ্রুত উদ্ধার করার দাবি জানায় প্রতিনিধি দলটি। সুরাহা না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার কথা জানিয়েছেন রশ্মি দে। বকুল শেখকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ১৭ দিন পর নাবালিকাকে উদ্ধার করে পুলিশ।

Alipur Barta: 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 5, 19 November - 25 November, 2022

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৭ বর্ষ, ৫ সংখ্যা, ১৯ নভেম্বর- ২৫ নভেম্বর, ২০২২

ত্রুটি মুক্ত হোক আলিপুর মিউজিয়াম

পরাধীন দেশে ব্রিটিশ অত্যাচারের বধ্যভূমি ছিল দক্ষিণ কলকাতার প্রেসিডেন্সি ও আলিপুর জেল দুটি। এছাড়াও বিভিন্ন রাজ্যে অনেকগুলি কারাগার নির্মিত হয়েছিল শুধুমাত্র অপরাধীদের জন্য নয় মূলত স্বদেশি আন্দোলন দমন পীড়নের জন্য। এক সময় সারা ভারতবর্ষেতেই ব্রিটিশরা জেলখানায় পরিণত করেছিল। ১৯০৬ সালে কালাপানির ওপারে কুখ্যাত সেলুলার জেল নিমান সম্পন্ন হয়েছিল। একই সাথে কলকাতার আলিপুর জেল নির্মাণের কাজ শেষ হয়। বহু বছর আগেই আন্দামান সেলুলার জেল জাতীয় স্মারক হিসাবে ঘোষিত হয়েছিল। সেখানে ৭টি উইং-এর মধ্যে বর্তমানে তিনটি অবশিষ্ট রয়েছে, যেখানে অজস্র বিপ্লবীকে নির্যাতনের জন্য পাঠানো হতো। ব্রিটিশ অত্যাচারে প্রাণ দিয়েছে বহু বিপ্লবী। তাদের মধ্যে বেশিরভাগই বঙ্গ সন্তান। কলকাতার প্রেসিডেন্সি ও আলিপুর জেল দুটি পাশাপাশি অবস্থিত। এবছরই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আলিপুর জেলকে সংগ্রহশালায় পরিণত করেছেন এবং তা জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন। যদিও এতকাল প্রেসিডেন্সী জেলের মতোই এখানে অপরাধীরা কারাবন্দি ছিল। সাম্প্রতিক কালে বারুইপুরে নতুন জেল বা সংশোধনাগার তৈরি হওয়ার ফলে বন্দীদেরকে সেখানে রাখা হয়েছে।

আলিপুর জেল এবং প্রেসিডেন্সি জেলকে শহিদ তীর্থ করার আবেদন এবং দাবি বহুকাল আগেই উঠেছিল। বাম ফ্রন্টের রাজত্ব কালে এমন দাবি ওঠা সত্ত্বেও তারা গুরুত্ব দেননি। সে সময়ে বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বিপ্লবী জীবিত ছিলেন। সেই সময় আলিপুর সংগ্রহ শালা নির্মিত হলে আজকের মতো ইতিহাসের বিচ্যুতি এড়ানো যেত। নব নির্মিত আলিপুর জেল মিউজিয়ামটিতে অনেক কাঠামোগত পরিবর্তন আনা হয়েছে। প্রতিদিন স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী ছাড়াও বহু দর্শনার্থী বিপ্লবীদের ফাঁসির মঞ্চ, কারা কক্ষগুলি দেখে আপ্লুত হচ্ছেন। দৃষ্টিকটু ভাবে আলিপুর জেলের মধ্যে প্রবেশ দ্বারের পাশেই কফি হাউস এবং রেস্টুরেন্ট অনেকেরই আপত্তির কারণ হয়েছে। এগুলিকে জেলের বাইরের প্রাঙ্গণে অনায়াসে নির্মাণ করা যেত। চারটি কক্ষ বিশিষ্ট একটি বড়ো বিল্ডিংকে চিহ্নিত করা হয়েছে নেহেরু কক্ষ হিসাবে। সেখানে নেহেরুর পূর্ণাঙ্গ মূর্তির মতোই বাইরের প্রাঙ্গণে বসানো হয়েছে ইন্দিরা গান্ধির মূর্তিও। প্রশ্ন উঠেছে জওহর লাল নেহেরু চারটি কক্ষে একসঙ্গে থাকতেন কিভাবে। অন্যদিকে বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ আলিপুর বোমার মামলায় জেল বন্দি ছিলেন পাশের প্রেসিডেন্সি জেলে। বিস্ময়কর ভাবে শ্রীঅরবিন্দের মূর্তি সহ জীবনের নানা তথ্য তুলে আনা হয়েছে আলিপুর মিউজিয়ামে। স্বাভাবিক ভাবেই মনে হবে শ্রীঅরবিন্দ বন্দি ছিলেন আলিপুর জেলে। নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর তত্ত্বাবধানে নেতাজি প্রদর্শনী কক্ষটিতে মিথ্যাচার অত্যন্ত দৃষ্টিকটু হয়েছে। নেতাজির তথাকথিত স্ত্রী কন্যার গল্প, ভাইপো শিশির বসুর সঙ্গে গৃহত্যাগের গল্প এবং তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর জীবন অবসানের সাজানো গল্পকে অতিরিক্ত প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

অত্যন্ত দৃষ্টি কটু ভাবে 'একান্তে ইন্ডিপেন্ডেন্ট কিচেন' নামক রেস্টুরেন্টে যাদের দিয়ে খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে, টেবিল পরিষ্কার করানো হচ্ছে তাদের গায়ে পরিয়ে দেওয়া হয়েছে আজাদ হিন্দ ফৌজের খাকি উর্দি ও টুপি। এছাড়াও বিপ্লবীদের নামের বানান ভুল, কারাকক্ষে শহিদ যতীন দাসের নাম পর্যন্ত লেখা নেই। যে সমস্ত বই বিক্রয়ের জন্য রাখা হয়েছে তার অধিকাংশই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর লেখা ও প্রাক্তন সাংসদ সুগত বসুর বই। সন্ধ্যায় লাইট অ্যান্ড সাউন্ডের অনুষ্ঠানেও নেতাজি নিয়ে মিথ্যাচার হয়েছে। তবে ফাঁসীর মঞ্চে আবহ সঙ্গীত সবাইকেই মুগ্ধ করছে। ত্রুটি গুলি সংশোধন করলে এবং প্রেসিডেন্সি জেলকে মিউজিয়ামের অন্তর্ভুক্ত করলে আগামী দিনে সত্যিই এক ঐতিহাসিক স্থান হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে জাতির কাছে।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'বৈরাগ্য প্রকরণ'

যে ব্যক্তি নিজেকে দুঃখময় সংসারে আবদ্ধ ও স্বরূপ-বিস্মৃত জীব মনে করে এবং নিজের বন্ধনদশা মোচন করতে ব্যাকুল হয়, এই মোক্ষশাস্ত্র শ্রবণ ও অভ্যাসে সে অবশ্যই মুক্ত হবে। প্রবল দেহাভিমানী ও অজ্ঞ এবং তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির জন্য এই শাস্ত্র বিশেষ ফলদায়ী হয় না। যিনি এই শাস্ত্র মনন ও উপলব্ধি করেন তাঁর পুনর্জন্ম বিড়ম্বনা দূরীভূত হয়। আমি এই শাস্ত্র প্রথমে ভরদ্বাজকে দান করি, ভরদ্বাজ ব্রহ্মাকে বিবৃত করেন, অতঃপর ব্রহ্মা ও ভরদ্বাজের অনুরোধে আমি রামায়ণের উত্তর খণ্ড রচনা করি। হে রাজন্! এখন আপনাকে আমি চব্বিশ হাজার শ্লোক এবং আরও ছয়টি প্রকরণ সম্বলিত এই শাস্ত্র বর্ণনা ক'রছি, যা ভীষণ দুঃখময় এই সংসার-সমুদ্র লঙ্ঘন করার প্রকৃষ্ট উপায় বিশেষ।

আকাশ অরূপ ও বর্ণহীন হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন বর্ণে প্রতিভাসিত হয়; তদ্রূপ জগৎ বস্তুতঃ অস্তিত্বহীন হ'লেও সত্যরূপে প্রতীয়মান হয়। জগতের অস্তিত্বশূন্যতাই সত্য। অনুভবে এই জড়াত্মক জগতের উপস্থিতিই বন্ধন এবং জগৎ-ভ্রমের বিস্মৃতি হ'ল মুক্তি। অর্থাৎ জগৎ আদৌ নেই এই সত্যজ্ঞানের আবরক হয়ে বন্ধনদশার কারণ হয়। জ্ঞানসাধক আত্মসাক্ষাৎকার দ্বারা এই অসত্য জগতের বিলোপসাধন ক'রে সত্যজ্ঞান বা মুক্তিপ্রাপ্ত হয়। হৃদয়ে একান্তভাবে সত্যজ্ঞানের উদ্দেশ্য নিশ্চয় ক'রে এই শাস্ত্র অনুশীলনে মোক্ষ লাভ করা যায়। নচেৎ চিরকাল অত্যন্ত দুঃখময় সংসারচক্রে নিপতিত থেকে অশেষ যন্ত্রণাভোগ ক'রতে হয়। মলিন বাসনাক্রমেই দেহধারণ হয়। বাসনার পোষণে পুনঃ পুনঃ দেহধারণ হয়। এবং বাসনার পরিত্যাগে তত্ত্বজ্ঞান লাভক্রমে স্থূলদেহ ধারণ এবং পুনর্জন্ম নিরুদ্ধ হয় মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

শিবদাস ঘোষ শিখিয়েছেন মার্ক্সবাদ এক অনন্য জীবনদর্শন

নির্মল গোস্বামী

কমরেড শিবদাস ঘোষের ব্যক্তিগত জীবনের তেমন কোন গল্প নেই। ১৯২৩ সালের ৫ আগস্ট অবিভক্ত বেঙ্গল প্রভিন্সের ঢাকা জেলার সুভন্যা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র তের বছর বয়সে ক্লাস টেনে পড়তে পড়তে অনুশীলন সমিতিতে যোগ দিয়ে কলকাতায় চলে আসেন। ইতিমধ্যে মার্ক্সবাদী পণ্ডিত মানবেন্দ্র নাথ রায়ের (এম এন রায়) সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তিনি মার্ক্সবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৯৪০ সালে তিনি আরএসপিতে যোগদান করেন। ১৯৪২ সালে তিনি 'ভারত ছাড় আন্দোলনে' ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং কারারুদ্ধ হন। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে দীর্ঘ তিন বছর কারাগারে বন্দি করে রাখে। ওই সময় তিনি জেলে বসেই মার্ক্সবাদের উপর গভীর ভাবে মনোনিবেশ করেন এবং বুঝতে পারেন যে ভারতবর্ষে সত্যি কারের মার্ক্সবাদী দল নেই। তিনি অনুভব করেন যে ভারতবর্ষে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই প্রকৃত গণমুক্তি ঘটতে পারে। তাই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সত্যিকারের বিপ্লবীদল গঠন করতে হবে। তিন বছর পর ছাড়া পেলেন। দেশ স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু শ্রমিক, কৃষক, খেটে খাওয়া দরিদ্র মানুষের শোষণ মুক্তি ঘটেনি। তাই ১৯৪৮ সালে আরএসপির কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে গঠন করলেন সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অব ইন্ডিয়া (এস ইউ সি আই)।

দেশে তখন প্রতিষ্ঠিত অনেকগুলি মার্ক্সবাদী নামধারী দল বর্তমান ছিল। নাম করা সব কমিউনিস্ট নেতা ছিলেন। দেশ সদ্য স্বাধীন হয়েছে। কংগ্রেসের প্রতি দেশের মানুষের অগাধ আস্থা। এই রকম প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে ৬ জন যুবক মিলে ভারতবর্ষে শোষণহীন রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন নিয়ে বিপ্লবী দল গঠন করলেন। চাল চুলোহীন ৬ জন যুবক। যাদের আশ্রয় নেই, অর্থ নেই, পারিবারিক পরিচিতি নেই, পরিধানে ভদ্র পোষাক নেই, খাবারের নিশ্চয়তা নেই। আছে শুধু অদম্য সাহস আর সত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা। শিবদাস ঘোষ বলতেন 'ট্রুথ ইজ ডিসিসিভ'। সত্য অমোঘ। সত্য যদি সঙ্গে থাকে তাহলে শূন্য থেকে সব হবে। আর সত্য যদি না থাকে তাহলে আজকের জাঁকজমক, লোকবল অর্থ সব থাকা সত্ত্বেও একদিন ব্যর্থ হবে উদ্দেশ্য।

তিনি মার্ক্সবাদকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করলেন। তিনি বললেন মার্ক্সবাদ কতগুলো ডকট্রিনের সমষ্টি নয়। মার্ক্সবাদ ইজ নট এ ডগমা। তিনি ব্যাখ্যা করে বললেন যে মার্ক্সবাদ হল একটা বিচার পদ্ধতি। যে কোন ঘটনার সত্যকে উদঘাটন করতে হলে যে পদ্ধতিতে বিচার করতে হবে সেটাই হল মার্ক্সবাদ।

শতবর্ষের আলোকে শেষ পর্ব

মার্ক্সবাদ একটা দর্শন। দর্শনের প্রয়োজনীয়তা কোথায় তার খোঁজ অনেকেই করে না। শিবদাস ঘোষ বলছেন অন্ধকার রাস্তায় তুমি পথ চলছ। হাতে একটা টর্চ থাকলে অনেক দূর পর্যন্ত রাস্তা তুমি দেখতে পাবে। কোথায় গর্ত আছে, কোথায় উঁচু নিচু আছে কোথায় কাটা আছে পথে সাপখোপ আছে কি না সব তুমি দেখতে পাবে। আর সেইজন্য তুমি বিপদমুক্তভাবে পথ চলতে পারবে। আমাদের জীবনে দর্শন হল সেই টর্চ লাইট। যা তোমার জীবন পথকে আলোকিত করবে। ফলে মার্ক্সবাদী দর্শনের আলোকে তোমার জীবনটা পরিচালনা করতে হবে। তিনি বলতেন মার্ক্সবাদ শুধু পেটের বাদ নয়। শুধু শ্রমিক-মালিকের লড়াই নয়। কেবল মাত্র ক্ষেতমজুর আর জোতদারের লড়াই নয়। মার্ক্সবাদ একটা জীবন দর্শন। সেই অনুযায়ী জীবনকে পরিচালিত করতে হবে। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে গড়ে ওঠা সমাজ ব্যবস্থায় আমরা অভ্যস্ত। পুঁজিবাদী সমাজকে ভেঙে যারা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তাদের নিজেদের প্রথমে পাল্টাতে হবে। অনেক কমিউনিস্ট নেতাকে বলতে শুনেছি যে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় কমিউনিস্ট হওয়া যায় না। শিবদাস ঘোষ বলতেন প্রথমে নিজেকে ডি-ক্লাস হতে হবে। অর্থাৎ শ্রেণিচ্যুত হতে হবে। শ্রেণি সচেতন হলেও হবে না, শ্রেণিচ্যুত হতে হবে। আমাদের প্রতিনিয়ত পুঁজিবাদী চিন্তাভাবনার ভাইরাস আক্রমণ করছে তার সঙ্গে লড়াই করে জয়ী হতে হবে। একজন সম্পূর্ণ কমিউনিস্ট না হলে কমিউনিস্ট পার্টিকে নেতৃত্ব দিতে পারবে না। তার জন্য পার্টির মধ্যে যৌথ সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে। সাধারণত ব্যক্তিগত সম্পত্তি না রাখাকেই কমিউনিস্ট নেতা হবার যোগ্য বলে বিবেচিত হতো। কমরেড ঘোষ বলতেন বর্তমানে কমিউনিস্ট হতে হলে শুধু ব্যক্তিগত সম্পত্তি ত্যাগ করলেই হবে না। বক্তিগত সম্পত্তি বোধ থেকে মুক্তি হতে হবে।

আমার স্ত্রী আমার ছেলে, আমার বাড়ি গাড়ি এই বোধ থেকেই মুক্ত হলে হবে না। আমার ভালোলাগা, মন্দ লাগা, আমার প্রেম-ভালোবাসা, এমন কি ঘৃণাটা পর্যন্ত ব্যক্তিগত কারণে হবে না। সমাজ পরিবর্তনের প্রয়োজনে বিপ্লবের প্রয়োজন যদি কাউকে ঘৃণা করার প্রয়োজন হয় তবেই তোমার মনে ঘৃণার উদ্রেক হবে। অন্যথায় নয়। আগে গভীরে গিয়ে প্রকৃত বিপ্লবী নেতার প্রসঙ্গে বলছেন- যৌন মিলনের চরম মুহূর্তে যদি অপরপক্ষের দিক থেকে কোন অবিপ্লবী কথাবার্তা বা আচরণ দেখে তবে সঙ্গে সঙ্গে সেই বিপ্লবীর সেক্স ইমপালস বন্ধ হয়ে যাবে। এটাই হল প্রকৃত বিপ্লবীর উদাহরণ।

এইগুলো শুধু কেতাবী তত্ত্বকথা নয়। এই দর্শনের ভিত্তিতে এসইউসি পার্টির নেতাকর্মীদের জীবনচর্যা অতিবাহিত হয়। নেতারা কমিউনে থাকেন। পার্টির টাকায় তাদের চলে। আমার দেখা একটা মজার বিষয় হল- নীহার মুখার্জী সাধারণ সম্পাদক থাকেন পার্টির সেন্ট্রাল কমিউনে আর তাঁর স্ত্রী গায়ত্রীদি জেলা কমিটির নেত্রী ছিলেন তিনি থাকতেন পার্টির জেলা কমিউনে। এ এক অনন্য নজির।

শিবদাস ঘোষ বলতেন অনুকরণ করে কোনো দেশে বিপ্লব হয় না। যে দেশের জল হাওয়া সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সামাজিক, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সব কিছুর বিচার করে সে দেশের মাটির সঙ্গে খাপ খায়। এমনভাবে প্রয়োগ করতে হবে মার্ক্সবাদকে। রাশিয়া যে ভাবে বিপ্লব করেছে। চিনে যেভাবে বিপ্লব হয়েছে সেই ভাবে ভারতে বিপ্লব হবে না। তিনি বলতেন মানুষ তত্ত্ব বুঝে দলের প্রতি আকৃষ্ট হবে না। নেতাদের প্রতিদিনের জীবন দেখে তারা দলের প্রতি আকৃষ্ট হবে। একজন তথাকথিত নেতা আর এসইউসির নেতার জীবনযাত্রার মধ্যে যদি পার্থক্য দেখে তবেই মানুষ দলের প্রতি আকৃষ্ট হবে। দেশের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আন্দোলন তো হবেই। এই লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই কমিউনিস্ট সুলভ জীবন চর্চায় অভ্যস্ত হতে হবে।

বিশ্বে মার্ক্স, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন ও মাওসেতুং-এর পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মার্ক্সবাদের প্রয়োগ ও তার দার্শনিক তত্ত্বে কমরেড শিবদাস ঘোষ নতুন সংযোজন করেছেন। কমরেড ঘোষের জন্ম তারিখ আর মৃত্যু তারিখ একই। ৫ আগস্ট ১৯৭৬। কমরেড ঘোষ লাল সেলাম। কমরেড ঘোষ অমর রহে।

ভুল সংশোধন

গত সংখ্যায় কমরেড ঘোষের মৃত্যু ১৯৭৬ এর স্থানে ১৯৭৫ এবং শেষ মার্ক্সবাদের স্থানে মাওবাদ লেখা হয়েছে। এই অনিচ্ছকৃত ভুলের জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

দেশ দেশান্তরে

জি-২০ শীর্ষ সম্মেলন

প্রণব গুহ

ইন্দোনেশিয়ার বালিতে হয়ে গেল জি-২০ শীর্ষ সম্মেলন। ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ পরবর্তী পরিস্থিতিতে এই সম্মেলনের গুরুত্ব আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বিপুল। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ছাড়া অন্য সকলেই যোগ দিয়েছিলেন এই সম্মেলনে। ইউক্রেনের ওপর হামলার জন্য রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে কিনা তাতে এই সম্মেলন দ্বিধা বিভক্ত হলেও নানা দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের সুযোগ ঘটেছিল এই সম্মেলনে। ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধের জন্য উদ্ভূত পরিস্থিতি না এই যুদ্ধের জন্য আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে যে প্রভাব পড়েছে কোনটি আলোচনার বিষয় হবে তা নিয়ে টানাপোড়েন ছিল। এমনকি জ্বালানি আমদানির ক্ষেত্রে ভারত যে কোনও নিষেধাজ্ঞাকেই তোয়াক্কা করবে না তা প্রথম দিনের ভাষণে স্পষ্ট করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাশিয়া আমেরিকা টানাপোড়েনে মোদীর এই বক্তব্য কতটা ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে তা ভবিষ্যৎই বলবে।

ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে এই সম্মেলন অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে কিছু দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের জন্য। চিনের প্রেসিডেন্ট সি জিংপিংয়ের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। সূত্র বলছে এই বৈঠকে উঠে এসেছে তাইওয়ান সহ চলতি বাণিজ্য যুদ্ধ এবং আন্তর্জাতিক ভূকৌশলগত অবস্থান। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এশিয়া এবং পশ্চিমের শীর্ষ নেতাদের পাশাপাশি জো বাইডেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাকর, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক সহ বিভিন্ন নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। মোদীর এই একগুচ্ছ দিপাক্ষিক বৈঠকে উঠে এসেছে ইউক্রেন সহ বিভিন্ন বিষয়। এর ফল আগামীতে কতটা ফলবে তা নির্ভর করছে বৈঠকের গভীরতার ওপর।

আরও একটি অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটেছে এই সম্মেলনে। নৈশাহারে চিনের প্রেসিডেন্ট জিংপিংয়ের সঙ্গে করমর্দন করেছেন মোদী। সৌজন্য বিনিময়ও হয়েছে বলে খবর। তাঁদের দুজনকে বেশ কিছুক্ষণ একান্তে কথা বলতেও দেখা গিয়েছে। তবে এই কথোপকথনে ঠিক কি উঠে এসেছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। উল্লেখ্য গালোয়ান সীমান্তে সংঘর্ষের পর এই প্রথম মুখোমুখি হলেন এই দুই নেতা। এই সাক্ষাৎকার যদি সত্যি দীর্ঘদিন জমে থাকা সম্পর্কের বরফ গলাতে পারে তাহলে লাভ হবে দু দেশের বিশেষ করে বর্তমান অস্থির আবহে এই সাক্ষাৎকার কোনও নতুন দিক উন্মোচিত করতে পারে। বাইডেন-জিংপিং বৈঠকও যদি সম্পর্ক সহজ করে দেয় সেখানেও লাভ হবে ভারতের। আসলে কোভিড মহামারী ও ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ ফের পৃথিবীকে আর একটা অর্থনৈতিক মন্দার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। ছোটখাটো অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলো ইতিমধ্যেই খাবি খেতে শুরু করেছে। সেই মন্দা কিভাবে ঠেকানো হবে তার উপায় খুঁজে দিতে পারে জি-২০ শীর্ষ সম্মেলন।

তবে এই সম্মেলনে মোদীর সঙ্গে বাইডেন সহ একাধিক শীর্ষ নেতৃত্বের যে ঘনিষ্ঠ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের হদিশ পাওয়া গিয়েছে তা কিন্তু বর্তমান জটিল পরিস্থিতিতে নতুন বার্তা বহন করতে সক্ষম। আজ থেকে দশ বছর আগের ভারত ও বর্তমান ভারতে যে তফাৎ ঘটেছে তা ধরা পড়েছে এই শীর্ষ সম্মেলনের মঞ্চে। বলা বাহুল্য অর্থনৈতিকভাবে বলীয়ান না হলে পৃথিবীতে শীর্ষ নেতাদের কাছে পাত্তা পাওয়া দুষ্কর। আজ কিন্তু সেই সমীহ আদায় করে নিতে পেরেছে ভরত। বাইডেনরা বুঝে গিয়েছেন যে কোনও চাপের কাছে ভারতের অর্থনীতি ও কূটনীতি ভেঙে পড়বে না। এই দৃঢ় চেতা মনোভাবই ভারতকে শীর্ষ সম্মেলনে সাবলীল করে তুলেছে। মাস খানেক গেলে বোঝা যাবে আদৌ এই সম্মেলন আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও অর্থনীতিতে নতুন কোনও বার্তা বয়ে আনতে পারে কিনা। সেদিকেই তাকিয়ে আন্তর্জাতিক মহল।

পাঠকের কলমে

এখনও কি চুপ করে থাকবেন! এরপর কিন্তু পস্তাতে হবে

শাসকদলের কর্মী-সমর্থক, তাঁদের প্রতি কাতর অনুরোধ, স্কুলে শিক্ষক নিয়োগের দাবি নিয়ে কথা বলুন। আপনার সন্তানও তো কোনো না কোনো স্কুলে পড়তে যায়! (গ্রামবাংলায় বেসরকারি স্কুল আর ক'টা !)। দলের প্রতি আপনার আনুগত্য থাকা উচিত মানলাম, কিন্তু পরিবার ও সন্তানের প্রতিও তো আপনার কর্তব্য রয়েছে। মাননীয়া মমতা ব্যানার্জিকে জননেত্রী অগ্নিকন্যা বলে সত্যিই যদি বিশ্বাস করে থাকেন, জনগণের প্রতিবাদ আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ার আগে আপনিই না-হয় একটু আওয়াজ তুলুন। মেজ-বড়-সেজ নেতা, যার সঙ্গে আপনার আলাপ রয়েছে, একটু বুঝিয়ে বলুন, বাচ্চাদের শিক্ষাদীক্ষা না-দিলে অদূর ভবিষ্যতে খুব খারাপ সময় আসতে চলেছে। বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত ভুবনের কান কামড়ানো গল্পের মতো, পুরো সমাজ লুম্পেনদের দখলে চলে গেলে তখন আর কিছুই করার থাকবে না। এখন শিক্ষক নিয়োগ না-করলে এমন সময় আসবে, যখন মাথাপিছু পুলিশ দিয়েও সমাজ আর ঠিক রাখা যাবে না।

শিক্ষক-অধ্যাপক-শিক্ষাবিদ-শিক্ষানুরাগী, দয়া করে দু'-কলম লিখুন বাংলার স্কুলগুলির পরিস্থিতি নিয়ে। প্রতিদিন তো দেখছেন খবরের কাগজে, কয়েক হাজার স্কুল উঠে গেছে অলরেডি। নদীয়ার কালিগঞ্জের একটি স্কুলে ৪৫৯ জন ছাত্র, শিক্ষক একজন ! তিনিই প্রধান, তিনিই সহকারী, তিনিই মিড ডে মিল, তিনিই কন্যাশ্রী। অন্য একটি স্কুলে আট বছর ধরে কোনো শিক্ষকই নেই, ছাত্রছাত্রীরা আসে আর যায়, সাংবাদিক ফোন করলে ডিআই সাহেব বলেন, খোঁজ নিচ্ছি। উত্তর দিনাজপুরের ইটাহারের একটি স্কুলে ১২০০ জন ছাত্রছাত্রী, অঙ্ক বিজ্ঞানের একজনও শিক্ষক নেই সেখানে, গত চার বছর ধরে। এরকম কত বলবো ? পশ্চিমবঙ্গের এমন স্কুল-মাদ্রাসা বিরলের মধ্যে বিরলতম, যেখানে ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাত ঠিক রয়েছে। এত বড় একটা ইস্যু নিয়ে সরব হবেন না? দু'-কথা বলবেন না নিজের পরিসরে? তাহলে স্বাধীন দেশের নাগরিক হয়ে লাভ কী হলো? শিক্ষক যদি শিক্ষার অধিকার নিয়ে কথা না বলেন, কে বলবে? গ্রামের মানুষ, প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীর গরিব ছাপোষা অভিভাবক, আপনি কি জানেন আপনার ছেলে বা মেয়েকে যে স্কুলে পাঠাচ্ছেন, সেখানে তাকে পড়ানোর মতো মাস্টারমশাইই নেই ? প্রতিদিন আটখানা ক্লাস নিয়মিত নেবার জন্য, সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে চারটা পর্যন্ত তাকে পড়ানোর জন্য, নিয়ম-শৃঙ্খলায় ধরে রাখার জন্য পর্যাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী নেই আপনার এলাকার বিদ্যালয়ে? আপনার সন্তান শুধু মিড ডে মিল খেতে পায় বলে আর কন্যাশ্রীর টাকা পায় বলে আপনি ভাবছেন খুব শিক্ষা হচ্ছে? আসল যে কাজ আর যার জন্য আপনি বিদ্যালয় পাঠাচ্ছেন আপনার সন্তানকে, সেটা কতটুকু হচ্ছে, একবার খোঁজ নিয়েছেন? শিক্ষক নেই কেন, লাইব্রেরি নেই কেন, যখন তখন বিভিন্ন অজুহাতে স্কুল ছুটি পড়ে যায় কেন, চায়ের দোকানে এইগুলো নিয়ে একটু আড্ডা মারুন দেখি। গরিব গ্রামবাসীর ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার অধিকার আছে, সুন্দর একটা স্কুলে পড়তে যাওয়ার সাধ তাদেরও থাকতে পারে, এই কথাটা শুনিয়ে দিন জোর গলায়। আর-পাঁচজন চাষি-বাসি মানুষ, যারা আপনার কাছের লোক, তারাও জানুক আপনার সন্তানের জন্য শিক্ষা চাইছেন আপনি, ভিক্ষা নয়। চাকরি চাইছেন আপনি, ভাতা নয়।

শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী, আপনাদের পায়ে পড়ি, স্কুল শিক্ষা নিয়ে দুটো কথা লিখুন আপনাদের সোনার লেখনি দিয়ে। তাতে না-হয় কেউ সাময়িক একটু ক্ষুণ্ণ হবে, যে পুরস্কার পরের মাসে পাওয়ার কথা, পরের বছর পাবেন। পশ্চিমবঙ্গের বাংলা মাধ্যম স্কুলের দুরবস্থা নিয়ে দুটো প্যারাগ্রাফ লিখুন না-হয় শ্রীজাত বন্দ্যোপাধ্যায়। তাতে আপনার জনপ্রিয়তায় একটুও ভাঁটা পড়বে না। এত এত কবিতা লেখেন, গান লেখেন, ভারি ভারি উপন্যাস লিখে বাংলা সাহিত্যকে ভারাক্রান্ত করেন প্রতিদিন, বাংলার বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করতে গিয়ে শিক্ষক পাচ্ছে না, শেখার পরিবেশ পাচ্ছে না- এই নিয়ে একটু লিখলে আপনার কলমের কালি কি ফুরিয়ে যাবে?

বর্ষীয়ান কবি, মাননীয় জয় গোস্বামী, নমস্য ব্যক্তি আপনি। আপনার তো আর পাওয়ার কিছুই নেই। আপনি লিখুন না-হয় দু'-চার কথা এই নিয়ে? আপনাদের লেখা তো উপরমহল পর্যন্ত পৌঁছায়।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় স্যার, আপনি বলুন, বাচ্চা ছেলেদের যদি ঠিক করে লেখাপড়া শেখানো না হয়, আপনার 'দূরবীন' 'ঘুণপোকা' এইসব মোটা মোটা বই কারা পড়বে আর দশ-বিশ বছর পরে? বাচ্চারা লেখাপড়া না শিখলে ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র কি পারবেন এই সমাজকে রক্ষা করতে?

চন্দ্রিল ভট্টাচার্য, আপনার অনবদ্য বাগ্মীতা দিয়ে একটা মিনিট-ছয়েকের ভিডিও ছাড়ুন না! আপনার কণ্ঠস্বর তো চোদ্দতলা অবধি পৌঁছোবে! নাকি আপনি এগুলোকে খুব গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু মনে করেন না আজকাল?

মাননীয় মৃদুল দাশগুপ্ত, ইন্টারনেট দেখে জানতে পারলাম আপনি এখনও জীবিত। ক্লাস টুয়েলভে আপনার লেখা কবিতায় গিয়ে খুব হাসি পায়। আপনার নাকি প্রগাঢ় সমাজচেতনা, সমাজের জন্য ভেবে নাকি আপনার নির্ঘুম রাত্রি কাটে ? আপনার বিবেক নাকি বারুদের মতো তেজালো, যখন তখন বিস্ফোরণে ফেটে পড়তে চায়? 'ক্রন্দনরতা জননী'র পাশে থাকবেন বলে আপনার প্রতিশ্রুতির কথা দ্বাদশ শ্রেণীর সদ্য তরুণেরা আর বিশ্বাস করতে চায় না, জানেন! একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর আপনার সমাজচেতনার চারাগাছটা কি ছাগলে মুড়িয়ে খেয়ে নিয়েছে? নাকি, সমাজ অশিক্ষিত থাকলেই আপনাদের সমাজচেতনা আরও বেশি মাল্য-চন্দনে বিভূষিত হবার সম্ভাবনা?

শ্রেণীব্যবস্থার উঁচু ডালে বসে রয়েছেন যেসব চিত্র পরিচালক, ছবি আঁকিয়ে, গাইয়ে-বাজিয়ে, অভিনেতা, অভিনেত্রী, নৃত্যশিল্পী, বাচিকশিল্পী, যাঁরা ভালো সংস্কৃতি বানাবেন বলে প্রাণপণ চেষ্টা করছেন, কিছুদিন পরে আপনাদের ভালো সংস্কৃতির খদ্দের জুটবে তো? কে বুঝবে ভালো আর মন্দের ফারাক? সেই চর্চা কোথায়? সেই শিক্ষার গোড়াপত্তন হয়েছে কতখানি- খোঁজ নিয়ে দেখেছেন একবারও? বাংলার বিদ্যালয়গুলো যদি মরুভূমি হয়ে যায়, শিক্ষাহীন ভিক্ষাসর্বস্ব জাতিতে যদি পরিণত হয় পরবর্তী প্রজন্মের বাঙালি, কে দেখবে আপনার বুদ্ধিদীপ্ত সিনেমা-থিয়েটার? কে শুনবে ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা, জগন্নাথ বসুর শ্রুতিনাটক? নোংরা ইউটিউব ভিডিওর রমরমা পেরিয়ে, ওদের বিনোদন জগতে আপনাদের ঠাঁই হবে তো?

মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত, বেসরকারি ইংলিশ মিডিয়াম আর লার্নিং অ্যাপ দিয়ে বাচ্চার স্বর্ণপ্রসূ ভবিষ্যতের কল্পনায় বুঁদ হয়ে আছেন যাঁরা, তাঁরাও জানবেন, এই সমাজেই আপনাদের থাকতে হবে। এই শিক্ষাহীন-শৃঙ্খলাহীন প্রজন্মই কিন্তু আপনার সন্তানের সহনাগরিক হবে। হয়তো নেতা হয়ে মাথায় চড়ে বসবে কোনোদিন। নগর পুড়লে আপনার দেবালয় অক্ষত থাকবে না। সমাজের বেশিরভাগ মানুষ শিক্ষা-সংস্কৃতিহীন উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠলে, কেউই আমরা নির্বিঘ্নে বাঁচতে পারবো না।

সবার উপরে, সবার আগে, সবকিছু ছেড়ে, আগে চাই শিক্ষা। আগে চাই শিক্ষক। স্কুলে চাই শৃঙ্খলা, সময়ানুবর্তিতা। চাই শিক্ষার পরিবেশ। চাই পূর্ণ সময়ের শিক্ষামন্ত্রী। তাঁবেদার-মুক্ত, দক্ষ ও স্বচ্ছ একটা পরামর্শদাতা কমিটি, যাঁরা সবদিক বিবেচনা করে সময়োচিত পরামর্শ দিতে জানেন। চাই স্ব ও সুদক্ষ মূল্যায়ন ব্যবস্থা, উন্নত আধুনিক পরিকাঠামো। চাই এই সবকিছুই, কারণ, মানুষের বেঁচে থাকার মান উন্নত করার একমাত্র উপায় হলো মানুষকে শিক্ষিত করা।

এই চিঠি শিক্ষার দাবিতে, শিক্ষকের দাবিতে। আমার-আপনার বাড়ির নিষ্পাপ কচিকাঁচাদের কণ্ঠস্বর এই লেখা। ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থ ছাড়া, অন্য কোনো মোটিভ নেই এই লেখার পিছনে। রাজনৈতিক-বিরোধিতা নয়, সিপিএম-কংগ্রেস-বিজেপি-তৃণমূল... কারোর পক্ষে বা বিপক্ষে নয় এই লেখা। পাড়ার চা-দোকানি থেকে হাইকোর্টের বিচারপতি-- সবার কানে পৌঁছে যাক জ্বলন্ত এই দাবি। সবার উপরে, সবার আগে, সবকিছু ছেড়ে, প্রথমে চাই শিক্ষা। স্কুলে চাই যোগ্য শিক্ষক। চাই শিক্ষার পরিবেশ।

মনোরঞ্জন হালদার
পাথরপ্রতিমা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

বঞ্চনায় নতুন হকার

রাজ্যে কর্মসংস্থান ক্রমশই কমছে তার উপর দুর্নীতি আর স্বজন পোষণে চাকরি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। এমনিতেই কোভিড মহামারির কারণে বহু মানুষ কাজ হারিয়েছে। বেশি ভাগেরই একমাত্র ভরসা রাস্তা ঘাটে হকারি করা। এভাবেই চলছে শত শত দরিদ্র সংসার। কলকাতা পুরসভা সম্প্রতি নির্দেশ দিয়েছে ২০১৫ সালে কর্পোরেশনের নথিভুক্ত হকার ছাড়া কাউকে বসতে দেওয়া হবে না। গড়িয়াহাট থানা এলাকায় শুরু হয়েছে সমীক্ষার কাজ। এরপর শ্যামপুকুর নিউ মার্কেট প্রভৃতি জায়গায় হকার চিহ্নিত করণের কাজ শুরু হবে। নথিভুক্ত হকার ছাড়া কেউ বসতে পারবে না রাস্তায়। প্লাস্টিক ব্যবহার করা যাবে না সবাইকে ছাতার তলায় বসতে হবে। ২০১২ সাল থেকে যারা হকারি করছে তাদের বৈধ কাগজপত্র না দেখালে বসতে দেওয়া হবে না। কিন্তু ২০১৯-এর পরে কাজ হারানো বহু যুবক-যুবতী হকারি করতে বাধ্য হচ্ছে। তাদের প্রতি এই নতুন নিয়মের খাঁড়া নেমে এলে তা হবে চরম অমানবিকতার নজির। শুধু ২০১৫ সালকেই ধরে রাখলে অন্যরা যাবে কোথায়? ভাবা হোক তাদের কথাও।

ভগীরথ জানা
গড়ফা, কলকাতা

আপনারাও চিঠি পাঠান আমাদের দফতরে। পাঠাতে পারেন ইমেলে, ফেসবুক ম্যাসেঞ্জারে বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে।

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

বিরোধী শূন্য ভদ্রেশ্বর পুরসভা

মলয় সুর : ভদ্রেশ্বর পুরসভার এক বিজেপি ও এক নির্দল কাউন্সিলার তৃণমূলে যোগ দিতেই বিরোধীশূন্য হয়ে গেল ভদ্রেশ্বর পুরসভা। গত শুক্রবার ১১ নভেম্বর ভদ্রেশ্বরের গেট বাজারের মিলের কো-অপারেটিভ মাঠের একটি অনুষ্ঠানে পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি থেকে জিতে আসা দু'বারের কাউন্সিলার সবিতা বেহরা ও ৭ নম্বর ওয়ার্ডের নির্দল কাউন্সিলার রঞ্জু রায় শাসক দলে নাম লেখাতেই পুরসভার ২২টি ওয়ার্ডেই তৃণমূলের দখলে চলে এল। ফলে খাতায় কলমে বিরোধীদের কোনও অস্তিত্ব থাকল না।

এদিন রাজ্যের মন্ত্রী তথা চন্দননগরের বিধায়ক ইন্দ্রনীল সেনের হাত থেকে দুই কাউন্সিলার ঘাসফুলের পতাকা নেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভদ্রেশ্বর পুরসভার পুরপ্রধান প্রলয় চক্রবর্তী, চন্দননগরের মেয়র রাম চক্রবর্তী, ভদ্রেশ্বরের ভাইস চেয়ারম্যান ফিরোজ খান, বিজেপির প্রদীপ চৌধুরী প্রমুখ। সদ্য তৃণমূলে যোগ দেওয়া সবিতা বলেন, পুরসভা তৃণমূলের দখলে থাকলেও মানুষের উন্নয়নে কাজের ক্ষেত্রে কোনও ভেদাভেদ করা হয়নি। মানুষের পাশে থেকে আরও বেশি উন্নয়নমূলক কাজ করতেই এই দলবদল। যোগ দেওয়া এক কাউন্সিলারও একই কথা বলেন। চন্দননগরের তৃণমূল বিধায়ক ইন্দ্রনীল সেন বলেন যাঁরাই উন্নয়ন করবেন তাঁরাই শ্রেষ্ঠ আসন পাবেন। উন্নয়নের স্বার্থে বিজেপি ছেড়ে দু'জন তৃণমূলে এসেছেন। বোঝা যাচ্ছে কীভাবে বিজেপির পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে।

শিশু ও মানব পাচার প্রতিরোধ প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : সীমান্ত রক্ষী বাহিনী আন্তর্জাতিক সীমান্তে তাহাদের দায়িত্ব সম্পূর্ণ সত্যনিষ্ঠার সহিত পালন করে এবং সেই সঙ্গে তাহাদের জওয়ানদের মানবাধিকার ও মানব পাচার সম্পর্কে সচেতন করে । ১৭ নভেম্বর ২০২২ তারিখে, দক্ষিণবঙ্গ সীমান্তের অধীনে আঞ্চলিক সদর দফতর কৃষ্ণনগরের প্রাঙ্গণে শিশু ও মানব পাচার প্রতিরোধের জন্য একটি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। এই প্রশিক্ষণ শিবিরটি শ্রী সঞ্জয় কুমার, ডিআইজি, আঞ্চলিক সদর দফতর, কৃষ্ণনগরের সভাপতিত্বে আয়োজিত করা হয়েছিল, সেখানে বিএসএফের মানব পাচার প্রতিরোধ ইউনিট (এএইচটিইউ) এবং প্ল্যান ইন্ডিয়া এনজিও-র মনীশ গুপ্তা এবং অন্যান্য দুইজন কর্মী (শিশু সুরক্ষা ও মানব পাচার ইউনিট) সহ মোট ৩০ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেছেন। শ্রী সঞ্জয় কুমার, ডিআইজি বলেছেন যে, এই প্রশিক্ষণ শিবিরের মূল উদ্দেশ্য হল, শিশু ও নারীসহ মানব পাচার প্রতিরোধে বাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়া। তিনি আরও বলেছেন যে, আমরা প্ল্যান ইন্ডিয়া এনজিও-এর সাথে মিলে মানব পাচার বন্ধ করার চেষ্টা করছি। ভবিষ্যতেও আমরা আমাদের জওয়ানদের জন্য এই ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। অনুষ্ঠান শেষে সকল অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ মডিউলের সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে।

সুন্দরবনে বাড়ছে পর্যটকদের ভীড়

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাঙালীর পায়ের তলায় সর্ষে। আর তাই শীত পড়তে না পড়তেই ভ্রমণ পিপাসু বাঙালী বেড়িয়ে পড়ছে বেড়াতে। সারা দেশের সঙ্গে সুন্দরবনে ও ভীড় জমাচ্ছেন পর্যটকরা। তবে অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার সুন্দরবন ভ্রমনে পর্যটকদের উৎসাহ যথেষ্ট বেশি বলে দাবী করছেন ট্যুর অপারেটাররা। অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার অনেক বেশি বাঘের দর্শন পাওয়ার কারনেই সুন্দরবনে এবার পর্যটকদের ভিড় বাড়ছে বলে দাবী তাদের। তাছাড়াও বিগত দুবছর করোনা মহামারীর কারণে ভ্রমণ পিপাসু মানুষজন বাইরে বের হতে পারেনি। সেই কারণে শীত পড়তেই এবার ভীড় বাড়ছে সুন্দরবনে। সদ্য সদ্য নেমেছে আবহাওয়ার পারদ, পুজোর পর থেকেই হাল্কা হাল্কা শীত অনুভূত হতেই শুরু করেছে। আর সেই হাল্কা শীতের আমেজ গায়ে মেখেই সুন্দরী সুন্দরবনকে

দেখতে বেড়িয়ে পড়ছেন ভ্রমণ পিপাসু বাঙালী। ইতিমধ্যেই বহু পর্যটক ভীড় জমিয়েছেন সুন্দরবনে। বাঘ, কুমির, হরিণের পাশাপাশি সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে চাক্ষুষ করতে প্রতি শনি, রবি ও ছুটির দিনগুলিতে পর্যটকদের ঢল নামছে সুন্দরবনে। আর সেই কারনেই বর্তমানে চরম ব্যস্ততা সুন্দরবনের ট্যুর অপারেটারদের মধ্যে। তাদের দাবী চলতি শীতকালের পুরো মরশুমের বুকিং রয়েছে বলে জানান তারা।

সুন্দরবনের ঝড়খালি, সজনেখালি, দোবাঁকি, বুড়রি, ডাবরি, কলস দ্বীপ, বনি ক্যাম্প সহ বহু দর্শনীয় স্থানে ভ্রমনের পাশাপাশি ম্যানগ্রোভ অরণ্য, নদী, খাঁড়ি ও সুন্দরবনের মানুষের জীবনযাত্রা, লোকশিল্প দেখে মুগ্ধ হন তারা। ট্যুর অপারেটর নিউটন সরকার বলেন, প্রতিবছরই সুন্দরবনে বহু দেশ বিদেশের পর্যটক বেড়াতে আসেন। তবে এ বছর অনেক আগে থেকেই সুন্দরবনে পর্যটকরা ভিড় জমাচ্ছেন। ঝড়খালির ট্যুর অপারেটর মোহন দাসের আশা চলতি মরশুমে আরো বেশী পর্যটক সুন্দরবন ভ্রমণে আসবেন।

সাড়া জাগাল গাজীপুরের সোনাঝুরি হাট

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূম জেলার বোলপুরের 'সোনাঝুরির হাট'-এর কথা কম-বেশি সকলেরই জানা।আরও এক সোনাঝুরি হাট' বসেছিল পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া থানার গাজীপুর পঞ্চায়েত এলাকায়। গাজীপুরের কুলগড়িছ চকের কালীতলায় আয়োজিত হস্তশিল্প সামগ্রীর এই হাট পাঁচদিন ধরে সাড়া জাগিয়ে শেষ হল ১৫ নভেম্বর মঙ্গলবার।

ক্রিয়েটিভ বেঙ্গল ফাউন্ডেশন ও পূর্ব বর্ধমান হস্ত শিল্পী গোষ্ঠীর যৌথ পরিচালনায় এবং গাজীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় আয়োজিত দ্বিতীয় বর্ষের এই হস্তশিল্প মেলায় রাজ্যের উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, বীরভূম, পূর্ব বর্ধমান, হুগলি, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলা থেকে অসংখ্য শিল্পী তাঁদের শিল্পসম্ভার নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। ১১ নভেম্বর বিকেলে 'সোনাঝুরি হাট' এলাকার বিডিও পুষ্পেন্দু সাহা, বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের হাত ধরে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধনের পর থেকেই প্রতিটি সন্ধ্যায় এই হস্তশিল্প মেলায় উৎসাহীদের ভিড় উপচে পড়ছিল। রাজ্যের প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ এক সন্ধ্যায় এই মেলায় উপস্থিত হয়ে হস্ত শিল্পীদের স্টলগুলি ঘুরে ঘুরে দেখার সঙ্গে শিল্পীদের উৎসাহ দেন। মেলাকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার লক্ষ্যে বাউল, লোকনৃত্যের পাশাপাশি শিশুদের অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। মেলা কমিটির পক্ষ থেকে অরবিন্দ মণ্ডল বলেন, আমাদের এবারের 'সোনাঝুরি হাট'-এ সারা রাজ্য থেকে হস্তশিল্পীরা এসে ষাটের বেশি স্টল দিয়েছিলেন। এবারের মেলায় ব্যাপক হারে কেনাকাটার পাশাপাশি মানুষের বিপুল উৎসাহ দেখে আমরা অভিভূত।

আইনজীবীর মৃতদেহ ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর মহকুমা আদালতের আইনজীবী সঞ্জয় মিত্রের (৪০) মৃতদেহ সকালে তার বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে মাঝেরহাট বড়পোল এলাকার কাছে একটি পানা পুকুর থেকে উদ্ধার হয়। পুকুরের পাশে রাস্তার উপরে তার জুতো, মাফলার, বাজারের ব্যাগ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল। জানা গিয়েছে মৃতের মোবাইল, মানিব্যাগে থাকা ৮ হাজার টাকা, প্যান কার্ড ও আধার কার্ড উধাও। বারুইপুর থানার পুলিশ এসে দেহ ময়নাতদন্তে পাঠায়। মৃতের স্ত্রী সর্বাণী মিত্র থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ মৃতের প্রতিবেশী সুজন সর্দারকে আটক করে জিজ্ঞাসা বাদ শুরু করেছে। বারইপুর পুলিশ জেলার এক আধিকারিক জানান, এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে যার সঙ্গে কয়েক মাস আগে জমি জমা সংক্রান্ত বিষয়ে মৃত সঞ্জয়ের গন্ডগোল হয়েছিল। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান প্রথমে আঘাত করে তারপর গলায় কাপড় পেচিয়ে খুন করা হয়েছে।

মদারাট পঞ্চায়েতের নায়েবের মোড় সংলগ্ন গোয়ালিয়া এলাকার বাসিন্দা সঞ্জয়বাবু। এক ছেলে ও এক মেয়ে, স্ত্রী আছেন। স্ত্রী সর্বাণী বলেন, 'মঙ্গলবার আদালত থেকে বাড়িতে এসে কিছুক্ষণের জন্য আমাকে নিয়ে বেরিয়েছিলেন সঞ্জয়। তারপর বাড়িতেই ছিলেন কিন্তু রাত দশটায় একটি ফোন আসায় বেড়িয়ে যান, রাত সাড়ে বারোটায় ফোনে জানিয়েছিলেন ১০ মিনিটের মধ্যে বাড়ি আসছেন কিন্তু এরপর রাত দুটো চল্লিশ নাগাদ ফোন সুইচ অফ হয়ে যায়। সকালে পানা পুকুরে বাইক,জুতো পড়ে থাকায় জানাজানি হয়। তিনি বলেন পরিকল্পনা করে খুন করা হয়েছে আমার স্বামীকে। এলাকায় সবার উপকার করতেন শত্রু কেউ ছিল না তবে এক মহিলার মামলা নিয়ে মাঝে মধ্যেই স্বামীকে ফোনে বিরক্ত করতেন ওই মহিলা এক বছর আগে আমাকে হুমকি দিয়েছিলেন। এরপর এদিন সকালে সেই মহিলাই

ফোন করে বলেন দেহ পানা পুকুরে না হাসপাতলে আছে খোঁজ নিয়ে দেখো, মহিলার যোগ থাকতে পারে।

প্রিয় মুখার্জীর সংযোজন

পরিবারের দাবি মঙ্গলবার রাতে বাড়ি থেকে দশ মিনিটের জন্য বাইকে চেপে বেরিয়েছিলেন সঞ্জয়। কোন মহিলার ফোন পেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন বলে দাবি পরিবারের। সেই থেকেই নিখোঁজ ছিলেন। আজ সকালে তার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। পরিবারের দাবি এই ঘটনার পিছনে ওই সন্দেহভাজন মহিলার হাত রয়েছে। মহিলার নাম ও পরিচয় পুলিশকে জানিয়েছে পরিবার। সঞ্জয় মিত্রের স্ত্রী জানাই যে আগের দিন রাত্রে একটি ভিডিও ক্লিপ নিয়ে কারো সাথে বচসা হয়েছিল। গোটা ঘটনার তদন্ত করছে বারুইপুর থানার পুলিশ। বারুইপুরে আইনজিবী খুনের ঘটনায় ২৪ ঘন্টার মধ্যে গ্রেফতার এক। আরো কয়েকজনের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।ভিডিও রেকর্ডিং করার অপরাধে খুন আইনজীবীর । তদন্তে উঠে এলো এমনই এক চাঞ্চল্যকর তথ্য।ধৃতের নাম আজাদ সরদার বাড়ি মাঝেরহাট।

লড়াই শুরু

প্রথম পাতার পর

এমন কি তিনি কর্মশিক্ষা, শারীরশিক্ষায় শিক্ষক নিয়োগে স্থগিতাদেশ জারি করেছেন। সরকারের ভূমিকা আরও ভয়ংকর। তারা পর্ষদকে দিয়ে তলে তলে অবৈধ শিক্ষকদের ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা করলেও আদালতে হলফনামা দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে পর্ষদের এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করছে না তারা। কী ভয়ংকর খেলা! বোঝাই যাচ্ছে দুর্নীতি আর স্বজন পোষণের দড়ি টানাটানি শুরু হয়ে গিয়েছে দুর্নীতির প্রশ্রয়দাতা ও দুর্নীতি বিরোধীদের মধ্যে। এখানে কোনও রাজনীতির স্থান নেই। যারা রাস্তায় বসে নিজেদের হকের চাকরি চাইছে তাদের মধ্যে রাজনীতির রঙ খোঁজা মুর্খামি। দুই বাঙালি গোষ্ঠীর এই লড়াই কবে শেষ হবে তা বলা এখনই দুষ্কর। কিন্তু এই অবৈধ নিয়োগের ফলে বাঙলার বেশ কয়েকটি প্রজন্ম যে ভবিষ্যতে মুখ থুবড়ে পড়বে তা নিশ্চিত করে বলা যায়। এর আগে বাম আমলে বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত বাঙালিকে পিছিয়ে দিয়েছে অনেকটা। এমনকি নকশাল আন্দোলনেও শেষ হয়ে গেছে বহু মেধা। এবার আরও একটা আক্রমণ শুরু হয়েছে। বলা বাহুল্য দুতরফই চোয়াল কষে কোমর বাধছে লড়াইয়ে নামতে। সে লড়াইয়ে দুর্নীতি বিরোধীদের জিততেই হবে, না হলে ইতিহাস ক্ষমা করবে না।

হাসপাতালই ডেঙ্গুর আঁতুড়ঘর

প্রথম পাতার পর

হাসপাতালে যে বিভিন্ন ফুল-ফল ও অন্যান্য গাছ লাগানো বাগান রয়েছে, তার চারপাশে মশারি এবং প্লাস্টিক বিছিয়ে থাকার ব্যবস্থা করে নিয়েছেন রোগীদের পরিজনরা। তাদের দাবি দুপুরের পর থেকে মশারি না টাঙালে মশার উপদ্রবে বসাই দুস্কর। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন রোগীর আত্মীয়দের অভিযোগ, 'বিকেলের পর থেকেই মশার উপদ্রব বাড়ে। তাই মশারির ভিতরে থাকতে হয়। এক সপ্তাহ ধরে হাসপাতালে রয়েছি। এর মধ্যে কখনও মশা মারার তেল স্প্রে করা বা মশার ধোঁয়া দিতে দেখিনি।' বারাসত হাতপাসালের সুপার ডাঃ সুব্রত মণ্ডল রোগীর পরিজনদের এই অভিযোগ মানতে নারাজ। তিনি বলেন, 'মশা কোথায় নেই। মেডিকেল কলেজের জন্য নতুন ভবনের কাজ চলছে। এর জন্য কোথাও জমা জল থাকতে পারে। নিয়মিতভাবে সেখানে স্প্রে করা হয়। আগামী কয়েক মাস ধরে কিছুটা সমস্যা থাকবে। নতুন ভবনের কাজ শেষ হয়ে গেলে এই সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে।'

সরকারি কোষাগারে টান

প্রথম পাতার পর

এমনকি কয়েকশো সাংবাদিকদের জন্য অত্যাধুনিক টেন্ট ও বিনামূল্যে খাবারেরও ব্যবস্থা করতে হয় সরকারকে। প্রসঙ্গত পূর্বতন জেলাশাসক ডঃ পি উলগানাথন কোভিড কালে মেলাকে ডিজিটালাইজড করে দেন। মেগা কন্ট্রোল রুম, মিউজিয়ম সহ আরও নানা আলোক ঝলমল আইটেম গঙ্গাসাগর মেলার আদলটাই পালটে দিয়েছে। এখন প্রশ্ন আসন্ন গঙ্গাসাগর মেলা কী আগের মতো মেগা মেলার রূপ পাবে, নাকি আর্থিক বরাদ্দ কমিয়ে চলনসই মেলা হবে। এ ব্যাপারে জানার জন্য মেলা অফিসার অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ) সিআরএনের কাছে গত শুক্রবার ৩টের সময় গিয়েছিলাম। কিন্তু ভিজিটিং কার্ড ওনার পিএকে দিলে উনি জেলা শাসকের সঙ্গে দেখা করে জানান, 'স্যার এখন কথা বলতে পারবেন না, অন্যদিন আসুন'। সাগরের বিধায়ক তথা সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে, যিনি ফোন ধরেছিলেন তিনি বলেন রাতে ফোন করুন। যাই হোক সূত্র মারফৎ জানা যাচ্ছে এবারের গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি চললেও আর্থিক বরাদ্দ কি হবে সেই নিয়ে যথেষ্ট ধোঁয়াসা আছে। অন্যদিকে প্রতিবছর নভেম্বর ও ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই জেলায় জেলায় গ্রন্থগার দফতর থেকে জেলা বইমেলা অনুষ্ঠিত হয় জেলার প্রতিটি লাইব্রেরিকে একটা মোটা অর্থ বরাদ্দ করা হয়, যা দিয়ে গ্রন্থাগারগুলি মেলা থেকে বই কেনে কিন্তু এবছর জেলা বইমেলা নিয়ে এখনও কোনও তৎপরতা চোখে পড়ছে না। গত শুক্রবার আলিপুরে জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক সুমন্ত বন্দোপাধ্যায়ের দফতরে গিয়ে দেখা গেল তিনি দফতরে নেই। দফতরের কর্মীদের থেকে ওনার ফোন নম্বর চেয়েও পাওয়া যায়নি। কর্মীদের বক্তব্য 'ফোন নম্বর দেওয়া স্যারের নিষেধ আছে।' তবে সূত্রের খবর জেলা বইমেলা কবে এবং কোথায় হবে এখনও ঠিক হয়নি। ডিসেম্বরের ১৫ তারিখের পর হতে পারে। যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দফতর থেকে প্রতিবছর সারা রাজ্যের প্রতিটি ব্লক ও পৌর এলাকায় ত্রিস্তর ছাত্র-যুব উৎসব হয়। নভেম্বর থেকেই ব্লক ছাত্র যুব উৎসবের তৎপরতা শুরু হয়। বরাদ্দ হয় প্রায় প্রতি ব্লকে ও পৌর সভায় লক্ষাধিক টাকা তারপর ১২ জানুয়ারি বিবেক চেতনা উৎসব এবং ২৩ জানুয়ারি সুভাষ উৎসব হওয়ার কথা কিন্তু এখনও এসব বিষয়ে কোনও ব্লকেই কোনও তৎপরতা নেই। তা হলে কংগ্রেস ও বাম আমল থেকে চলে আসা ছাত্র যুব উৎসব এবার বন্ধ হতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য গত শুক্রবার আলিপুরে জেলা যুব আধিকারিক মহুয়া বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করলে তিনি জানান, এখনও আমি কোনও অর্ডার পাইনি। প্রসঙ্গত এসব কারণেই প্রশ্ন জাগছে কোষাগারের আর্থিক মন্দার কারণে সরকারি মেলা ও উৎসবেও কোপ পড়বে?

শিলান্যাস

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীর বিরষা মুন্ডার ১৪৮ তম জন্ম দিবস মহা সমারোহে পালিত বাসন্তী থানার অন্তর্গত চুনাখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়িয়া বাজার দুর্গা মন্দির সংলগ্ন ময়দানে। দীর্ঘপ্রায় পাঁচ কিলোমিটার পথ পরিক্রমার পর অনুষ্ঠানস্থলে বিরষা মুন্ডার মূর্তিস্থাপনের নির্দিষ্ট স্থানে পবিত্র জল দিয়ে নারিকেল ফাটিয়ে মূর্তি স্থাপনের শিলান্যাস করেন পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান বিরষা তিরকে। জানা গিয়েছে মূর্তিটি তৈরী করতে দুলক্ষ টাকা ব্যয় হবে। মূর্তিটির উচ্চতা হবে ৯ ফুট। আগামী জানুয়ারী মাসে উন্মোচিত হবে।

হকার সমস্যা

প্রথম পাতার পর

মেয়র বলেন, 'দ্বিতীয়ত আমি ২ নভেম্বর আর একটা চিঠি কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে দিয়েছিলাম। যদিও এখনও উনি কোনও অ্যাকশন নেননি। সেটা হচ্ছে 'ইউজ অফ প্লাস্টিক'। সেটা হচ্ছে, গড়িয়াহাটে এই শীতের সময় হকারের ওপর একটা ভয়াবহ আগুন লেগেছিল। তারপর কলকাতা পৌরসংস্থা কিছু স্টল করে দেয়। হকাররা সেই স্টলগুলিকে নেয়নি। আমি পুলিশকে বলেছি, হকারদের নিজেদের স্টলের ওপর প্লাস্টিকটাকে সরিয়ে যদি ওরা একটা টিনের সেড দেয় দিক। এবং পিছনটা ফাঁকা থাকুক। এটা ইমিডিয়েট করা উচিত। এটা আমি পুলিশ কমিশনারকে লিখেছি। তা না হলে আবার অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটতে পারে। আর ব্ল্যাকটপে যাতে হকার না বসে, সেটাও দেখতে বলেছি। হকাররা অনিয়ন্ত্রিত ভাবে বসে যাচ্ছে। এটা কিছু কিছু স্থানীয় থানার মদতে বসছে। বিভিন্ন দলের ইউনিয়নের নেতারাই থাকে। আইনমাফিক ব্ল্যাকটপে হকার বসতে পারে না। তিন ভাগের এক ভাগ ছেড়ে দিয়ে হকার বসতে হবে। শীতের সময় প্লাস্টিক থেকে আবারও বড়ো অগ্নিকাণ্ড লাগতে পারে। এটা সাবধান করে পুলিশ কমিশনাকে চিঠি দিয়েছি। পুলিশকে এই দায়িত্ব নিতেই হবে।'

বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে শিশু দিবস ও ফাউণ্ডেশন ডে উদ্‌যাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৪ নভেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ-২ নম্বর ব্লকের সাউথ বাওয়ালী অঞ্চলের ময়ূরভবনে বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে শিশু দিবস ও সংগঠনের

ফাউণ্ডেশন ডে উদযাপিত হল। ব্যবস্থাপনায় ছিল ভারতী সংঘ। প্রদীপ প্রজ্বলন করে একটি শিশু অনুষ্ঠানের সূচনা করে। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের ডেপুটি ডিরেক্টর ডাঃ রজত শুভ্র নস্কর। তিনি বলেন, সমাজের উন্নয়নের জন্য যুব সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। পরিবেশকে দূষণ মুক্ত রাখতে এবং পরিবেশকে সুস্থ রাখতে সকলকে দায়িত্ব নিতে হবে।

অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বজবজ-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রীতা মিত্র, জেলা পরিষদের সদস্য সেখ বাপী, শিখা রায়, সাউথ বাওয়ালী পঞ্চায়েতের প্রধান তপতি রায়, সদস্য শ্রাবণী মাল দাস, চন্দনা মণ্ডল, সমিতির সদস্য স্বপন রায়, ডাঃ তরুণ রায়, রবীন্দ্রনাথ রায়, যুধিষ্ঠির রায়, হেমন্ত কাসওয়ানী, মানস নস্কর, তপন মাল, দিব্যেন্দু রায়, দপ্তরের এপিএ কপিল কুমার, প্রাক্তন এনএসভিওয়াই রিমি মজুমদার, বর্তমান এনএসভিওয়াই তৃপ্তি পাল গঙ্গাধর পাত্র, কৌশিক বাগ প্রমুখ।

ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসক ডাঃ সুশান্ত নস্কর, ডাঃ মৃন্ময় বিশ্বাস, ডাঃ প্রশান্ত নস্কর, ডাঃ সমরেন্দ্র নাথ রায়, এবং ডাঃ সুনীল রতন ঘোষ ও চিত্তরঞ্জন হাসপাতালের ল্যাব টেকনিশিয়ান সৈয়দ মঞ্জুর রহমান ৫ জন যক্ষা রোগীকে দত্তক নিলেন ক্যানিং হাসপাতালের চিকিৎসকরা। পাঁচজন রোগীর সমস্ত ব্যয়ভার বহন করবেন দত্তক নেওয়া চিকিৎসক ও কর্মীরা। প্রতিনিয়ত তাদের সুষম আহার দেওয়া ওষুধ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী দেওয়া সবটাই চলতে থাকবে। এর আগে যাদবপুর কেন্দ্রের সাংসদ মিমি চক্রবর্তী ভাঙ্গড়ের ৫ যক্ষা রোগীকে দত্তক নিয়েছিলেন। এ বিষয়ে চিকিৎসক সমরেন্দ্র নাথ রায় বলেন, 'সাধারণ মানুষকে সচেতনতা বৃদ্ধি করতেই আমাদের এই উদ্যোগ। আমরা চাই সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ এগিয়ে আসুক এবং এই সমস্ত রোগীদেরকে সাহায্য করুক। ভারতবর্ষ থেকে যক্ষাকে নির্মূল করতেই হবে যা আমাদের সরকারের অঙ্গীকার'।

হাসপাতাল চত্বরে রাস্তা বেহাল

প্রথম পাতার পর

শুধু তাই নয়, প্রায়শই শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার ভিড় কিছুটা এড়াতে অনেক ধরনের গাড়িও হাসপাতাল চত্বরের রাস্তাগুলি ব্যবহার করে বলে অভিযোগ। হাসপাতাল চত্বরের এই রাস্তাগুলি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থার শিকার। ফলে রোগীদের প্রতিনিয়ত চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হচ্ছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কোনও রোগী যানবাহনে চড়ে বেহাল ওই রাস্তা দিয়ে কাটোয়া মহকুমা হাসপাতাল চত্বরে ঢুকতেই তীব্র ঝাঁকুনি অনুভব করেন এবং কখনওসখনও তা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়। এতে রোগী হাসপাতালে ভরতি হওয়ার আগেই কার্যত আরও অসুস্থ হয়ে পড়েন। পাশাপাশি চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফিরতেও রোগীদের অনেকের মনে আতঙ্ক ধরিয়ে দেয় ওই বেহাল রাস্তাগুলি। বিশেষ করে প্রসূতি রোগীদের নিদারুণ কষ্ট ভোগ করতে হয়। দীর্ঘদিন ধরেই এমনতর পরিস্থিতি চলতে থাকলেও সংশ্লিষ্ট পি ডব্লিউ ডি রাস্তা সংস্কারের ব্যাপারে কার্যত উদাসীন। ফলে, রোগী সহ অন্যান্যদের দুর্ভোগ বেড়েই চলেছে।

কাটোয়া শহরের সাংস্কৃতিক জগতের অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব অপূর্ব চক্রবর্তী বলেন, কাটোয়া মহকুমা হাসপাতাল চত্বরে প্রবেশের তিনটি রাস্তাই দীর্ঘদিন ধরে বেহাল হয়ে থাকায় রোগীদের যাতায়াতে সাংঘাতিক কষ্ট হয়। এই রাস্তাগুলি সংস্কারের কোনও উদ্যোগে চোখে না পড়ায় আমরা রীতিমতো অবাক হচ্ছি।সাধারণ মানুষ এসব দেখে ক্ষুব্ধ। একটা সভ্যসমাজের সরকার তথা প্রশাসন এভাবে উদাসীন থাকলে মানুষ তার অসন্তোষ চেপে রাখতে পারবে না, একসময় জবাব চাইবেই। দীর্ঘদিনের বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কাটোয়া মহকুমা হাসপাতাল রোগী কল্যাণ সমিতির প্রধান এবং রাজ্য সরকারের শাসকদলের একজন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি। কাটোয়া হাসপাতাল চত্বরের এইসব বেহাল রাস্তা সংস্কারের জন্য তিনি যথাবিহিত উদ্যোগ গ্রহণ করুন এটাই মানুষের দাবী। কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালের সুপার শৌভিক আলম এপ্রসঙ্গে বলেন, 'হাসপাতাল চত্বরের বেহাল রাস্তাগুলি সংস্কার বিষয়ে একাধিকবার রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। রাস্তা সংস্কারের জন্য পিডব্লিউডি-কে বারংবার বলা হয়েছে। এব্যাপারে তাদের কোনও উদ্যোগ দেখছি না। আমি আবারও পিডব্লিউডি-কে এব্যাপারে জানাব। এদিকে কাটোয়ার ঐতিহ্যবাহী কার্তিক পুজোকে কেন্দ্র করে উৎসবের আবহে শহরের অলিগলির রাস্তাগুলিতে যখন সংস্কারের ধুম পড়ে গিয়েছিল তখন এলাকার এই গুরুত্বপূর্ণ মহকুমা হাসপাতালের বেহাল রাস্তার করুণ দৃশ্য আর রোগীদের অব্যক্ত যন্ত্রণার ছবি শহরের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের অবাক করে।

জালে ভূয়ো চিকিৎসক

নিজস্ব প্রতিনিধি : পুলিশের জালে ধরা পড়লো এক ভূয়ো চিকিৎসক। আর এমন ঘটনা ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো। সুন্দরবন উপকুল থানার অন্তর্গত লাক্সবাগান এলাকায়।ধৃতের নাম সোমনাথ ভট্টাচার্য। ধৃতের বাড়ি হাওড়ার উলুবেড়িয়া থানার অন্তর্গত বলরামপোতা এলাকায়।ধৃতকে রবিবার আদালতে তোলা হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে সুন্দরবন কোস্টাল থানার অন্তর্গত সাতজেলিয়ার ২ নম্বর এমিলি বাড়ির বাসিন্দা অভিজিৎ মিস্ত্রি একটি লিখিত অভিযোগে জানান, সোমনাথ ভট্টাচার্য নামে হাওড়ার এক বাসিন্দা মিথ্যা এমবিবিএস ও এমএস ডিগ্রী পরিচয় দিয়ে ভুল চিকিৎসা করে রোগীদের কাছ থেকে প্রচুর টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। পাশাপাশি লাক্সবাগান, গোসাবার আরামপুর এলাকায় এমন পরিচয় দিয়ে ব্যবসা চালাচ্ছে। লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে সুন্দরবন কোস্টাল থানার পুলিশ।শনিবার লাক্সবাগান এলাকা থেকে সোমনাথ ভট্টাচার্য নামে ওই ভুয়ো চিকিৎসককে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রুজু করে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে সুন্দরবন কোস্টাল থানার পুলিশ। ঘটনা প্রসঙ্গে ক্যানিং মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দিবাকর দাস জানিয়েছেন, ডিগ্রি সম্পর্কেসত্যতার কোন প্রমাণ দেখাতে পারেননি ওই ভুয়ো চিকিৎসক। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি ২০৫/৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪০৬ ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। ঘটনায় আর কে বা কারা জড়িত রয়েছে সে বিষয়েও ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।'

মহানগরে

শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষিক্ষেত্রে ঘটবে আমূল পরিবর্তন

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রযুক্তি আমাদেরকে সহজেই অনেক কিছু করার সুযোগ করে দিয়েছে। ইন্টারনেট তার মধ্যে অন্য এক মাধ্যম। ঘরে বসে আঙুলের ছোঁয়াতেই বিভিন্ন কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যায় তৎক্ষণাৎ। এবার চোখের পলকে এক নিমেষে কাজ সম্পূর্ণ হবে ৫জির মাধ্যমে। আর কিছুদিনের মধ্যেই বাজারে আসছে ৫জি। শিক্ষাক্ষেত্র, স্বাস্থ্যক্ষেত্র, কৃষি ক্ষেত্র এবং অফিসের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটবে। এই নিয়েই এক আলোচনা সভার আয়োজন

করা হয়েছিল ১৪ নভেম্বর। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য প্রযুক্তি এবং বৈদ্যুতিন মন্ত্রক ও ভারত সরকারের টেলি কমিউনিকেশন মন্ত্রক যৌথভাবে পরিচালন করে এই সভাটির। এর সুফল মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে এবং মানুষ কিভাবে তার ব্যবহার করে অতি সহজ ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবে তা বিশ্লেষণ করবার জন্য বিভিন্ন সংস্থা উপস্থিত ছিল।

রিল্যায়েন্স, জিও এবং এয়ারটেল ৫জির অগ্রণী ভূমিকা কাঁধে তুলে নিয়েছে। দুই সংস্থার দাবি খুবই স্বল্প খরচে বাজারে আসছে ৫জি। আলোচনায় উঠে আসে ক্ষেত্র বিশেষে ৫জির দক্ষতা। বিভিন্ন প্রযুক্তিগত উন্নতির ফলে ৫জি সাহায্য করবে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনকেও। ড্রেনের মধ্যে ছোট্ট একটি বস্তু বলে দেবে কখন তা কখন তা পরিষ্কার করতে হবে সে বিষয়ে। রাস্তার যানজট নিয়ন্ত্রণেও ৫জি সাহায্য করবে এছাড়াও পঠন পাঠনের ক্ষেত্রে চোখের সামনে উঠে আসবে ঐতিহাসিক চরিত্র থেকে শুরু করে বিজ্ঞানও। মানুষের ৩ডি চিত্রও চোখের সামনে ভেসে উঠবে যা ছাত্রছাত্রীদের বোঝাতে শিক্ষকের সুবিধা হবে। দূরে বসেও পঠন পাঠন সম্ভব হয়ে উঠবে এবং প্রত্যন্ত এলাকায়ও শিক্ষা ছড়িয়ে যাবে বলে আশাবাদী সকলে।

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেও আমূল পরিবর্তনের সুযোগ রয়েছে যেখানে বিভিন্ন ডাক্তারি পরিকাঠামোর মাধ্যমে চিকিৎসক চিকিৎসা করতে পারবে কয়েক ক্রোশ দূরে বসেই। প্রত্যন্ত এলাকায় খুবই সহজে আশা কর্মীরাও ব্যবহার করতে পারবে ডাক্তারি সরঞ্জাম এবং দূরে থাকা ডাক্তার অনায়াসে চিকিৎসা করে ফেলতে পারবে সেই রোগীর।

চাষের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করবে চাষিদের। কখন কি ওষুধ প্রয়োজন বা কখন জমিতে জলের প্রয়োজন তাও বাতলে দেবে। দূরে থাকা বিশেষজ্ঞরা বুঝে যাবে জমির বা সেই সময়ের যে চাষ হচ্ছে তার হালহকিকৎ। সেভাবেই তারা চাষিভাইদের পথ দেখাতে পারবেন। তবে সে ক্ষেত্রে সবথেকে বেশি প্রয়োজন হয়ে উঠবে মাটি পরীক্ষার। যা পশ্চিমবঙ্গে হয় না বললেই চলে। মাটি পরীক্ষাগারগুলি ধুঁকছে বছরের পর বছর ধরে।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারত সরকারের ব্রড ব্যান্ড মিশনের আধিকারিক নীরজ কুমার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য প্রযুক্তি এবং ইলেকট্রনিক্স দফতরের মুখ্য সচিব আইপিএস রাজীব কুমার সহ আরও অনেক আধিকারিকরা।

ছবি : বুদ্ধদেব মিশ্র

ডেঙ্গি আঁচে তপ্ত মেয়রের ঘর

বরুণ মণ্ডল : কলকাতা পৌরসংস্থার বর্তমান পৌরবোর্ডে তো বটেই, দীর্ঘদিন দিন বাদে ২০১৯ – এর পর এই প্রথমবার কলকাতা পৌরসংস্থার কেন্দ্রীয় পৌরভবনের খোদ মহানাগরিক ঘরের একমাত্র প্রবেশ পথেই ডেঙ্গি ইস্যুতে হলুস্থুল কান্ড। ডেঙ্গি ইস্যুতে তিন বিজেপি, দুই বাম ও দুই কংগ্রেস পৌরপ্রতিনিধি একজোট হয়ে সরাসরি মহানাগরিকের গেটের ধরনায় বসেছে। ডেঙ্গি–ম্যালেরিয়া মোকাবিলার কাজে কলকাতা পৌরসংস্থাকে কাঠগড়ায় তুলে সরব হলেন বিরোধীরা। আর কলকাতা পৌরসংস্থার পৌর কর্তৃপক্ষ এবছরে কলকাতায় ডেঙ্গি–ম্যালেরিয়ার বাড়বাড়ান্তে জন্য ৬০ লক্ষ স্থায়ী পৌরবাসীর অধিকাংশের ডেঙ্গি–ম্যালেরিয়া সম্পর্কে অসচেতনতাকে দায়ী করছেন। কিন্তু এই ৬০ লক্ষ কলকাতাবাসীকে ডেঙ্গি–ম্যালেরিয়া সম্পর্কে বারংবার সচেতন করার দায়িত্ব যাদের সেই ১৩৭ জন তৃণমূলী পৌরপ্রতিনিধির অধিকাংশই যে আসল দায়ী সে বিষয়ে পৌরকর্তৃপক্ষের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। ১৬ নভেম্বর বুধবার মাসিক পৌর অধিবেশন বয়কট করে মহানাগরিকের ঘরের একেবারে সামনে প্রবেশ পথ আটকে সাত বিরোধী পৌরপ্রতিনিধি বিক্ষোভ অবস্থানে সামিল হয়। বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে মহানাগরিকের গেটের সামনের পথ। খবর পেয়ে নিউমার্কেট থানা থেকে কয়েকজন উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসাররা দৌড়ে আসে। মহানাগরিক ঘরের সামনে বিক্ষোভ চলতে থাকায় অধিবেশন শেষ হলে শাসকদলের অনেক পৌর প্রতিনিধি অন্য পথ দিয়ে কেন্দ্রীয় পৌরভবন থেকে বের হন। তবে বিরোধীদের প্রস্তাব মেনে আগামী দিন সাতেকের মধ্যেই ডেঙ্গি নিয়ে কর্মশালার আয়োজন করা হচ্ছে।

ডেঙ্গি যখন পুরোদমে চলে এসেছে, তখন বরিষ্ঠ কংগ্রেস পৌরপ্রতিনিধি সন্তোষ পাঠক পৌর অধিবেশনে ডেঙ্গি নিয়ে মুলতুবী প্রস্তাব তোলে। আর কংগ্রেসের মুলতুবি প্রস্তাবকে সমর্থন জানান বিজেপি ও বামফ্রন্ট। কলকাতা পৌরসংস্থাকে 'কলকাতা ম্যালেরিয়া কর্পোরেশন' ও মানুষ ডেঙ্গিতে মরছে 'কেএমসি ড্রোন ওড়াচ্ছে' লেখা ব্যানার নিয়ে তৃণমূলী

পৌরপ্রতিনিধিদের কটাক্ষ করেন ৫০ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি পৌরপ্রতিনিধি সজল ঘোষ। সারা রাজ্যে ৫২ হাজার মানুষ ডেঙ্গিতে রোগে আক্রান্ত এবং কলকাতা পৌরসংস্থা এলাকার বিভিন্ন ওয়ার্ড নিয়ে ৬,০৫৪ জন আক্রান্ত যেমন হয়েছে, কোভিডের মতো তেমন টপাটপ মৃত্যুও হয়েছে। সজল ঘোষ অধিবেশনে প্রস্তাবের পক্ষে বলতে উঠে বলেন, কলকাতায় ডেঙ্গিতে এতো জনের মৃত্যু হয়েছে। আর আমাদের উপ–মহানাগরিক অতীন ঘোষ সিঙ্গাপুরের তথা তুলে ধরছেন। মনে হচ্ছে উপ–মহানাগরিক বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার। ডেঙ্গি নিয়ে তথ্য লুকানো হচ্ছে। ডেঙ্গির তথ্য চাইলে কলকাতার লোক সংখ্যা হয় ৪৫ লক্ষ। আর অন্য বিষয়ে তথ্য চাইলে তখন কলকাতার লোক সংখ্যা হয় ৬০ লক্ষ। তথ্য যে লুকানো হচ্ছে, এটাই তার প্রমাণ। ডেঙ্গিতে মায়েরা তার সন্তানদের হারাচ্ছেন। আর উনি তথ্য দেখিয়ে বলছেন, এটা কিছুই না। সজল ঘোষের বক্তব্য চলাকালীন হঠাৎ করে শাসক দলের পুরপ্রতিনিধিদের অবাক করে দিয়ে তিন বিজেপি, দুই বামফ্রন্ট এবং দুই কংগ্রেস পৌরপ্রতিনিধি ব্যাগ থেকে ব্যানার বের করে ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ শুরু করে। পরে বিরোধীরা অধিবেশন বয়কট করে মহানাগরিকের ঘরের সামনে এসে বিক্ষোভে বসে পড়েন। মহানাগরিক তখন অধিবেশন কক্ষে মুলতুবি প্রস্তাবের ওপর মহানাগরিকের বক্তব্য রাখছেন। অধিবেশন শেষ করে মহানাগরিক বিক্ষোভ ঠেলে নিজের দফতরের ঢোকেন। পরে মহানাগরিক বিরোধীদের নিজের ঘরে ঢেকে নিয়ে কথা বলেন। তাদের দাবি মতো সাতদিনের মধ্যেই ডেঙ্গি নিয়ে কর্মশালার আয়োজন করবেন বলে মহানাগরিক তাদের আশ্বাস দিয়েছেন।

পরে মহানাগরিক জানান, রাজনীতির জন্য আর ছবি তোলার জন্যই এসব করা হয়। ডেঙ্গি রুখতে হলে জনসচেতনতা দরকার। সেজন্যই আমি আমার ওয়ার্ড ও যে পুরপ্রতিনিধি ডাকে তাঁর ওয়ার্ডে গিয়ে সচেতন করছি। ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধিদেরও ওয়ার্ডের অলিগলি তস্য গলিতে বাই–লেন গুলিতে গিয়ে ডেঙ্গি সচেতনতামূলক প্রচার চালাতে হবে। নাগরিকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সচেতন করতে হবে

এদিকে ডেঙ্গি নিয়ে পৌর অধিবেশনেই বরোর স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকদের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূলী পৌরপ্রতিনিধি বিশ্বরূপ দে। ভেক্টর কন্ট্রোল বোর্ডের 'ফিল্ড ওয়ার্কার'রা প্রতিদিন তাদের কতক্ষণ ফিল্ডে থাকার কথা? বরোর এক্সিকিউটিভ স্বাস্থ্য আধিকারিকরা ডেঙ্গি নিয়ে পুরপ্রতিনিধিদের সঙ্গে কোনও বৈঠক করেন না। কোনও তথ্য দেয় না। ডেঙ্গি প্রতিরোধে ১৯৮০–র কলকাতা পৌরনিগম আইনের ৪৯৮ ও ৪৯৬এ ধারার আরও কড়া করতে মহানাগরিক তথা পৌর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রীর কাছে আবেদন করেন। এবং বরো এক্সিকিউটিভ স্বাস্থ্য আধিকারিকদের বৈঠকে পুরপ্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্তির আবেদনও তিনি করেন। বামফ্রন্ট পুরপ্রতিনিধি মিউনিসিপ্যাল অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারপার্সন মধুছন্দা দেব নিজের ৯২ নম্বর ওয়ার্ডে ডেঙ্গি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, আমার পাশের রাস্তার ওপাশের ওয়ার্ড ৯৩ নম্বর ওয়ার্ডে ডেঙ্গি নেই। অথচ আমার ওয়ার্ডে ডেঙ্গি রয়েছে। ওয়ার্ডের বিভিন্ন প্রান্তে ডেঙ্গি সচেতনতার প্রচার কাজ চলছে।

রসগোল্লা উৎসব

টুবলু দত্ত : গত ১৪ নভেম্বর মিষ্টি উদ্যোগ মহা সমারোহে রসগোল্লা উৎসব অনুষ্ঠিত হলো বাগবাজারের গৌরী মাতা উদ্যানে। কেক কেটে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথা প্রাক্তন বিচারপতি শ্যামল সেন, চিত্রশিল্পী শুভাপ্রসন্ন, রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা, ডাঃ প্রসূন পাঁজা, ফুটবল প্রেমী ও সমাজসেবী বাবুন ব্যানার্জী, আইএফএ–র সেক্রেটারি অনির্বান দত্ত, পৌর মিতা পূজা পাঁজা, মিত্র কাফের কর্ণধার তাপস রায়, সিএবি–র প্রাক্তন অধিকর্তা গৌতম দাশগুপ্ত সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানে বাংলার কোচ বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য সহ ২৫ জন ফুটবলারকে সম্বর্ধিত করা হয়। শিশু দিবস উপলক্ষ্যে শিশুদের মধ্যে ব্যাগ ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সভাপতি ধীমান দাস সহ মিষ্টি উদ্যোগের অন্যান্য বিশিষ্ট সদস্যরা। সঞ্চালনা করেন সম্রাট দাস। পরিশেষে উপস্থিত সকলকে রসগোল্লা খাওয়ানো হয়।

লেন্স বার্তা

অনেক দিন পর দূর থেকে দেখা মিললো আমতলা মোড় একেবারে খালি, সাংসদ আসবেন বলে।

শীততাপ নিয়ন্ত্রিত যাত্রী প্রতীক্ষালয়, এখন সবটাই অতীত– উন্নয়নের জোয়ারে। বি টি রোডে। ছবি : অভিজিৎ কর।

শ্রদ্ধা : বীরসা মুন্ডার (১৫ নভেম্বর ১৮৭৫ – ২ জুন ১৯০০) ১৪৭ তম জন্মদিনে শ্রদ্ধার্ঘ্য। বীরভূমের সিউড়ির সিদো কানহু মঞ্চে পৌর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। – কলকাতার পৌরসংস্থার সৌজন্যে

এখানে ওখানে

বিজয়া সম্মিলনী

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাচিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভদ্রেশ্বর বাঙ্ময়ের উদ্যোগে শনিবার ১২ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হল বিজয়া সম্মিলনী। ভদ্রেশ্বর ও চন্দননগরে ঐতিহ্যমণ্ডিত জগদ্ধাত্রী পুজোর পর বিজয়া সম্মেলনীর রেওয়াজ রয়েছে। বাচিক শিল্পী তথা সংস্থার কর্ণধার রীনা দত্ত ও ক্যাপ্টেন ডাক্তার সমীর দত্তের আম্রকুঞ্জ বাড়িতে শীতের আমেজে ঘরোয়া পরিবেশে গান, কবিতার ডালি নিয়ে এক অভিনব বিজয়া সম্মেলনীর আসর বসে। এদিন সন্ধ্যায় যে কজন হাজির ছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই একে একে গান ও কবিতা পাঠ করেন। সুস্মিতা নন্দী পিনাকী ঠাকুরের লেখা 'রাতের ট্রেন' পাঠ করেন। সঞ্চিতা ভট্টাচার্য গান শোনান, 'এসেছিস থাকনা উমা দিন কতক'। এছাড়া সঞ্চিতা আদিবাসী সম্প্রদায়ের অন্তরের কথা (ভাদু) মা মেয়ের কথোপকথন তুলে ধরেন। অনমিত্র মণ্ডল রবি ঠাকুরের গান করেন। হাজির ছিল ৬ বছরের ছোট্ট শিশু সৃজন পোদ্দার বয়স মাত্র ৬ বছর। এই বয়সেই সে চার হাজার অ্যাবস্ট্রক্ট ছবি এঁকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। সে প্রথম শ্রেণিতে পড়ে। মাত্র ৯ মাস বয়স থেকে আঁকা শুরু করে। বর্তমানে তাঁর আঁকা ছবি বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত রফিক হাসানের বাড়িতে আছে। তাঁর বাবা সমরেশ পোদ্দারও ছবি আঁকাতে পারদর্শী।

আল্পনা নন্দী কবি সুবোধ সরকারের খোলা চিঠি দুর্গাকে শোনান। রত্না মিত্র শুভ দাশগুপ্তের 'আমি সেই মেয়ে' পাঠ করেন। সব চেয়ে প্রশংসনীয় প্রয়াস অর্থোপেডিক ডাক্তার ভাস্কর দাস গান পরিবেশন করে শ্রোতামন আকৃষ্ট করেন। সুবোধ ভট্টাচার্য নীরজ চক্রবর্তীর গোলাপযাত্রা' কবিতা পাঠ করেন। শংকর সাহা ও হৈমন্তী দাস দ্বৈত কণ্ঠে গান শোনান। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় শ্যামল পালের বেহালা যন্ত্রানুষঙ্গে গানের মাধ্যমে।

শিশু দর্পণ সেরার সেরা সম্মাননা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সমাজকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে কিছু বিরল প্রতিভা নিতানতুন সৃষ্টিশীল কাজের মধ্যে ডুবে থাকে। শিল্প–কলা ও সৃষ্টি দিয়ে সমাজ জীবনে দশের মধ্যে নির্দিষ্ট রূপে একজন হয়ে ওঠে। বৃহত্তর বেহালার এমন এক স্বনামধন্য ব্যক্তি হলেন বিপ্লব সেন। বিপ্লব সেন হলেন বেহালা থেকে কমবেশি দু'দশক ধরে প্রকাশিত শিশুদের একটি একান্ত নিজস্ব পাক্ষিক শিশু দর্পণ পত্রিকার প্রধান সম্পাদক।

পত্রিকার ২০ তম বর্ষে শিশু দর্পণ শারদ সম্মান – ২০২২ উপলক্ষে শিশু দর্পণ অ্যাওয়ার্ড প্রোগ্রাম – ২০২২' অনুষ্ঠিত হল, বেহালার চৌরাস্তা নিকটস্থ বি.ডি.এস. ভবনে। বিগত ১৯ টা বছরের মতো পত্রিকার ২০ তম বর্ষে এবছরও শিশু দর্পণ' পত্রিকার কর্তৃপক্ষ সমগ্র কলকাতার দুর্গাপুজো গুলির মধ্যে ৩৫০টি দুর্গাপুজোর কুম্ভে বিচারক গণের

বিচারে শ্রেষ্ঠ অমৃতের সন্ধান করে সেরার সেরা ১টি রূপে কলকাতা ২০টি এবং হাওড়া জেলার তিনটি ক্লাবকে শিশুদর্পণ সেরা শারদ সম্মানে এবং সেরা দীপাবলি সম্মানে ছ'টি ক্লাবকে দৃষ্টিনন্দন স্মারক, শংসাপত্র, ব্যাজ পড়িয়ে সম্মান জানায়। এদিনের অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করেন প্রধান অতিথি লায়েন্স ব্লাড ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা সুজিৎ ঘোষ, লায়ন পম্পা ঘোষ, বিশিষ্ট আইনজীবী রীতা ভট্টাচার্য, বেহালার বিশিষ্ট সমাজকর্মী চন্দ্র ভান সিং, বরিষ্ঠ সাংবাদিক বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশু দর্পণ পত্রিকার সভাপতি এবারের শারদ সম্মাননার বিচারক অনিমেশ মুন্সি, তরুণ চিকিসক গাইনিকোলজি অতনু সামন্ত, শিশু দর্পণ সম্পাদকের সহধর্মিণী শ্রীমতী সেন প্রমুখ। কথা প্রসঙ্গে বিপ্লববাবু বলেন, বেহালার ৩০টি ক্লাব দিয়ে শুরু আর এখন কলকাতার ৩৫০টি পুজো কমিটি শিশু দর্পণ শারদ সম্মাননার সঙ্গে যুক্ত। আর শারদ সম্মাননা ছাড়াও শিশুদের নিয়ে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির, গরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক প্রদান, দুস্থ শিশুদের শীতবস্ত্র প্রদান প্রভৃতি সমাজসেবামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ঋতরশ্মির আবৃত্তির অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৪ অক্টোবর, ২০২২, বেহালা শরৎ সদন প্রেক্ষাগৃহে ঋতরশ্মি আবৃত্তি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রযোজনায় অনুষ্ঠিত হল মনোমুগ্ধকর একটি আবৃত্তির সন্ধ্যা, যা উপস্থিত দর্শক ও শ্রোতাদের মন কেড়ে নিয়েছে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, ওঙ্কার প্রসাদ ঘোষ উপ–মহা নির্দেশক (জাতীয় পরিসংখ্যান দপ্তর), ডঃ অনুপ কুমার বিশ্বাস অধ্যাপক (বিজয় কৃষ্ণ গার্লস কলেজ, বিশেষ নাট্য ব্যক্তিত্ব ও কবি), চঞ্চল কুমার

বাগ (প্রযোজক, দূরদর্শন কেন্দ্র, কলকাতা)। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনায় ছিলেন ঋতরশ্মির কর্ণধার বাচিক শিল্পী রশ্মি।

বিভিন্ন বয়সের ঋতরশ্মির বন্ধুরা তাদের আবৃত্তি উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে সারা সন্ধ্যেটুকু মাতিয়ে রাখে। বিশেষভাবে রিয়াংশির কণ্ঠে দেবেশ ঠাকুরের ভারতবর্ষ, অরণ্য ও অদৃজার মিষ্টি ছড়া এবং অনুষ্ঠানের শেষে শিল্পী রশ্মির কণ্ঠে সলিল চৌধুরীর শপথ কবিতা আবৃত্তিটি মনে রাখার মত। সমগ্র অনুষ্ঠানটিতে মিডিয়া পার্টনার ছিল আলিপুর বার্তা। সহযোগিতায় তাপস বালা ও সুমন্ত সাঁতরা মূল অনুষ্ঠানটির বিষয়বস্তু ছিল বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বিভিন্ন কবির কবিতা সংকলন যা অনুষ্ঠানের অন্য মাত্রা এনে দিয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কবি অসিত কুমার মণ্ডল ও রুমিয়া রায়চৌধুরী।

প্রায় ১২ ঘন্টার অধিক সময় ক্যানিংএর তালদি রাজুপুর সংলগ্ন রেললাইন লাগোয়া রাস্তার পাশে পড়েছিলেন সত্তর বছর বয়সের এক অজ্ঞাত পরিচয় বৃদ্ধ। শীতে কাঁপছিলেন। বাক্ শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। ইশারা করে কিছু বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা। এমন অসহায় ভাবে দীর্ঘক্ষণ পড়ে থাকলেও স্থানীয় মানুষজন উঁকি দিয়ে যে যার গন্তব্যে রওনা দেয়।সহযোগিতার হাত বাড়ায়নি কেউ। রাত সাতটা নাগাদ এলাকার তিন যুবক সুদীপ দাস, কৌশিক নস্কর ও অভিজিত মন্ডল ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে।সেখানে অপরিচিত বৃদ্ধের জন্য ঝামেলাও পোহাতে হয় তাদের বলে অভিযোগ। পরে অবশ্য ক্যানিং থানার পুলিশের হস্তক্ষেপে ওই বৃদ্ধের চিকিৎসা শুরু হয়। সুদীপ জানিয়েছেন 'সুস্থ করে ওই বৃদ্ধকে তাঁর বাড়িতে যাতে পৌঁছে দেওয়া যায় সেই ব্যবস্থা করবো।'

মানসিক ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের নিয়ে জগদ্ধাত্রী পুজো পরিক্রমা করলেন উত্তর চব্বিশ পরগনা নোয়াপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার পার্থসারথি মজুমদার। তাঁর উদ্যোগে মানসিক ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের নিয়ে নোয়াপাড়া থানার অন্তর্গত ইছাপুর, নবাবগঞ্জ বাদামতলা, কণ্ঠাদার বিভিন্ন জায়গায় জগদ্ধাত্রী প্রতিমা দর্শন ও মণ্ডপ দেখালেন। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের ও দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের সকালের টিফিন ও মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা করেন। এই সমগ্র পুজো পরিক্রমা ব্যবস্থাপনায় ছিলেন সঙ্গীতা মজুমদার, এছাড়া ছিলেন সভাপতি ডাক্তার আবির রায়, বিচারকের ভূমিকায় দন্ত চিকিৎসক সমরেশ মজুমদার, বিশিষ্ট নাট্যকার দীপক মিত্র, নোয়াপাড়া থানার সাব ইন্সপেক্টর তমাল দাস, সমাজ সেবক অরুণ নিয়োগী প্রমুখ। ছবি : বিষ্ণু চক্রবর্তী।

মাঙ্গলিকী

নাটক

ভাঁটা থিয়েটারে আসল জোয়ার

কৃষ্ণচন্দ্র দে

অল বেঙ্গল থিয়েটার ফেস্টিভ্যাল–২০২২।

আয়োজনে : ভাঁটা থিয়েটার কালচারাল অরগানাইজেশন

'মুক্তাঙ্গন আবার মেতে উঠলো থিয়েটার উৎসবে।'

সম্প্রতি মুক্তাঙ্গন রঙ্গালয়ে ভাঁটা থিয়েটার কালচারাল অরগানাইজেশন নভেম্বর ৪ তারিখ থেকে ৬ তারিখ ২০২২ অল বেঙ্গল থিয়েটার ফেস্টিভ্যাল ২০২২ আয়োজন করলেন। উৎসবটি পালিত হল সাড়ম্বরে। যতদূর জানি এই দলের কর্ণধার আশিস সরদার এবং প্রাণ প্রতিমা রুমা সিংহ। দক্ষিণ ২৪ পরগনার এই দলটি মাঝে মধ্যেই বিভিন্ন সময়ে কলকাতার বিভিন্ন মঞ্চে এই উৎসবের অবতারণা করে থাকে। এবারের অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিতদের তালিকায় ছিল একেবারে তারকা সমাবেশ।

আমন্ত্রিতদের তালিকায় ছিলেন রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়, সঞ্জীব সরকার, তপন দাস, উৎসব দাস এবং বিজয় মুখোপাধ্যায়। সকল আমন্ত্রিত ব্যক্তিত্বই উপস্থিত ছিলেন শুধু অসুস্থতার কারণে বিজয় মুখোপাধ্যায় উপস্থিত থাকতে পারেন নি। প্রদীপ প্রজ্বলন ও অতিথি বরণ করলেন যথাক্রমে আমন্ত্রিত অতিথিবর্গ এবং দলের সদস্যরা।

প্রথমে 'মলয় বাতাতে ভেসে যাব শুধু কুসুমের মধু করিব পান'– সঙ্গীত দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হল। সমগ্র অনুষ্ঠানটি দক্ষ হাতে সঞ্চালনা করলেন বিশ্বনাথ পাল। থিয়েলাভার্স এর ভর্গোনাথদার উপস্থিতি আমাকে অনেকটা চমকে দিয়েছে।

প্রথমেই রুমা সিংহ সকলকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে দলের পক্ষ থেকে কার্যবিবরণী ও সম্পাদকীয় পাঠ করলেন।

আশিস সরদার উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানালেন। বললেন চম্পাহাটি থিয়েটার দল নিয়ে অনেক নাটক করেছি। বিভিন্ন সময়ে উৎসব দাসের আমন্ত্রণেও নাটক করেছি। বক্তব্য দীর্ঘায়িত করার কোন অবকাশ নেই, বিশেষ কারণে আমাকে গ্রীন রুমে যেতে হচ্ছে। তাই বক্তব্য শেষ করছি।

সঞ্জীব সরকার বললেন নাটকের কোন অনুষ্ঠানে এলে ভিতরটায় বড় আলোড়ন হয়। এতোগুলো গুণী মানুষের সাথে একসঙ্গে বসা খুব উপভোগ করি। বড্ড ভালো লাগে, থিয়েটার কর্মীরা যখন কোন সম্মান দেয় তখন যে কি আনন্দ হয় তা বুঝিয়ে বলতে পারবো না। অনেকটা মায়ের হাতে ভাত খাওয়ার মতন। পরিশ্রম লড়াই ছাড়া কি নাটক হয়? প্রচারের অভাবে অনেকেই চাপা পড়ে যাচ্ছে। আসুন আমরা সবাই মিলে উৎসবকে সাফল্য করি।

ওদের পথচলা সুগম হোক। থিয়েটারের জয় হোক। অনেকদিন পর মুক্তাঙ্গণে একটা ভাল সন্ধ্যা কাটালাম।

উৎসব দাস বললেন– উপস্থিত

সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানাই। সঞ্জীব সরকারের প্রেমে পড়ে ছিলাম তার অভিনয় দেখে। প্রচারের আলোয় না আসার জন্য আমরা থিয়েটার কর্মীরা জানতে পরছি না কোথায় কি কাজ হচ্ছে। ফেসবুকে অনেকটা হচ্চে কিন্তু নাটকটা দেখে কেমন লাগলো সে কথা কেউ বলছি না। আমরা যদি সকলের সাথে থাকি তাহলে অনেকটা ভাল হয়। আমার দলকে সুযোগ দেবার জন্য ভাঁটা থিয়েটারকে ধন্যবাদ জানাই। থিয়েটারের জয় হোক। তপন দাস বললেন– আমি এমন একটি পরিবারের সদস্য যেখানে কেউ থিয়েটার ভালবাসে না। তারা শুধু ব্যবসা করবে রোজগার করবে। থিয়েটার নাটক করে কি হবে? ওটা হনুমানদের কাজ। আমি ৯০ সাল নাগাদ অভিনয়ে আসি সারা দেশ ঘুরে লন্ডনে গিয়েছিলাম, ওখানে ওয়ার্কশপে যোগদান করেছি। নাটক দেখুন নাট্যকর্মীদের সহযোগিতা করুন।

ভর্গোনাথ বললেন প্রত্যেককে আমার প্রণাম। থিয়েটারের লোকজন থিয়েটার দেখছে, কিন্তু দর্শক দরকার। সকলকে বলুন দর্শক এলে আমরা প্রাণ ভরে নিশ্বাস নিতে পারি। সকলের শুভ হোক। রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় বললেন– সকলকে শুভেচ্ছা। মঞ্চে যারা আছেন তাদের মধ্যে আমিই বয়োজ্যেষ্ঠ। দর্শক দেখে আমি হতাশ নই। আজ নেই ভবিষ্যতে হবে। থিয়েটারে আমরা কেন দর্শক আনতে পারলাম না আমাকে বড় ভাবায়। সারা পৃথিবী জুড়ে তীব্র অর্থনৈতিক ভারসাম্যকে নষ্ট করে দিয়েছে অতিমারি। দিশাহীন হয়ে পড়েছে আম জনতা। বাঁচার স্বপ্ন দেখতে ভুলে যাচ্ছে। অতিমারিকে কিভাবে গ্রহণ করবো সেটা ভাবার দরকার আছে। প্লেগ মহামরিতে সবচেয়ে কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সেক্সপিয়ার। তার ১২ বছরের সন্তান হ্যামলেট মারা যায়। কিন্তু তিনি হতাশায় ভঙে পড়েননি। হ্যামলেট নাটক তিনি অতিমারিতেই লিখেছিলেন। অতিমারি সব কিছু কেড়ে নেয় না। আমাদের মানুষের সাথে সংযোগ রক্ষা করে যেতেই হবে। আমাদের এই শিল্প সমবেত শিল্পকলা। স্টারডামটা নষ্ট করে দিতে হবে। থিয়েটারে নবযুগ আসবে বলে আমি বিশ্বাস করি। নীচুতলার মানুষ অনেক বেশি জীবনকে চেনে জানে। এই প্রসঙ্গে উপমা টেনে রাজা নাটকে দাসী সুরঙ্গমার কথা উল্লেখ করেন। নতুন করে জল সিঞ্চন করে থিয়েটারকে আবার জাগিয়ে তুলতে হবে। এরপরে তিনি ডাকঘরের অমল প্রসঙ্গ টেনে আনেন। ভাঁটা থিয়েটারের উৎসবের সাফল্য কামনা করি। নাটককে ভাল বাসতে হবে। ভালবেসে নাটক দেখতে হবে। এই জীবন্ত শিল্পকলা বেঁচে থাকবেই।

এরপরে 'ঘরে বাইরে' নাটক মঞ্চস্থ হয়। নারী জন্মের যন্ত্রণা হাহাকার নিয়ে মর্মস্পর্শী উপস্থাপনা। নিবেদিতা দাসের অভিনয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে। নিবেদিতা দক্ষ শিল্পী। নির্দেশনায় তপন দাস।

এরপর মঞ্চস্থ হয় মিউনাস প্রযোজিত উৎসব দাস নির্দেশিত নাটক 'অপেক্ষায়'। শিক্ষা ক্ষেত্রে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপকে কেন্দ্র করে রচিত অনুনাটক অপেক্ষায়। সামাজিক অবক্ষয়ের নাটক। পূর্ণ দৈর্ঘ্যের নাটক হওয়ার মতো মালমশলা যথেষ্ট মজুত ছিল। নাটকটি পাঁচ বছর আগের রচনা। বহুবার মঞ্চায়িতও হয়েছে এই আঙ্গিকেই। তবে যেটুকু দেখা গেছে তা এক কথায় হিমশৈলের চূড়া মাত্র। বাকিটা অনুমান করে নিতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়। বর্তমান মিডিয়ার দৌলতে। তবে আমি উৎসবকে বলবো নাটকটাকে পূর্ণ দৈর্ঘ্যের নাটকে রূপান্তরিত করার জন্য।

অভিনয় করলো দেবাশিস, মলয় এবং রত্না ধর। প্রত্যেকেই নিজের নিজের চরিত্র অনুযায়ী ভাল কাজের নমুনা রাখলো। অসুস্থ শরীর নিয়ে যেভাবে রত্না কাজ করে গেলো দর্শককে বুঝতেই দিল না ও শারীরিকভাবে নাটক করার মতো অবস্থায় নেই। এটাই নাট্যকর্মীর কমিটমেন্ট ও দায়বদ্ধতা।

৫ নভেম্বর প্রথমে অভিনীত হল সরস্বতী নাট্যশালা প্রযোজিত মোহিত চট্টোপাধ্যায় রচিত এবং জয়েশ ল নির্দেশিত নাটক 'কাল বা পরশু'। অনেক আগের রচনা হলেও এখানো বড়ই প্রাসঙ্গিক। ভাল উপস্থাপনা। এরপর অভিনীত হয় আশিস সরদার নির্দেশিত নাটক 'লাইফ অ্যান্ড ডেথ'। বর্ণময় প্রযোজনা। সামাজিক বার্তাবহ এবং মননশীল উপস্থাপনা। হ্যাটস অফ আশিস হ্যাটস অফ। সন্ধ্যা ৭–৩০ টায় অভিনীত হল নাট্যার্ঘ প্রযোজিত, দেবজিৎ ব্যানার্জী নির্দেশিত নাটক 'ইউ টিউবার'। মননশীল উপস্থাপনা। নতুন আঙ্গিক দেখতে ভাল লাগলো। ৬ নভেম্বর মোট তিনটি নাটক মঞ্চায়িত হয়। ৫–৩০ মিঃ অভিনিত হয় খড়দহ থিয়েটার জোন প্রযোজিত তপন দাস নির্দেশিত নাটক 'কাম ব্যাক বিনোদিনী'। বেশ ভালো উপস্থাপনা। ৬–৩০ মিঃ অভিনীত হয় সাউথ কোলকাতা শ্রাইন প্রযোজিত চন্দন সেন রচিত এবং অমিত ভট্টাচার্য নির্দেশিত নাটক 'বাচকলা'। ৭–৩০ মিঃ শেষ নাটক 'মানান সই' অভিনিত হল। রচনা রমা প্রসাদ বণিক, নির্দেশনায় ভাস্কর সান্যাল। পুরানো নাটক হলেও দেখতে ভালই লাগলো। ভাস্কর নিজেও বেশ ভাল অভিনয় করলো। গড়িয়া একত্রে বহুদিন ধরে বেশ কয়েকটি ভাল প্রযোজনা আমাদের উপহার দিয়েছে। উপসংহারে একটা কথা বলছি ভাঁটা থিয়েটার–এর সাথে বেশ কিছু গুণী মানুষ আছেন। রুমা সিংহের ভাগ্য ভালই বলতে হবে। এদের সাথে নিয়ে চললে রুমার ভালই হবে আশা রাখছি। রুমা নিজেও একজন দক্ষ শিল্পী। সুতরাং ওর এগিয়ে চলার পথটা অনেকটাই সুগম। নিজের উপর আস্থা রেখে রুমা এগিয়ে যাবেই এটা আমার বিশ্বাস। রুমাকে জানাই উষ্ণ অভিনন্দন। এটা ওর প্রাপ্য।

'জটার দেউল' নিয়ে বই প্রকাশ

অর্ঘ্য রায় : ডায়মন্ডহারবার প্রেস কর্নারে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হলো সুন্দরবনের বিশিষ্ট প্রত্ন গবেষক দেবীশঙ্কর মিদ্যার 'জটার দেউল লোককথা ও প্রত্নতত্ত্ব' বইটি। প্যারালাল নামক প্রকাশনা সংস্থার হাত ধরে প্রকাশিত এই বইটিতে উঠে এসেছে হাজার বছরের প্রাচীন জটারদেউল ও মাটির তলায় চাপা পড়ে থাকা আস্ত নগরীর কথা। রবিবার ডায়মন্ড হারবার প্রেস কর্নারে বইটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয়। বইটি প্রকাশ করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড: রুপেন্দু কুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডায়মন্ডহারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধক ড: সাইদুর রহমান। এ দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডায়মন্ড হারবারের মহকুমা শাসক অঞ্জন ঘোষ, ডায়মন্ড হারবার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক মিতুন কুমার দে, কবি ও গবেষক চন্দন মিত্র সহ প্রমুখ ব্যক্তিরা।

ডায়মন্ডহারবার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক মিতুন কুমার দে বইটি সম্বন্ধে বলেন, বইটির মধ্যে যেমন রয়েছে প্রত্নতত্ত্ব,তেমন রয়েছে লোক কথা। সেই সঙ্গে নদীর গতিপথ পরিবর্তন হলো অর্থাৎ ভৌগলিক আবহ সেটাও রয়েছে। তাই বইটি পড়ে কখনো পাঠক একঘেয়েমি বোধ করবে না।

বইটির লেখক প্রত্ন গবেষক দেবীশঙ্কর মিদ্যা বলেন, প্রাচীন জটার দেউলের আশেপাশে পাওয়া বিভিন্ন প্রত্ন সামগ্রী ও আশেপাশের লোক গল্পগুলোকে একত্রিত করে বইটিকে সাজানোর চেষ্টা করছি। সেইসঙ্গে এখানকার মানুষ যারা ছিল তারা কেমন ছিল তাদের রীতি–নীতি ,আচার–আচরণ বার–

ব্রত, পুজো–পার্বণ এবং তার সঙ্গে বর্তমান যারা রয়েছে তাদের রীতি–নীতির ও প্রাচীন ওই সামগ্রী গুলির সঙ্গে কোনও সামঞ্জস্য রয়েছে কিনা তা বলার চেষ্টা করা হয়েছে বইটিতে। এবং বইটি পড়ে পাঠকের অবশ্যই ভালো লাগবে সেইসঙ্গে সুন্দরবনের প্রাচীন প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানতে পারবেন বলে আশাবাদী দেবীশঙ্কর মিদ্যা।

ডায়মন্ড হারবার প্রেস কর্নারের সভাপতি কিংশুক ভট্টাচার্য বলেন বিভিন্ন সময় ডায়মন্ড হারবার প্রেস কর্নার এই ধরনের সেবামূলক কাজকর্মের আয়োজন করে থাকে, এই ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করতে পেরে। সেই সঙ্গে এরূপ বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে ডায়মন্ড হারবার প্রেস কর্নারকে সাক্ষী রাখার জন্য লেখক, প্রকাশনী সংস্থা ও আগত গুণীজনদের প্রেস কর্নারের পক্ষ থেকে ধন্যবাদও জানান তিনি।

শিশু সাহিত্য উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবিবার গাছে জল দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সাহিত্য মঞ্চের পরিচালনায় শিশু সাহিত্য উৎসবের সূচনা করলেন প্রাক্তন কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী ও চেয়ারম্যান পুর্ণেন্দু বসু। এরপর গাছটিকে দত্তক নেন ডঃ সুজিত কুমার বিশ্বাস। রাজা রামমোহন সভাগৃহে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দুই বছরের শিশু অক্ষয় কর্মকার। অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন সাহিত্যিক রাজীব শ্রাবণ, প্রধান অতিথি ছিলেন পৃথ্বীরাজ সেন। আরও ছিলেন কবি অংশুমান চক্রবর্তী, সংগঠনের সদস্য সৈকত খাঁড়া, কবি আব্দুল করিম প্রমুখরা। হাজির ছিলেন এপার এবং ওপার বাংলার নামী কবি সাহিত্যিকরাও। প্রত্যেক অতিথিবর্গদের উত্তরীয়, লজেন্সের ডালা, বেবি সোপিস ও হাতে আঁকা জওহরলাল নেহেরুর ছবি তুলে দেওয়া হয়। শিশুরাই দেশের ভবিষ্যৎ– এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা

হয়। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন রাখী কর্মকার। পাশে থাকেন খেয়ালী মনের সদস্যরা। এই সংগঠনের কর্ণধার চন্দ্রনাথ বসু। শীতের দুপুরে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান উপহার দিল সংস্থা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠভাবে সঞ্চালিকায় ছিলেন মধুমিতা ধৃত।

কবিতা

মুক্ত বিহঙ্গ
ইলা দাস

সকালের স্নিগ্ধ নিঃশ্বাসে
ভোরের আকাশে মুক্ত বিহঙ্গ
বেড়িহীন পায়ে উড়ে চলে ...
নির্মল বাতাসে উচ্ছ্বসিত ওরা
ওদের মত।
সোচ্চারে বোল তুলেছে দিনভর,
তারই মাঝে
খুশীর ঘুড়ি আমার
সুন্দরের নহবত চায়।
(পাটুলি, কলকাতা–৭০)

নির্লিপ্ত বিকেলের গান
অভিনন্দন মাইতি

নির্লিপ্ত বিকেলের গান ফিরে এলে
বাতাস আরো মধুর হয়,
নিরিবিলি হোক এক–একটা প্রহর।
বুকের পাশে লেখা হয় মায়াকথা।
নিবিড় দিনের পালা ফিরে এলে
পাখি একটানা ধরে রাখে বোল।
কোকিল হতে সাধ জাগে
ঢিল ছুঁড়ে পুকুরে ওঠা ঢেউ
মিশে যায় জীবনে
টানে টানে ফিরে আসে দিন
তাকে সেই মায়া বলে জড়াই বুকে
একনাগাড়ে বাজতে থাকে গান।
(হরেন্দ্রনগর, কাকদ্বীপ, দঃ২৪ পরগণা)

হাত
ভীমচন্দ্র ঘোষ

ফিরে আসছি হলুদ কাঁপা দেহে
হৃদয়ে বেঁচে আছি, ভূত ভুবনের মাঠে।
সাত চার কুঠিরে, মায়ার বন্ধনে,
চর্চার ধ্যানে, আত্মার প্রতিফলনে আমি।
কেলে ভিটে ছেড়ে দিয়েছি কবে।
হাত দুটি ছুঁয়ে যাই বিস্তারিত শাখায় প্রশাখায়,
রক্ত খননে মাটিতে, সেই বীজ সেই গাছ।
(শতল, কলসা, দঃ২৪ পরগণা)

সচেতন
গণপতি বন্দ্যোপাধ্যায়

জঞ্জাল সাফ করো, হও সচেতন
ভালো হবে সবাকার, ভালো হবে মন।
বিষাক্ত গ্যাস বন্ধ করো, কমবে দূষণ
অক্সিজেন ভালো পাবে, কেটোনা কো বন।
মিলেমিশে থাক সব, হবে সুখের জীবন।
(সারেঙ্গা, বাঁকুড়া)

পরিবেশ দূষণের ক্যানভাসে
ইলা দাস

গাছগাছালির সমারোহ সেরকম নেই
পৃথিবী উষ্ণতর থেকে
উষ্ণতমের দিকে পা বাড়িয়েছে।
প্রকৃতি তার বার্দ্ধক্যে
পরিবেশে জীবাণু ছড়াচ্ছে আর বেশী
বড় বড় অট্টালিকাগুলো বাধা দিচ্ছে
প্রকৃতির সাধারণ নিয়মগুলো–কে।
উষ্ণতম হওয়ার জন্য –
পরিবেশ হয়ে উঠেছে আরও অশুদ্ধ।
সাথে দানবদের তপ্ত নিঃশ্বাস
আমাদের করে তুলেছে বীতশ্রদ্ধ,
আমরা হারিয়ে ফেলেছি কর্তব্যজ্ঞান –
দূষণের আওতা থেকে
বেরোতে পারবো কি কোনদিন ?
(রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া – ১)

গঙ্গা দূষণ
অভিক ভাণ্ডারী

গঙ্গা দূষণ, গঙ্গা দূষণ বলছি সবাই মিটিং করে
পথের মাঝে তরঙ্গিয়ে হোর্ডিং, দিচ্ছি কতই
বক্তৃতা।
কিন্তু সবাই চুপি কলে দূষণ করছি গঙ্গা–মাকে
পরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে হচ্ছি সাধু রোজ
পথের ধারের খাত গুলোকে ভরছি মাটি ফেলে
তার উপরে দোকান বাড়ি রমরমিয়ে চলে
নদী পাশের কারখানা সব ফেলছে তাদের বর্জ
মন্ত্রীরা তো সবাই জানেন, তবু দেখেন নাকো
কিছু
গঙ্গা মায়ের ছবি নিয়ে চলছে পথে সভা
ভূরিভোজও চলছে সেথা, সমাধান তাই বৃথা।
(খোর্দ, কামারপোল, দঃ২৪ পরগণা)

মরণের পারে
কানাইলাল সাহু

জীবনের সুখ খুঁজিতে গিয়া
জীবনের সুখ নাশা
সারাবেলা সাগরের পারে,
কুড়ালাম কত নুড়ি।
নানারঙের শামুক ভারে
বোঝাই হল ঝুড়ি।
মরণের পারে, প্রখর তাপে পুড়ি
ঢেউএর দেল, তুলিল রোল,
অকুল তল জুড়ি।
(দীনেশ পল্লী, কলকাতা – ৯৩)

হিংসা
স্বপন দত্ত

হিংসা করিস না, আমার ছেলে
বেশীর ভাগ থাকে জেলে
কারণ, সাহসী মোটেই নয়, ভয় পায় বলে !
অশান্তি বিবাদ নাই, নিরাপদে থাকে
শুনে হিংসায় জ্বলছে মন, ছেলে আছে সুখে।
ঘরের ছেলে বাইরে থাকলে বদলে যায় স্বভাব
ভাল ভাল লোকের সাথে বাছার কত ভাব !
হিংসা নয়, চেষ্টা কর, ছেলের মত হতে পারবে
ভয় নাই নিরাপদে থাকে, শিক্ষা অল্প হলে
চলবে।
ছেলে যখন ঘরে ফেরে, অনেকে করে টিটকারী
মন্দ দিক দেখে সবাই, ভূ–ভারতে এমন ছেলের
নাই জুড়ি।
(আকুল সাঁড়া, সোনাপেতা, পশ্চিম মেদিনীপুর)

এ কোন বিভীষিকা
সীতারাম ভকত

অতিমারী বিভীষিকা এখনো হয়নি শেষ
একরাশ অন্ধকার এখনও তোমার বুকের উপর
কঠিন পাথরের মতো তুমি
নিঃশ্বাস নিতে পারছো না
মাথার উপর একটা ভয়ঙ্কর কালো আকাশ
এখনও হিংস্র শ্বাপদের মতো
থাবা উঁচিয়ে বসে আছে
তোমাকেই সরাতে হবে এই পাথরটাকে
যে ভাবেই হোক –
ওই ভয়ানক আকাশকে শান্ত গলায় জানিয়ে দাও
তুমি ভয় পাও নি।
উষর মৃত্তিকা তো অবাধ্য হতেই পারে,
যদি তুমি ফসল ফলাতে না পারো
যদি তুমি বৃষ্টি আনার মন্ত্র ভুলে যাও
তোমার দেশ হবে মরুভূমি
উদাস হয়ে থেকো না – মানুষের হাত ধরো
সে যে তোমায় কিছু বলতে চায়।
(সারেঙ্গা, বাঁকুড়া)

তোমাকে ভুলে গেলেই
তপন কুমার দাস

আমি যতক্ষণ তোমার কথা ভাবি
ততক্ষণ আমি ভীষণ ভালো থাকি
তোমাকে ভুলে গেলেই
আমার তিনদিন ঘুম নষ্ট।
(বালিয়াডাঙ্গা, চাকদহ, নদীয়া)

অজুহাত
কামাক্ষ্যারঞ্জন দাস

অজুহাত দুর্বল চিত্ত
সংসারে তুমি যেন ভৃত্য
মানের মধ্যে অসত ভাবনা
সবাই অশুভ সেটাও ঠিক না।
মাঝে মধ্যে সুস্থ থাক
এতে প্রমাণ শুভ না–ক
তোমার শিক্ষা কোথা স্থান,
মনের মধ্যে অতি অজ্ঞান।
(বড়িশা, কলকাতা –৮)

বকুল কথাশ্বাস
পার্থ সারথী সরকার

ইটের জালে একলা বকুল
তাকায় মাঠের দিকে
ঘরের কোণ মাথা নুইয়ে
ব্যাথাটা তার ঠোঁকে
সদ্য ফোটা মুকুল ঝরে
হলুদ হওয়া ঘাসে,
খেলার মাঠটা হারিয়ে গেছে
বহুতলের গ্রাসে।
(হরিদেবপুর, কল–৮২)

অতীন্দ্রীয়
বিশ্বনাথ অধিকারী

প্রেম তুমি বনের পাখী হও
পুকুরের মাছ হও
সাগরের অতীন্দ্রীয় ঝিনুক হও
পার্বত্য–বিছা হও
আভাষে যারা বুঝতে পারে
শাখার আন্দোলনে ঝড়ের বারতা,
জলকম্পনে যাদের ওঠে নাভিশ্বাস,
অশনি সংকেত দেখে, বোঝে জলোচ্ছ্বাস
নীলাকাশেও খুঁজে পায়, অনিষ্টের অবকাশ।

কেঁদোনা প্রিয়, সর্বনাশের পরে।
(হালতু, কলকাতা – ৭৮)

নববধূর ভাবনা
রাজেশ মণ্ডল

জীবন পরের ঘরে যেতে হবে
একদিন মাগো আমায়
কেঁদে তুমি বুক ভাসাবে
খুঁজবো শুধু তোমায়।
নূতন গৃহে থাকবো মাগো
তোমায় ছেড়ে আমি,
অন্য ঘরের বধূ হলাম
আশীর্বাদ করো তুমি।
(বিদুপাড়া, সোমপাড়া, মুর্শিদাবাদ)

পশুদের চিঠি
রতন নস্কর

আমাদের রাঙাবাবু ছোট একরত্তি
বলে কাকা শুনে যাও ঘটনাটা সত্যি।
পশুরাজ সিংহের ভালো নেই চিত্ত
ভেবে ভেবে তার নাকি বেড়ে গেছে পিত্ত।
দিনদিন খাবারের সন্ধান কমছে
মানুষের উপরেই রাগ যতো জমছে।
বাঘ হাতি বানরেরা পায় বড় কষ্ট
মানুষেরা গাছ কেটে বন করে নষ্ট।
সব্বাই মিলে তারা চিঠিখানা দিচ্ছে
জানবেই মানুষের কিরকম ইচ্ছে।
(বোসপাড়া, সরিষা, দঃ২৪ পরগণা)

সে কী দেশদ্রোহী ?
সুজিত দেবনাথ

হাড়িকাঠে মাথা দিয়ে ব্যা ব্যা করে যাই
পোষাক বদলাতে প্রদীপের তলায়
রোজ নিয়মের যাঁতাকলে।
নিত্যদিনের লড়াই, সুখ খেলাঘর ভাঙে
বিভক্ত রক্ত রক্তপাতে।
পিপাসিত মন অবিরত গরল চুমুকে –
একটু একটু করে পাপের রাজ্যে কোণঠাসা

স্বপ্ন ফেরিতে বেড়ি ! হলনা স্বপ্ন ছোঁয়া ...
জীবনের শেষ প্রান্তেও সু দিশা কলঙ্কিত।
দেশ জাতিকে ভুল বোঝায় –
স্বার্থান্বেষী কপট দিশায়।

কর্ম মারা গেছে নেতাজীর লক্ষ্যে
জ্বলন্ত অনল বাক্য বোমা রেখে।
(নেতাজীনগর, কল–৪০)

রূপসা
মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল

রূপসার ঘোলা জলে কত না রূপালী মাছ খেলা করে
এখানে নীরবে।
কত না জীবন জীবিকা নির্ভর করে
জীবন ঘুলিয়ে তরু ছায়া কাঁপে সে জলে
পরিধি বাড়ায় ক্রমশ কেঁপে কেঁপে
সুখ–দুঃখের হাসি–কান্নার স্রোতে ভেসে
ডিঙি বায় এক কিশোর রূপসার জলে
আলো ছায়ার খেলাতে কখনও কখনও শরীর ঢাকে
সে ছায়ার গভীরে।
তোলপাড় করে কত কথা হৃদয়ে, যা একদিন গেছে
মরে।
কখনও শান্ত, কখনও অশান্ত রূপ বদল স্রোতের
ছন্দে,
মোহনার তটভূমিতে করে তোলে সে রূপবতী
নিজেকে।
চিক্ চিক্ করে জ্যোৎস্নার আলোয় জীবন রূপকথার
স্রোতে
ছলাৎ ছলাৎ শব্দে নুপুরের ধ্বনি বাজে
আছড়ে পড়ে দু–কূলে।
বেলার শেষে শান্তির বাতাস এসে লাগে
কত প্রাণে প্রাণে দেয় দোলা নীরবে।
নববধূর কলসী কাঁখে পথের বাঁকে
কত পদচিহ্ন ছড়ানো সে জীবন তটে।
লুকিয়ে দেখা সে জীবন ছায়াবীথি তলে
খেলাঘর গড়তে এসে জীবনারণ্যে হারিয়ে নিজেকে
পাখীর কুজনে নীল দিগন্তে
তবু প্রতিদিন বনফুল ফোটে দুপাড়ে
সে জীবন জীবনের জন্যে, প্রকৃতির বুকে চোখ মেলে
কাজল ঘাটা আঁধারে ঝিঁ ঝিঁর শব্দে জোনাকীরা জ্বলে
আর নেভে
এক কিশোর ভাসায় ডিঙা ভোরের ভাটিয়ালী সুরে,
জীবন আসে লালনের গানে, আবার তার প্রতিচ্ছবি
পড়ে
রূপসার ঘোলা জলে।
যারা আছে যারা চলে গেছে, তারা কি আসবে
ফিরে?
নিত্য নতুন কলি ফুটিয়ে, কত অতিথি আসে
এ নদীর কিনারে কিনারে পান্থশালা গড়ে।

প্রতি মাসের একটি সংখ্যায় মাঙ্গলিকীর পাতায় আমরা কবিতা, ছড়া, অণু গল্প প্রকাশের আয়োজন করেছি। কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। প্রতিটা রচনার শেষে প্রতিবার অবশ্যই ঠিকানা লিখুন। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। সুকুমার মণ্ডল, বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১ / 9903835611

প্রীতি ফুটবল টুর্ণামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : ক্যানিং মহকুমা পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে এক সম্প্রীতি ফুটবল ম্যাচ আয়োজন করা হয়। রবিবার বিকালে ফুটবল ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয় ক্যানিং স্পোর্টস কমপ্লেক্স ময়দানে। অংশ গ্রহন করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী একাদশ বনাম ক্যানিং মহকুমা পুলিশ একাদশ।

নির্ধারিত সময়ে ক্যানিং মহকুমা পুলিশ একাদশ ৫ টি গোল করে।ক্যানিং মহকুমা পুলিশ আধিকারীক দিবাকর দাস দুটি গোল করেন। অপর তিনটি গোল করেন ক্যানিং ট্রাফিক ওসি দেবপ্রসাদ সরদার,জীবনতলা থানার ওসি সমরেশ ঘোষ। এদিন এই বন্ধুত্বপূর্ণ ফুটবল ম্যাচ দেখার জন্য প্রচুর ফুটবল প্রেমী দর্শক হাজির হয়েছিলেন স্পোর্টস কমপ্লেক্স ময়দানে।ম্যাচের সেরা গোলকিপার হয়েছেন ক্যানিং থানার আইসি সৌগত ঘোষ। সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন ক্যানিং ট্রাফিক ওসি দেবপ্রসাদ সরদার। খেলা শেষে জয়ী ক্যানিং মহকুমা পুলিশ একাদশের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

শিশু–দি–বস অহনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : হ্যাপকিডো ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া আয়োজিত ওয়েষ্ট বেঙ্গল স্টেট হ্যাপকিডো চ্যামপিয়ানশিপে' বেহালার শকুন্তলা পার্কের বাসিন্দা মহেশতলার সাইনি ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে'র ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী অহনা চট্টোপাধ্যায় তৃতীয় স্থান অধিকার করে। ওর গ্রুপে মোট ১২ জন প্রতিযোগী ছিল। ফেডারেশনের সভাপতি হান্সলি প্রসেনজিৎ সেন বলেন, অহনা চার বছর বয়স থেকে প্রথমে স্কুলে শিখত তারপর যোগ দেয় গুরু শিহম অ্যানটনি হালদারে। তারপর থেকে ইন্টারনেশনাল চ্যামপিয়নশিপে ব্রোঞ্জ জেতে। ওই প্রতিযোগিতায়

প্রতিযোগিরা এসেছিলেন নেপাল, চিন, মালয়েশিয়া থেকে। অহনা এর আগে ইন্টার স্কুল চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা পায়। প্রথম ফেডারেশন কাপ জিতে ছিল ছ'বছর বয়সে। শিলিগুড়ির ডিপিএস স্কুলে হয়েছিল প্রতিযোগিতাটি। তাতে অহনা ব্রোঞ্জ মেডেল অর্জন করে। অহনা 'ন্যাশনাল হ্যাপকিডো চ্যাম্পিয়নে' অংশ নেওয়ার জন্য নির্বাচিত হয়েছে।

অহনা এখন ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে। সায়েন্স, ইংলিশ, ম্যাথামেটিক্স ও রোবোটিক্স বিষয় গুলি খুব ভালোবাসে। রোবোটিক্স শেখে যাদবপুরে। 'সাইনি ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে' পড়াশোনার সঙ্গে নাচ, গান, আর্চারি, ক্যারাটে। অহনা ভারত স্কাউট অ্যান্ড গাইডস্ – এর একজন গর্বিত সদস্য।

আন্তঃ স্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ কলকাতার দি নিউ হোলি চাইল্ড স্কুল। প্রথম দিন খেলার সূচনা করেন প্রখ্যাত ফুটবলার আখতার, প্রখ্যাত ফুটবলার এবং

প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল ১২ নভেম্বর ২০২২। ১৭০ জনের বেশি ছাত্র ছাত্রীরা এই প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিল, ৭২ জন ছাত্র অংশগ্রহণ করে। দু'দিনের এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে তিলজলা হাইস্কুল, সিলভার পয়েন্ট স্কুল, ডিরোজিও চিলড্রেন্স আকাদেমি, দ্য ক্যালকাটা ইনম্যানুয়েল স্কুল, ক্যানডিড আকাদেমি, আর এন সিং মেমোরিয়াল স্কুল, সারদা এডুকেয়ার এবং দি নিউ হোলি চাইল্ড স্কুল। প্রথম দিন খেলার সূচনা করেন প্রখ্যাত ফুটবলার আখতার, প্রখ্যাত ফুটবলার এবং আইএসএলের ভাষ্যকার সৌমিত্র চ্যাটার্জী, ক্যারাটে মাস্টার ও রাষ্ট্রীয় গৌরব সম্মান প্রাপক অরিত্রি দে, নেহেরু যুব কেন্দ্র দক্ষিণ কলকাতার আধিকারিক অন্তরা চক্রবর্তী এবং কসবা থানার অফিসার ইন চার্জ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রত্যেকটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক সহ অন্যান্যরা। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে তিলজলা হাই স্কুল, দ্বিতীয় অর্জন করেছে ক্যালকাটা ইনম্যানুয়েল স্কুল এবং তৃতীয় স্থানে ছিল দি নিউ হোলি চাইল্ড স্কুল।

পুলিশের উদ্যোগে প্রীতি ফুটবল

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজনৈতিক হানাহানির কারণে প্রতিনিয়ত বাসন্তী ব্লকের সাধারণ মানুষের ঘুম ভাঙে বোমা–গুলির আওয়াজে। বাসন্তী প্রতিনিয়ত অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে।প্রতি মুহূর্তে সংবাদের শিরোনামে উঠে আসে বাসন্তী। এলাকার মানুষ চায় শান্তি। সেই বাসন্তী ব্লকে শান্তি ফেরানো লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কোমর বেঁধে মাঠে নেমে পড়ে পুলিশ প্রশাসন। শুরু হয় সাধারণ মানুষের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার কাজ। সেই লক্ষ্যে পুলিশের পক্ষ থেকে শুরু হয় সম্পর্ক' অভিযান। সম্পর্ক অভিযানে সামান্যতম সাফল্য আসলেও বাসন্তী ব্লক রয়েই যায় সেই তিমিরে। খাদের কিনারা থেকে বাসন্তী ব্লকে শান্তির পরিবেশ তৈরীর

বার্তা দিতে এবার বারুইপুর জেলা পুলিশের অধিনস্ত বাসন্তী থানার পুলিশের পক্ষ থেকে এক প্রীতি ফুটবল টুর্ণামেন্টের আয়োজন করা হয়। অংশ গ্রহণ করে বাসন্তী থানা একাদশ বনাম চুনাখালি পঞ্চায়েত একাদশ। এদিন ফুটবল টুর্ণামেন্টের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন ক্যানিং মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দিবাকর দাস। উপস্থিত ছিলেন আইপিএস রসপ্রীত সিং, ক্যানিং থানার আইসি সৌগত ঘোষ, বাসন্তী থানার আইসি দুর্গাপ্রসাদ মজুমদার, সিআই বিমল মন্ডল, জীবনতলা থানার ওসি সমরেশ ঘোষ, ক্যানিং ট্রাফিক ওসি দেবপ্রসাদ সরদার, ক্যানিং মহিলা থানার ওসি তনুশ্রী মন্ডল, সমাজসেবী তথা শিক্ষারত্ন শিক্ষক নিমাই মালি, মাজেদ মোল্লা, নুরুল হুদা খান, অরবিন্দু নস্কর, চুনাখালি পঞ্চায়েত প্রধান দিপালী বৈরাগী, চুনাখালি পঞ্চায়েত উপপ্রধান নরেশ চন্দ্র নস্কর, বাসন্তী পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি শিবানী বর, সমাজসেবী অমৃত সরকার অরুণ মন্ডল সহ এলাকার একাধিক বিশিষ্টরা। এদিন প্রীতি ফুটবল টুর্ণামেন্টে চুনাখালি পঞ্চায়েত একাদশ ৩ –০ গোলে বাসন্তী থানা একাদশকে পরাজিত করে জয়লাভ করে। ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন জয়ী দলের বিমল মাঝি।

হাডুডু প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রতি বছরের ন্যায় ক্যানিংয়ের দিঘীরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঝেরপাড়া সমাজ কল্যাণ সংঘের উদ্যোগে আয়োজিত হয় হা–ডু–ডু প্রতিযোগিতা। জেলার বিভিন্ন প্রান্তের ২০টি দল এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে।১২ তম বর্ষের হা–ডু–ডু প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস। অন্যান্য বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাতলা ২ পঞ্চায়েত প্রধান উত্তম দাস,ক্যানিং ১ ব্লক যুব তৃণমূল সভাপতি অরিত্র বসু, শিক্ষক আবুল হাসান মোল্লা,আবু সালমা সরদার,আরাফত সরদার,আবুকালাম সরদার,সাহেব আলি সরদার সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা। তিন দিনের এই প্রতিযোগিতার ফাইনালে মাঝেরপাড়া সৈদুল পিয়াদা ১৫–১২ পয়েন্যে পরাজিত করে শিবনগর বালক সংঘ। জয়ী ও বিজয়ী দলের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে।

পরেশরাম দাস বলেন, 'হা–ডু–ডু আমাদের জাতীয় খেলা। গ্রাম বাংলায় কবাডি নামে পরিচিত। বর্তমানে ফুটবল,ক্রিকেট খেলার জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। যার ফলে হা–ডু–ডু খেলা হারিয়ে যেতে বসেছে। আগামী দিনে হা–ডু–ডু খেলা যাতে করে সর্বত্র জনপ্রিয়তা অর্জন করে সেই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে মাঝেরপাড়া সমাজ কল্যাণ সংঘ। তাদের প্রচেষ্টা কে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

জানা–অজানা সফরে

চলুন ঘুরে আসি বাঁশবেড়িয়া কার্তিক পুজোয়

অশোক গঙ্গোপাধ্যায়

''পরিপাটি বংশবাটী স্থান মনোহর
যে দিকে তাকাই দেখি সকলি সুন্দর''

কালিদাসের 'রঘুবংশ' কাব্য থেকে দীনবন্ধু মিত্রের 'সুরধুনী কাব্য', পেরিপ্লাসের বর্ণনায় গঙ্গে বন্দরের সৌন্দর্য্য সত্যই অসাধারণ। সেদিনের সেই কর্মচঞ্চল বাণিজ্য কেন্দ্র ও আজকের ত্রিবেণী সঙ্গমের তীর্থ ভূমি বাঁশবেড়িয়া ও ত্রিবেণী কালের চিহ্ন বাঁচিয়ে আজো বেঁচে আছে ধোয়ীর 'পবনদূত' থেকে কালকূটের 'মুক্তবেণীর উজানে'। বিষ্ণু, শৈব, সৌর, শাক্ত সাধনার অন্যতম পীঠ ভূমি কার্তিক সংক্রান্তির দিন থেকে অগ্রহায়ণের প্রথম তিনটি দিন মেতে ওঠেন কার্তিক পূজার উৎসবে। নামেই কার্তিক পূজা – মহাদেব, নটরাজ, গরূঢ়, ভারতমাতা, নারায়ণ, গণপতি,

জামাই কার্তিক

মিলনপল্লিতে গুজরাটের স্বামী নারয়ণ মন্দির

শ্রীকৃষ্ণ থেকে শুরু করে স্বর্গের সকল দেবতারা নানা রূপে নানা ভাবে হাজির হন বাঁশবেড়িয়ায়। সত্য কথা বলতে এমন বৈচিত্রময় উৎসব ভারতবর্ষে আর কোথাও হয় বলে জানা নেই। ছোট বড় মিলিয়ে দুই শতাধিক প্রতিমা প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে বিরাজমান– দেখতে দেখতে শরীরের ক্লান্তি আসলেও চোখের ক্লান্তি বা একঘেয়েমি আসবে না– প্রতিমা বৈচিত্রের কারণে। গত দুবছর মহামারী কোভিডের কারণে সামাজিক দূরত্ব পালনের জন্য উৎসব ও শোভাযাত্রায় ভাঁটা পড়েছিল– এবার পূর্ণোদ্যমে– সমস্ত বারোয়ারী তাদের উৎসবের ডালি নিয়ে সাধারণের মনোরঞ্জনে হাজির। প্রতিটি বারোয়ারী বা ক্লাবগুলিতে নানা ভাবনার ছড়াছড়ি– কোথাও বুর্জ খলিফা তো কোথাও ইতালীর পিতার টাওয়ার– কোথাও বা ম্যানগ্রোভ অরণ্য– কোথাও লোক আঙ্গিক, কোথাও আবার শতবর্ষে সত্যজিৎ। মানুষ মোহিত হয়ে দেখে। এরপর শোভাযাত্রা। সেখানেও নানা বৈচিত্র। ঘোড়ার

কিশোর সংঘের প্রতিমা

সুতোর কাজে মণ্ডপে মোবাইল আগ্রাসনের বার্তা

গাড়ি (ফিটন) থেকে রথ, পাল্কী, নানান কলকাতার পেশাদার ব্যান্ড, তাসা, কুরকুরে তাসা, জয়ঢাক, ক্লাব ব্যান্ড এর সাথে চন্দননগরের বিশ্ব বিখ্যাত আলোকমালার প্রদর্শনী বিস্মিত হয়ে

রামকৃষ্ণ সংঘে গুজরাটের লক্ষ্মী ভিলা প্যালেস

দেখতে হয়। কার্তিক কাঁসারী উদ্‌গেরে। তিন নিয়ে 'বাঁশবেড়ে' প্রবাদটি সার্থক হয়ে ওঠে। শিল্পনগরী বাঁশবেড়িয়া বাংলার সংস্কৃতির ধ্বজাকে উর্দ্ধে তুলে ধরে– সকলকে রাঙিয়ে দেয় হৈমন্তী সন্ধ্যায়– আপামর আবাল বৃদ্ধ বণিতা দৈনন্দিন জীবন যন্ত্রণা ভুলে শামিল হয় প্রাণের উৎসবে।

কীভাবে যেতে হয়

কালনা–কাটোয়া লাইনে হাওড়া থেকে ব্যান্ডেলের পরের স্টেশন বাঁশবেড়িয়া। এলাকা ঘুরে দেখার জন্য অটো এবং টোটো। গাড়িতে সরাসরি দ্বিতীয় হুগলি সেতু ধরে দিল্লি রোড হয়ে বৈদ্যবাটী চৌমাথা থেকে ডানদিকে জিটি রোড ধরলেই চাপদানি ভদ্রেশ্বর চন্দননগর পেরোলেই বাঁশবেড়িয়া।

হংসেশ্বরী মন্দির

দেবী হংসেশ্বরী

বাঁশবেড়িয়ার মূল আকর্ষণ শুধু কার্তিক পুজো নয়

মলয় সুর : এখানে রয়েছে প্রাচীন ঐতিহ্য মণ্ডিত দেবী হংসেশ্বরী মন্দির এবং প্রাচীন টেরাকোটার নিদর্শন। ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে বাঁশবেড়িয়ায় রাজা নৃসিংহদেব রায় এই মন্দির তৈরির কাজ শুরু করেন। বর্তমান বংশধর রয়েছেন চন্দনদেব রায়। এক সময় তন্ত্রসাধনার শিক্ষা গ্রহণের জন্য কাশীতে গুরুদেবের কাছে গিয়েছিলেন রাজা নৃসিংহদেব রায়। সেখানেই রাজা স্বপ্নাদেশ পেয়ে নৌকায় পাথর বোঝাই করে জলপথে বাঁশবেড়িয়া ফিরে আসেন। এরপর স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী ওই পাথর দিয়েই এই হংসেশ্বরী কালী মন্দির তৈরির কাজ শুরু করেন। কাশী থেকে মন্দির গড়ার জন্য তিনি সঙ্গে করে রাজমিস্ত্রী নিয়ে এসেছিলেন। তারাই এই মন্দির তৈরির কাজে হাত লাগান। এরই পাশাপাশি কাশী থেকে যে নিম কাঠ নিয়ে এসেছিলেন সেই কাঠ দিয়ে মায়ের শান্ত এক মূর্তি গড়া হয়। কিন্তু এই মন্দির তৈরির কাজ চলাকালীন তাঁর মৃত্যু হয়। এরপর তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী রাণি শঙ্করী সেই অসমাপ্ত মন্দির তৈরির কাজ সম্পূর্ণ করেন ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে। এই মন্দিরের গর্ভগৃহের উচ্চতা ৭০ ফুট। গোলাকার বেদির উপর নির্মিত শায়িত শিবমূর্তির নাভি থেকে উদ্গত প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর নিম কাঠের তৈরি হংসেশ্বরী দেবী মায়ের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। বর্তমানে মন্দিরের প্রধান পুরোহিত রয়েছেন বসন্ত চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গে রয়েছেন ধ্রুব চট্টোপাধ্যায় ও গণেশ চক্রবর্তী। এখানে মায়ের শান্ত রূপ। মায়ের জিভও এখানে বের করা থাকে না। কিন্তু কার্তিক মাসের কালীপুজোর রাতে পুজোর আগে মাকে জিভ বের করা মুখোশ পরানো হয়। প্রসঙ্গত, যখন এই মন্দির প্রতিষ্ঠা হয় তখন বিষ্ণু মতে মায়ের পুজো হতো। পরবর্তীকালের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মায়ের শাক্তমতে পুজোর প্রচলন শুরু হয়। নিয়ম বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে এখন তাই মায়ের হাতে নরমুণ্ড দেখা যায়। হংসেশ্বরী মন্দিরের পাশেই রয়েছে বাসুদেব মন্দির।

আলিপুর বার্তার কার্তিক পরিক্রমায় সেরা মিলনপল্লি

নিজস্ব প্রতিনিধি : দু বছরের মহামারী কাটিয়ে এবার ফের স্বমহিমায় জেগে উঠেছে হুগলি বাঁশবেড়িয়ার কার্তিক পুজো। এখানে গেলে অবাক হয়ে যেতে হয়। শুধু কার্তিক নয় সারা বাঁশবেড়িয়া জুড়ে পুজিত হন বাবা ভোলানাথ, নারায়ণ, গণেশ, নটরাজ এমনকি মা গঙ্গাও। আমরা জানি কার্তিক মাসের সংক্রান্তির দিন কার্তিক পুজোর প্রচলনই সারা বাংলা জুড়ে। কেন

জুনিয়র ফ্রেন্ডস ক্লাব, মিলন পল্লি

এমন ব্যতিক্রম বাঁশবেড়িয়ায়? জানা গেল এক অজানা কাহিনী। এই দিন নাকি মর্তে নেমে আসেন বহু দেবদেবী। তাঁরাই প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে পুজিত হন বাঁশবেড়িয়ায়।

শুধু দেখা নয় আলিপুর বার্তা এবার ক্লাসিক কার্তিক

অনির্বান, বসু লেন

সম্মান নিয়ে পরিক্রমায় সামিল হয়েছিল বাঁশবেড়িয়া জুড়ে। দেখা গেল অভিনব সব ভাবনার মণ্ডপ। ধারে ভারে কোনও অংশে পিছিয়ে নেই বাঁশবেড়িয়া। অপরিসর নানা

জুনিয়র বালক সংঘ

রাস্তা গলি লেন বাইলেন জুড়ে শুধুই মন্ত্র উচ্চারণ এবং ঢাক কাঁসর ঘন্টার অমোঘ ধ্বনি।

পিয়ালীর হাতে চেক প্রদান

বিচার শেষে নির্বাচিত পুজো কমিটির হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় সন্তান সংঘের মঞ্চ থেকে। উপস্থিত থেকে পুরস্কার তুলে দিলেন রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী প্রেমাত্মাজী মহারাজ, সন্তান সংঘের কর্ণধার অশোক গঙ্গোপাধ্যায় ও চপল শেঠ, চিকিৎসক ডাঃ সুব্রত ঘোষ, ইসিএল–এর জেনারেল

মিতালি সংঘ, সরকারি পল্লি

ম্যানেজার তন্ময় চৌধুরী। আলিপুর বার্তার কার্যকরি সম্পাদক প্রণব গুহ এবং এভারেস্ট জয়ী পাহাড় কন্যা পিয়ালী বসাক। সমগ্র অনুষ্ঠানটি ব্যবস্থাপনায় ছিলেন আলিপুর বার্তার হুগলি জেলা প্রতিনিধি মলয় সুর। সমগ্র অনুষ্ঠানটি ক্যামেরাবন্দী করেন বিযুষ চক্রবর্তী। নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি ও আলিপুর বার্তার পক্ষ থেকে পিয়ালীর চিকিৎসার জন্য চেক প্রদান করা হয়।

যারা পুরস্কার পেয়েছে

প্রথম – জুনিয়র ফ্রেন্ডস ক্লাব, মিলন পল্লি।
দ্বিতীয় – অনির্বান, বসু লেন।
তৃতীয় – জুনিয়র বালক সংঘ।
চতুর্থ – মিতালি সংঘ, সরকারি পল্লি।
পঞ্চম – রামকৃষ্ণ সংঘ, ক্ষুধিরাম পল্লি।
ষষ্ঠ – কিশোর সংঘ, হংসেশ্বরী রোড।

বিচারক

দেবাশিস ব্যানার্জী, চৈতালী গুহ, মধুমিতা ধৃত।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com